আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩১শে জানুয়ারি, ২০২৩

নারী ও শিশু সহ ৬৮ জনকে 'বিদেশী' ঘোষণা দিয়ে বন্দী শিবিরে প্রেরণ

আসামে ৬৮ জনকে 'বিদেশী' ঘোষণা দিয়ে গোয়ালপাড়া রাজ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত 'ডিটেনশন সেন্টারে' স্থানান্তর করা হয়েছে। বিদেশী হিসাবে ঘোষণা করা লোকদের ধীরে ধীরে গুয়াহাটি থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে একটি ট্রানজিট ক্যাম্পের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

এ ডিটেনশন সেন্টারটি কেন্দ্রীয় সরকারের "নিয়ম" মেনে তৈরি করা হয়েছে বলে জানা যায়। আসামে মুসলিমদের জন্য এই পর্যন্ত ছয়টি "ডিটেনশন সেন্টার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মতে, যারা গোয়ালপাড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছেন, তারা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা আসাম ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল দ্বারা "বিদেশী" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামের কারা মহাপরিদর্শক বার্নালি শর্মা রিপোর্ট করেছে যে, ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থানান্তরিত ৬৮ জনের মধ্যে ৪৫ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা এবং দুইজন শিশু।

আসামের কোকরাঝাড় জেলা কারাগার এবং গোয়ালপাড়া জেলা কারাগার ছাড়াও তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, শিলচর কেন্দ্রীয় কারাগার, ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগার এবং জোড়হাট কেন্দ্রীয় কারাগারে বিদ্যমান 'ডিটেনশন সেন্টার' রয়েছে। সরকারের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলোতে ১৬৫ জন ব্যক্তিকে আটক করে রাখা হয়েছে। যাদের অধিকাংশই মুসলিম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Assam: 68 people including 21 women declared 'foreigners', sent to India's largest 'detention centre' - https://tinyurl.com/ya387cjb

---

গুজরাট গণহত্যার কথা স্মরণ করিয়ে মুসলিমদের হুমকি ও ভারতছাড়া করার শপথ

গুজরাটের গণহত্যার কথা মুসলমানদের মনে করিয়ে হুমকি দিয়েছে আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের সভাপতি উগ্রবাদী প্রবীণ তোগাদিয়া।

তোগাদিয়া বলেছে, "গুজরাটে এমন একটি মডেল স্থাপিত হয়েছে যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে সাহস করবে না। আর যদি কেউ আঙ্গুল উঠাতে চায় তাহলে আগে গুজরাটে যেভাবে দমিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেভাবেই আবার দমিয়ে দেওয়া হবে।"

গত ২৭ জানুয়ারী শুক্রবারে ভারতের হরিয়ানায় এমন উগ্রবাদী ঘৃণাত্মক বক্তৃতা দিয়েছে সে।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রবীণ তোগাদিয়া শত শত হিন্দুকে এই মর্মে শপথ করাচ্ছে যে, তাদের একটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, "লাভ জিহাদ" আইন এবং বাংলাদেশী মুসলিমদের ভারত থেকে বের করে দেওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।

শপথ পাঠ শেষে উগ্র জনতা 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে থাকে। এ ঘটনাটি হরিয়ানার পালওয়াল জেলার বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে তোগাদিয়ার বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের পূর্ববর্তী কিছু উদাহরণ:

AHP-এর আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ তোগাদিয়া মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত। ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে গুজরাট এবং মধ্য ভারতে গণহত্যার উস্কানি দেওয়ার পর থেকে প্রবীণ তোগাদিয়া একাধিকবার মুসলিম-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়েছে। সে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করেছে, তাদেরকে বাংলাদেশী বলে অভিহিত করেছে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বা লাভ জিহাদ আইনের মতো সমস্যাযুক্ত ও বৈষম্যমূলক আইনের দাবি তুলেছে।

গত বছরের ৬ এপ্রিল ধুবরি জেলার গোলকগঞ্জে দেওয়া বক্তৃতায় সে দাবি করেছিল যে ধুবড়িতে এখন মাত্র "২০% হিন্দু" রয়েছে যার মধ্যে ১২,০০,০০০ মুসলমান বাংলাদেশ থেকে "অনুপ্রবেশ" করেছে। সে এমনকি তখন মুসলমানদের ডিএনএ পরীক্ষার দাবি করেছিল।

১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে তোগাদিয়া আবার নির্লজ্জভাবে মুসলিমদের টার্গেট করেছিল। মুসলমানদের অস্তিত্বের সমতা এবং সাংবিধানিক অধিকার থেকে বাধা দেওয়ার দাবি করেছিল সে। সেখানে জনতাকে সম্বোধন করে মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তাদেরকে সরকারি সকল পথ থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছিল এই তোগাদিয়া। সে বলেছিল, "আমি এমন একটি আইন আনব যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের এসপি, প্রধানমন্ত্রী, ডিএম থাকতে পারবে না।"

সে আরও যোগ করেছিল, "আমার হিন্দু রাষ্ট্রে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হবে না। আমার মতে, বিকাশ (উন্নয়ন) শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য। এটি আমাদের জমি এবং আমরা এর সঠিক উত্তরাধিকারী। আমরা রামমন্দিরের মতো ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনব এবং মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করব।"

সে আরও বলেছিল, "আমার শাসনামলে কোন মুসলমান কোনও সাংবিধানিক পদ পাবে না।"

তথ্যসূত্র:

----

1. Hate Watch: Pravin Togadia administers communal and anti-minority oath to hundreds in Haryana - https://tinyurl.com/mexxdekd

2. Pravin Togadia, President of the far-right International Hindu Parishad, reminds Muslims about Gujarat. - https://tinyurl.com/2xz5yr8m

---

মধ্যপ্রদেশে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তি

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে বলিউডের একটি ছবিতে গেরুয়া পোষাক ব্যবহারের প্রতিবাদের নামে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তি ও অশালীন মন্তব্য করেছে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সন্ত্রাসীরা।

গত ২৫ জানুয়ারী বুধবার হিন্দুত্ববাদীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে এমন অশালীন মন্তব্য করার জঘন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

সম্প্রতিক শাহরুখ খানের সিনেমা 'পাঠান'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে অশালীন বক্তব্য দিতে থাকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। যদিও এ সিনেমাটি ইসলামের সাথে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়, তবুও হিন্দুত্ববাদীরা চিরাচরিত ইসলাম ও নবী বিদ্বেষ উগড়ে দেয়।

সিনেমাটির ট্রেইলার প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দিতে থাকে। সিনেমার অভিনেতা শাহরুখ খান শুধু নামে মুসলিম হওয়াতেই হিন্দু সন্ত্রাসীরা তার বিরোধিতা করতে গিয়ে ইসলাম ও আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তি শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে অবমাননার খবর দ্রুতই ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানীয় মুসলিম রাসূল (ﷺ)-কে অবমাননার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

ইতিপূর্বে, নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দাল রাসূল (ﷺ)-কে অবমাননা করেছিল। তখনও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের কোন বিচার না করে উল্টো মুসলিমদেরকেই ধরপাকড় করেছিল। যদি রাসূল (ﷺ)-কে অবমাননার সঠিক বিচার করা হত, কিংবা যদি মুসলিমরা শাতে রাসুলদের পাওনা ঠিকমতো আদায় করে দিতে সক্ষম হতো, তাহলে এমন জঘন্য কাজ করতে কেউ দুঃসাহস দেখাতো না বলেই মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindutva Mob in MP Protesting 'Pathaan' Movie Raises Slogans Against the Prophet - https://tinyurl.com/3rpnh6m5

2. On the pretext of protesting against the film, Bajrang Dal activists have resorted to making indecent remarks on Prophet Hazrat Muhammad. - https://tinyurl.com/224twsrr

3. video link: - https://tinyurl.com/5bpmjyjn

প্রতি শুক্রবারে কুরআন পোড়ানোর হুমকি দিল সেই পালুদান

ইসলামবিরোধী উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদ রাসমুস পালুদান কিছুদিন আগে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম সপ্তাহে সুইডেনে এবং পরবর্তী সপ্তাহে ডেনমার্কে কুরআন পুড়িয়েছে সে। এই এ ঘটনায় মুসলিমরা প্রতিবাদ জানান। কিন্তু এর মধ্যেই আবারও পবিত্র কুরআন মাজিদ পোড়ানোর হুমকি দিয়েছে সে।

এবার সে বলেছে, প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার দিন পবিত্র কুরআন পোড়াবে। যতদিন পর্যন্ত সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডকে ন্যাটো-তে যোগ দিতে তুরস্ক সহযোগিতা না করবে, ততদিন পর্যন্ত এভাবে প্রতি শুক্রবারে পবিত্র কুরআন পোড়াতে থাকবে সে।

পালুদান একই সাথে ডেনমার্ক এবং সুইডেনের নাগরিক। সে গত শুক্রবার (২৭শে জানুয়ারি) ডেনমার্কের তুর্কি দূতাবাসের বাহিরে এবং একটি মসজিদের কাছে পবিত্র কুরআন পোড়ায়। এ সময় তার মাথায় ছিল একটি আত্মরক্ষামূলক হেলমেট এবং তাকে নিরাপত্তা দিয়ে ঘিরে রাখে একদল সন্ত্রাসবাদী পুলিশ।

পর পর দুইবার পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় মুসলিমরা ফুঁসে উঠলেও, ঐ সন্ত্রাসবাদী পালুদানের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

বাকস্বাধীনতার দাবিদার পশ্চিমাগোষ্ঠী এই ঘটনায় কার্যত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং পালুদানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর এই প্রশ্রয় পেয়েই সন্ত্রাসবাদী পালুদান পুনরায় প্রতি শুক্রবারে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর হুমকি দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Rasmus Paludan Intends to Burn Al-Quran Every Friday until Sweden Joins NATO - https://tinyurl.com/yckkxkdv

---

বিশ্ব ব্যাংকের স্বীকারোক্তি : আফগানিস্তানের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তালিবানের নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশটির অর্থনীতি নিয়ে বিভিন্ন সময় পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম নানা ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রচার ও প্রোপ্যাগান্ডা ছড়িয়ে আসছে। অথচ বাস্তবে কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের নানান নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইমারাতে ইসলামিয়ার অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং রপ্তানির পরিসংখ্যান দ্রুত বাড়ছে। ফলাফলস্বরূপ, বিশ্ব ব্যাংক এখন নিজেই বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আফগানিস্তানের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি জানিয়েছে যে, ইসলামি ইমারতের অর্থনীতি ধসে পড়ছে না- বরং ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকারের নেতৃত্বে দেশে রপ্তানির পরিসংখ্যান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও গতি পেয়েছে।

ইসলামি ইমারতের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে, যা সম্ভব হয়েছে মূলত তালিবানের দৃঢ় নেতৃত্বে দুর্নীতি অবসানের ফলে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইমারতের রাজস্ব আদায় ২০২০ ও ২০২১ এর তুলনায় বেড়ে ২০২২ এর সর্বশেষ নয় মাসে (মার্চ-ডিসেম্বর) ১.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। রাজস্ব আয়ের বেশিরভাগই এসেছে কাস্টমস থেকে।

তৃতীয় পক্ষের সূত্রের বরাতে বিশ্ব ব্যাংক আরও জানিয়েছে, আফগানিস্তানে এখন সময় মতো চাকরিজীবীদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।

সেই সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ায় ২০২২ সালের জুলাই থেকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমেছে। ভোক্তা মূল্য সূচকে মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের জুলাইয়ে ছিল ১৮.৩ শতাংশ। নভেম্বরে সেটা কমে হয়েছে ৯.১ শতাংশ। তবে বছরের শেষ নাগাদ মুদ্রাস্ফীতি ৬.১ শতাংশে নেমে আসার বিষয়টি প্রতিবেদনে স্থান পায়নি।

এখানেই শেষ নয়, এশিয়ার অনেক দেশের নিত্যদিনের বাজার দ্রব্যের মূল্যের চাইতে আফগান জনগণ স্বল্পমূল্যে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারছেন। সেই সাথে দক্ষিণ এশিয়া সহ বিশ্বের অনেক দেশের চাইতে আফগান জনগণ সস্তায় তেল ব্যবহার করছেন।

অন্যদিকে দেখা গেছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়ায় প্রচলিত মুদ্রা আফগানির মূল্যমানও বেড়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ডলার এবং ইউরো বিনিময় হারের উচ্চ মাত্রা পিছনে রেখে ভারসাম্য অর্জন করেছে দেশটি। সাম্প্রতিক অতীতে আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য বিদেশি মুদ্রার মোকাবেলায় আফগানি অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিলামে মার্কিন ডলার বিক্রি করেছে। ফলস্বরূপ গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন ডলারের সাথে আফগান অর্থের এক্সচেঞ্জ রেট ৮৭-৮৯ এর মধ্যে রয়েছে, যেখানে মার্কিন ডলারের সাথে বাংলাদেশি মুদ্রার বিনিময় হার ১০৫.৯০। একইসাথে ইরান ও পাকিস্তানের মুদ্রার বিপরীতেও আফগানি মুদ্রার দ্রুত মূল্যায়ন বাড়ছে।

প্রতিবেদনে আফগানিস্তানের রপ্তানি পরিসংখ্যানের বিশাল বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ২০২২ অর্থবছর জুড়ে রপ্তানি শিল্পেও দৃঢ়তা দেখা গেছে। ২০২২ সালের ৯ মাস মেয়াদে রপ্তানির পরিসংখ্যান পুরো ২০২১ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশ বেড়ে ১.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ পূর্বেকার পশ্চিমা সমর্থিত সরকরের আমালে আফগানিস্তানের রপ্তানি ছিলো মাত্র ৮০০ মিলিয়ন ডলার।

এভাবে আফগানিস্তান বিষয়ক বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণে আফগানিস্তানের ক্রমোন্নত অর্থনীতির বিষয়টি স্পষ্ট উঠে এসেছে; বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হচ্ছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ। আফগানিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থা ও গণমাধ্যমের অপপ্রচার ও

প্রোপ্যাগান্ডার বিরুদ্ধেও বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক এই রিপোর্ট আফগানিস্তানের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থার একটি অংশ তুলে ধরেছে। তাই বিশ্ব ব্যাংকের এই রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। কঠিন এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিসংখ্যান ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য খুবই ইতিবাচক একটি বিষয়।

ইসলামি ইমারতের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে তাই বলা হয়েছে, "ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান বিশ্বাস করে, যদি আফগানিস্তানের ব্যাংকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং আটকে রাখা অর্থ ফেরত দেওয়া হয়, তবে আফগানিস্তানের অর্থনীতি অতি দ্রুত আরও উন্নতি ও স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে।"

বিবৃতিতে ইসলামি ইমারতের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল সংস্থাকে আফগানিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতেও আহ্বান জানানো হয়।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

সংকলক : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

1. Afghanistan’s Economy is Gradually Recovering not Collapsing: World Bank - https://tinyurl.com/ydv2tt7p

2. ইসলামি ইমারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি - https://tinyurl.com/mryur59v

---

খোরাসান | লোগারে ১৯৫০টি অভাবী পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণে নানারকম পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তৈরি এবং অভাবিদের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।

সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি "মালিক সালমান" চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের পাঠানো বিপুল পরিমাণ খাদ্য সহায়তা আফগান রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে লোগার প্রদেশের মাকার, বারকি বারাক এবং চরক জেলায় বিতরণ করা হয়েছে। এই খাদ্য সহায়তা ৩টি জেলার ১৯৫০টি অভাবী পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

খাদ্য সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৪০ কেজি আটা, ৫ কেজি চাল, ৫ লিটার তেল, ৫ কেজি শিম, ৫ কেজি চিনি এবং ২ কেজি খেজুর।

এছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় ৪৭ হাজার ৪০০ অভাবী পরিবারে মাঝে এধরণের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার পরিকল্পনা নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করেছেন তালিবান কর্তৃপক্ষ।

৩০শে জানুয়ারি, ২০২৩

অমর্ত্য সেনের বিজেপি বিরোধিতা: আমাদের শিক্ষা

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদেরকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রগুলোর অন্যতম একটা হলো সিএএ বাস্তবায়ন। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছে যে, সিএএ বাস্তবায়নে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) উদ্দেশ্য হল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির ভূমিকা বাড়ানো এবং একই পরিমাণে সংখ্যালঘু মুসলিমদের দুর্বল করা।

অমর্ত্য সেন আরও বলেছে যে, বিজেপির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সিএএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ভূমিকা হ্রাস করা এবং তাদেরকে গুরুত্বহীন বানিয়ে দেওয়া।

পিটিআই-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে অমর্ত্য সেন আরও বলেছে যে, ভারত একদিন মুসলমানদের মতো সংখ্যালঘুদের অবহেলা করার জন্য অনুশোচনা করবে।

২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার CAA প্রবর্তন করে। আইনটিতে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য অবৈধ অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করা প্রকাশ্য মুসলিম বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া, প্রস্তাবিত ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এনআরসি) সহ সিএএ ভারতীয় মুসলমানদের দুর্বল করার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষকরা বলেছে, "সিএএ অবৈধ অভিবাসীদের নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য করে তোলে। যদি তারা (ক) হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এবং (খ) আফগানিস্তান,

বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের হয়। এটি শুধুমাত্র অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করেছে।”

এ আইনে অন্যান্য মতবাদের লোকদের কথা উল্লেখ করলেও বাদ দেওয়া হয়েছে মুসলিমদের। ফলে ভারতে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী অনেক মুসলিমও অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে, যাদেরকে বিতারিত করা হবে কিংবা ক্যাম্পে আটকে রাখা হবে।

এ আইনের প্রস্তাব করার সময় থেকেই মুসলিমরা তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসছেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সরকার সে ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে উল্টো আন্দোলনকারীদের উপর দমন নিপীড়ন চালিয়েছে। এখনো অনেক প্রতিবাদকারী হিন্দুত্ববাদীদের কারাগারে বন্দী আছেন।

এখানে একটি কথা মুসলিমদের জেনে রাখা দরকার যে, অমর্ত্য সেনের মতো লোকেরা হঠাৎ হঠাৎ এমন বক্তব্য দেয় যা থেকে সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে যে, সে হয়তো মুসলিমদের বন্ধু। কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন।

অমর্ত্য সেন বিজেপির বিরোধিতা থেকে এমন বক্তব্য দিয়েছে, মুসলিম বা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে নিজের অবস্থান জানানোর জন্য নয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অমর্ত্য সেনকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব ‘ভারত রত্ন’ উপাধি দিয়েছিল এই বিজেপি সরকারই। আবার এই অমর্ত্য সেনই কিছুদিন আগে বলেছে, মমতা ব্যানার্জির যোগ্যতা আছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। এই মমতাই কিন্তু বাংলাদেশকে তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলিম।

শত্রু অনেক সময় 'সুবিধাবাদী সত্য' উচ্চারণ করলেই সে বন্ধু হয়ে যায় না।

লিখেছেন : সাইফুল ইসলাম

২৮শে জানুয়ারি, ২০২৩

৯ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করলো আগ্রাসী ইসরাইল

ফিলিস্তিনে ভয়াবহ আগ্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এক দিনে ৯ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গুলি করে হত্যা এবং আরও ২০ জনকে আহত করেছে আগ্রাসী ইহুদি বাহিনী। নিহতদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা নারীও রয়েছেন; আর আহতদের মধ্যে ৪ জন রয়েছে মুমূর্ষু অবস্থায়।

গত ২৬ জানুয়ারি সকালে অধিকৃত ফিলিস্তিনের জেনিন শহরে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। সকাল থেকেই শত শত ইহুদি সেনা এলাকাটির একটি ফিলিস্তিনি শরনার্থী শিবিরে অভিযান শুরু করে। তাদের অভিযানে গুড়িয়ে দেয়া হয় বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি বাড়ি।

এর মাত্র একদিন আগেই ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইতেমার বেন গাভির গোটা জেরুজালেম ও পবিত্র আল-আকসা মসজিদ দখলের ঘোষণা দিয়েছিল,এর জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়ছে দখলদার এই মন্ত্রী।

সে জানায়, 'যুদ্ধ পরিস্থিতির কাছাকাছি আমরা। খুব শিগগিরই মাউন্ট টেম্পল (আল-আকসা) দখলের পরিকল্পনা ইসরাইলের। এই ঘোষণায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো (ফিলিস্তিনি) মাথাচাড়া দিচ্ছে। তাদের প্রতিহত করতে আমরাও প্রস্তুত। সে কারণেই নিরাপত্তা বহরে যুগান্তকারী সংস্কার আনা হচ্ছে। পুলিশ ও সেনা সদস্যদের বেতনভাতা ২০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। তালিকায় যুক্ত হবে আরও ৪ হাজার সদস্য। দেয়া হবে অত্যাধুনিক যানবাহন ও অস্ত্র।

রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে এক দিনেই ৯ ফিলিস্তিনিকে গণহত্যা ও ২০ জনকে গুরুতর আহত করেছে ইসরাইল। তাদের আগ্রাসন এখনও শেষ হয়নি। ইহুদিদের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ দখলের খায়েশ বহু দিনের। বর্তমানে মুসলিম জাতির দুর্বলতার সুযোগে তাদের এই খায়েশ পূরণের স্বপ্ন দেখছে তারা। আর এ লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো হচ্ছে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড।

তবে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের রক্ত দিয়ে হলেও পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে নাপাক ইহুদিদের কবল থেকে রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু বিশ্ব মুসলিমরা এখনো আল-আকসা ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ব্যাপারে উদাসীন। এই উদাসীনতার কারণেই মূলত মুসলিমদের প্রথম কেবলা আল-আকসা বেদখল হবার আশংকা খুব প্রকট হয়ে গেছে এখন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israeli troops kill 9 Palestinian people, including an elderly woman, wound 16, in an apocalyptic vicious attack on Jenin — many critical - https://tinyurl.com/2s3zkpp3

2. 'আল-আকসা' সম্পূর্ণ দখলের পরিকল্পনা, বাড়ছে অভিযান: ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী - https://tinyurl.com/3ypw5ezd

---

প্রশাসনিক সদর দফতরে ঝড় তুলল শাবাবের ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়ন: অসংখ্য সোমালি কর্মকর্তা হতাহত

সম্প্রতি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সদর দফতর লক্ষ্য করে ভারী হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ে মোগাদিশু সরকারের উচ্চপদস্থ অসংখ্য কর্মকর্তা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গুরুত্বপূর্ণ হামলাটি গত ২২ জানুয়ারি দুপুর ৩টায় রাজধানী মোগাদিশুর বানাদির জেলায় চালানো হয়েছিল। এতে অংশ নেন আশ-শাবাবের ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের কয়েকজন বীর মুজাহিদ। তাঁরা প্রথমেই শত্রুর প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টারের সকল নিরাপত্তা বাধা অতিক্রম করেন এবং এর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপর মুজাহিদগণ হেডকোয়ার্টারে তীব্র হামলার ঝড় তুলেন, যা দীর্ঘ ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা যাবৎ চলমান ছিলো। শাবাবের ইনগিমাসী যোদ্ধারা অভিযান চলাকালে সদর দফতরের অভ্যন্তরে নিরাপত্তারক্ষী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ অসংখ্য শত্রুকে নির্মূল করেন।

হামলা চলাকালীন সময়ে আশ-শাবাব প্রশাসনের মুখপাত্র মুহতারাম আবু মুস'আব (হাফি.) প্রাথমিক এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, মুজাহিদগণ সদর দফতরের নিরাপত্তারক্ষীদের হত্যা করে এর ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। মুজাহিদগণ সেখানে তাদের অর্পিত দায়িত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে করে হত্যা করছেন। আমাদের একজন ইনগিমাসী যোদ্ধা জানিয়েছেন যে, তিনি একাই ১৭ জন কর্মকর্তাকে হত্যা করেছেন, বাকিরাও আরও অনেক কর্মকর্তাকে হত্যা করে চলছেন। তবে এখন পর্যন্ত আমরা ৩৪ কর্মকর্তা নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত হয়েছি।

এই রিপোর্ট প্রকাশের পরও সেদিন আরও দীর্ঘক্ষণ ধরে সদর দফতর ঘিরে তীব্র লড়াই চলছিল। শাবাবের কয়েকজন ইনগিমাসী মুজাহিদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং সেনাদের উদ্ধার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেন। এমন পরিস্থিতিতে সোমালি বাহিনী সেখানে বিমান সহায়তা পাঠাতে বাধ্য হয়। অবশেষে সোমালি বাহিনী ৪ জন মুজাহিদকে শহীদ করার মাধ্যমে এই অপারেশন শেষ হওয়ার ঘোষণা করে। তবে এই অপারেশনে কতজন শাবাব যোদ্ধা অংশ নিয়েছে, সেটা মোগাদিশু প্রশাসন নিশ্চিত করে বলতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে একই সদর দফতরে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। সেই হামলায় মোগাদিশুর গভর্নর ইয়ারিসো সহ অনেক কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছিল।

২৬শে জানুয়ারি, ২০২৩

জ্ঞানবাপী মসজিদ ভেঙে দেওয়ার হুমকিদাতা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেনা সদস্যকে জামিন

হিন্দুত্ববাদী এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিশ্ব হিন্দু সেনার সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় চৌবের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। সে বারাণসীতে মুসলিমদের ঐতিহাসিক জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্স ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল।

শুধু জামিনের আবেদন মঞ্জুর করাই শেষ নয়, চৌবের গ্রেপ্তারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী আদালত। উগ্র দিগ্বিজয় চৌবে হুমকি দিয়েছিল "জ্ঞানবাপী মসজিদের অবস্থা বাবরীর মতো" করে দেবে।

২০২২ সালের আগস্টে চৌবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মসজিদ প্রাঙ্গণে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার ঘোষণা করেছিল। ঐতিহাসিক মসজিদ প্রাঙ্গণের জায়গা ভেঙ্গে ফেলারও হুমকি দেয় সে। তার জামিন আবেদনের শুনানি করে বিচারপতি সুভাষ চন্দ শর্মা।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে একের পর এক ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলো ভাঙার পটভূমি তৈরি করছে। তারা জানে মসজিদের বিরুদ্ধে কথা বললেও তাদের কোন সমস্যা হবে না, পুলিশ আটক করলেও জামিন হয়ে যাবে, আর আদালতে মামলা হলেও হয়ে যাবে জামিন। ফলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলোকে বিতর্কিত করতে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে।

রাজস্থানের লোহাওয়াতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রচারক এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সংগঠনের মন্ত্রী ঈশ্বর লাল বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ৩০ হাজার মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উগ্র নেতা প্রকাশ্যে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে এবং মন্দির নির্মাণের জন্য ৩০ হাজার মসজিদ ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Allahabad HC grants bail to Vishwa Hindu Sena member who threatened to demolish Gyanvapi Mosque (Muslim Mirror) - https://tinyurl.com/2p8tnkty

2. RSS member calls for converting 30,000 mosques into temples - https://tinyurl.com/5h72wczv

---

'লাভ জিহাদের' অভিযোগ তুলে মুসলিমদের উপর "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিয়ে হামলা

ভারতের ইন্দোরে পরিচিত এক হিন্দু মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দেওয়ার কারণে বজরং দলের উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের আটক করে। বজরং দলের সন্ত্রাসীরা ২৪ বছর বয়সী সেই মেয়ের ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে পড়ে যে তার বন্ধুদের সাথে তার জন্মদিন উদযাপন করছিল। উপস্থিত সকলকেই আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

তবে 'লাভ জিহাদের' অভিযোগ করে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা পার্টিতে মুসলিম পুরুষদের গালিগালাজ ও মারধর করে; কিন্তু উপস্থিত হিন্দু বন্ধুদের ঠিকই বের হয়ে যেতে দেয়।

ঘটনার ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলাকারীরা "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিয়ে মুসলিম যুবকদের ওপর হামলা করছে। মারধরের পরে তারা পুলিশকেও জানায়; পরে পুলিশ এসে মুসলিম যুবককে মিগ কলোনি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হিন্দু মেয়েটিকে ঐ উগ্র হিন্দুরা চাপ প্রয়োগ কর, তবে সে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে অস্বীকার করে। মেয়েটি পুলিশকে বলেছে যে, এখানে কোন লাভ জিহাদ ছিল না। আমরা বন্ধুদের সাথে জন্মদিন উদযাপন করছিলাম। তারাও জন্মদিন উদযাপন করতে এসেছিল।

বজরং দলের নেতা মনোজ যাদব সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তারা মেয়েটির বাড়িতে প্রবেশ করে, কারণ তারা জানতে পেরেছিল যে মুসলমান এবং হিন্দুরা একসাথে উদযাপন করছে। জানতে চাইলে মিগ কলোনি পুলিশ অফিসার সীমা শর্মা বলেছে, এ ঘটনায় কোনো লাভ জিহাদ বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের কোনো ঘটনা নেই।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim men assaulted by Bajrang Dal, detained for joining Hindu friend's birthday party in Indore - https://tinyurl.com/49bn62sz

---

সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার অতর্কিত হামলা: ১১ বুরকিনান সেনা নিহত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে সামরিক কার্যক্রম বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ফলশ্রুতিতে প্রতি মাসেই দেশটির সামরিক বাহিনীর বহু সংখ্যক সদস্য হতাহতের শিকার হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৯ জানুয়ারি দেশটির সানমাতেঙ্গা এবং নায়লা প্রদেশে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা।

সূত্র অনুযায়ী, জেএনআইএম যোদ্ধারা নায়লা প্রদেশের হামলাটি চালান টোমা এলাকায় সামরিক বাহিনীর একটি সরবরাহ কনভয়ে। কনভয়টি উক্ত এলাকা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ তাতে অতর্কিত হামলা

চালান। এই হামলায় বুরকিনান সামরিক বাহিনীর অন্তত ১১ সৈন্য নিহত এবং আরও ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে। একই সাথে শত্রুদের কয়েকটি সরবরাহ গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

এছাড়াও বরকতময় এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনী থেকে ১০টি জি-৩, কয়েকটি AGS-17 গ্রেনেড লঞ্চার, এক ডজন FN-FAL রাইফেল, ৫টি ম্যাগ, ২০০ রাউন্ডের বেশি গোলাবারুদ এবং ৮টি মোটরসাইকেল সহ অন্যান্য আরও অনেক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

কেনিয়ায় শাবাবের জোরদার হামলা: ১৩টি যান ধ্বংস, বহু সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকায় কেনিয়া ও সোমালিয়ার আন্তঃসীমান্ত অঞ্চলে আশ-শাবাব মুজাহিদিনের হামলা তীব্র আকার ধারণ করছে। হামলায় বহু কেনিয়ান সৈন্য হতাহত হচ্ছে, সেই সাথে ধ্বংস করা হচ্ছে শত্রুদের সামরিক যান।

গত সপ্তাহেও এ ধরনের ৭টি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৭ জানুয়ারি কেনিয়ায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছেন।

প্রথম হামলাটি চালানো হয় কেনিয়ার উপকূলীয় লামু রাজ্যের ইগারী শহরে, কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে। এতে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ৯টি সামরিক গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়।

শাবাব মুজাহিদিন এদিন তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান "আলগিস-মালহাডন" এলাকায়। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র জানায়, অতর্কিত এই হামলাটি চীনা প্রকৌশলীদের একটি দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। হামলার ফলস্বরূপ প্রকৌশলীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ২ কেনিয়ান সেনা নিহত এবং অন্য ৪ জন আহত হয়। সেই সাথে ১টি জ্বালানি ট্যাঙ্কার, ১টি ডাম্প ট্রাক এবং অন্য একটি ছোট ট্রাক ধ্বংস হয়।

কেনিয়ান পুলিশ জানায়, এক সপ্তাহে প্রকৌশলীদের উপর এটি শাবাব মুজাহিদিনের দ্বিতীয় হামলা। এর আগের হামলাটি বোরার ল্যাপসেট রোডে একটি বিস্ফোরক দ্বারা চালানো হয়েছিল, যেটি আগে থেকেই পুঁতে রাখা হয়। ঐ হামলায় কেনিয়া ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটির (কেনহা) চার প্রকৌশলী নিহত হয় এবং বাকিরা আহত হয়। পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আহতদের একটি সামরিক ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তখন।

১৮ জানুয়ারি বুধবারেও কেনিয়ার হালুকা শহরে কেনিয়ান বাহিনীকে টার্গেট করে আরও একটি অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। সেখানে মুজাহিদদের বোমা হামলায় কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়।

একই দিন বুধবারেই গারিসা রাজ্যের রোকি গ্রামে কেনিয়ান বাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে হামলা চালান আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ঐ হামলাতেও বহু সংখ্যক কেনিয়ান সৈন্য হতাহত হয়; তবে হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

এর আগে গত ১৬ জানুয়ারি সোমবারেও কেনিয়ার ওয়াজির রাজ্যের গারসু এলাকায় পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। হামলা দুটি কেনিয়ান বাহিনীর ২টি পৃথক সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে হতাহতের ঘটনা ঘটে, তবে এই হামলাতেও ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

সর্বশেষ গত সপ্তাহের রবিবারেও মান্দিরা রাজ্যের দামাসি এবং জাবি এলাকার ২টি সামরিক ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে শত্রু শিবিরে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। তবে এলাকাগুলোও শত্রু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে হওয়ায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা এক্ষেত্রেও জানা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়ায় তাদের সামরিক উপস্থিত বাড়িয়েছে। কেনিয়ান সরকার, সেনা বাহিনীর কেন্দ্র, যোগাযোগ লাইন এবং লজিস্টিক রুটকে লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ তাদের এসকল হামলা পরিচালনা করছেন। একই সাথে তাঁরা কেনিয়াতে অবস্থিত পশ্চিমা-কেন্দ্র এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। এছাড়াও প্রায়শই চীনা প্রকল্পগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন তাঁরা।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে, কেনিয়ার মান্দেরা রাজ্যের গভর্নর আলি রোবা বলেছিল যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন উত্তর কেনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

২৫শে জানুয়ারি, ২০২৩

লাউড স্পিকারে আযান দেওয়ায় উত্তরাখণ্ডে পাঁচটি মসজিদকে জরিমানা

হরিদ্বারে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন লাউড স্পিকারে আযান দেওয়াকে 'শব্দ দূষণ' আখ্যা দিয়ে সাতটি মসজিদকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এসডিএম পুরন সিং রানা এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

নৈনিতাল হাইকোর্ট এবং সরকারি নির্দেশে মসজিদে লাউডস্পিকার বসানোর জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাদের দাবি সাতটি মসজিদে লাউডস্পিকার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জোরে বেজেছে। তাই ঐ মসজিদগুলোর পরিচালক কমিটিকে জরিমানা করা হয়েছে।

পাঁচবার নামাজ এবং সঙ্গে আজানের বিরোধিতা করে জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠিও লিখেছিল উত্তর প্রদেশ সরকারের কট্টর হিন্দুত্ববাদী মন্ত্রী আনন্দ স্বরূপ শুক্লা। সে বলেছিল তার নাকি আযানের তিন মিনিটের সুমধুর ধ্বনির কারণে দৈনিক কাজে মন দিতে, যোগা করতে এবং পূজা-অর্চনায় সমস্যা হয়।

শুধু শুক্লাই নয়, ইসলাম ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞা ঠাকুর বলেছে, "ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট থেকে খুব জোরে শব্দ হয়। সেই শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। আজানের ফলে অনেক রোগীরও সমস্যা হয়। কারণ তাদের রক্তচাপ বেড়ে যায়।"

কিন্তু দিনের পর দিন দূর্গা পূজা, দিওয়ালি গণপতির মতো পূজার সময় অবিরাম উচ্চ মাত্রার স্পিকার বাজানো হলেও কোনো সমস্যা হয় না তাদের।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Uttarakhand: Five mosques in Haridwar fined for giving "loud" Azaan on loudspeakers - https://bit.ly/3Hhjdbl

2. "ভোরের আজান রোগীদের জন্য ক্ষতিকারক। আজানের শব্দ বাড়িয়ে দিতে পারে রক্তচাপ।" ফের ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন প্রজ্ঞা ঠাকুর- https://tinyurl.com/v2rhx8n4

3. আযানকে শিয়ালের ডাকের সাথে তুলনা ফেসবুকে হিন্দু যুবকের পোস্ট- https://tinyurl.com/2p8mhchj

4. মসজিদে মাইক ব্যবহার করে আজানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ভারতের খ্যাতনামা গায়ক সনু নিগম। - https://tinyurl.com/6dv39fbv

---

২৪শে জানুয়ারি, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || সিরিয়ায় নুসাইরিদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের দুর্দান্ত হামলার কিছু দৃশ্য

ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে সিরিয়া থেকে বহু সৈন্য ও সামরিক শক্তি প্রত্যাহার করেছে রাশিয়া। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদগণ এবং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলগুলো সিরিয়ায় তাদের হামলার গতি বাড়িয়েছেন।

সেই সূত্র ধরেই আল-কায়েদা সমর্থিত ২টি মুজাহিদ গ্রুপ গত সপ্তাহে সিরিয়ার ইদলিব ও আলেপ্পো সিটিতে দুর্দান্ত ৬টি সফল হামলা চালিয়েছে। মুজাহিদদের হামলায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

মুজাহিদদের দুর্দান্ত এসব অভিযানের কিছু দৃশ্য দেখুন -

https://alfirdaws.org/2023/01/24/62068/

গরু পরিবহনের 'অপরাধে' মুসলিম যুবকের যাবজ্জীবন, জরিমানা ৫ লাখ

গুজরাটের তাপি জেলার ভায়ারায় দায়রা আদালত ২২ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবককে ‘গরু পরিবহন করার অপরাধে’ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত মুহম্মদ আমীন মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁওয়ের বাসিন্দা।

গুজরাট প্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৫৪ এর ধারা ৫, ৬ এবং ৭ লঙ্ঘনের জন্য আমীনকে ‘আজীবনের জন্য কঠোর শাস্তি ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা’ এবং গুজরাট প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ২০১০ এর ধারা ৬ (ক)(১) লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

প্রধান জেলা ও দায়রা জজ সমীর বিনোদচন্দ্র ব্যাসের আদেশে বলা হয়েছে, "যদি সে জরিমানা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরও পাঁচ বছরের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

আমীনকে ২৭ আগস্ট, ২০২০-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৬টি গরু পরিবহন করার অভিযোগে গুজরাট পুলিশ তাকে আটক করে। তখন থেকে এই মুসলিম যুবক ইতোমধ্যেই আড়াই বছর হিন্দুত্ববাদীদের জেলে কাটিয়েছেন।

মনগড়া শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে হিন্দুত্ববাদী আদালত তার রায়ে বলেছে, গরু শুধু একটি প্রাণী নয়। এই পরিস্থিতিতে গরু জবাই ও পরিবহন একটি বেদনা ও দুঃখের বিষয়। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে গরুর তৈরি ঘর পারমাণবিক বিকিরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। গোমূত্রের ব্যবহার বহু দুরারোগ্য রোগের নিরাময়; গরু ধর্মের প্রতীক।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ‘গরুর তৈরি ঘর পারমাণবিক বিকিরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না’ এ দাবির পক্ষে বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ নেই। একইভাবে গৌমূত্রের ব্যবহারে ‘বহু দুরারোগ্য রোগের নিরাময়’ হওয়া তো দূরের কথা, এর ক্ষতিকর ভাইরাস থেকে বিভিন্ন রোগ তৈরি হয়।

হিন্দুত্ববাদীরা শুধু গরু পরিবহনের কারণে অনেক মুসলিমকে হতাহত করছে। আর হিন্দুত্ববাদী আদালত কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, শুধু মুসলিম-বিদ্বেষের কারণে উক্ত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। অথচ বিশ্বে গরুর গোশত রপ্তানিতে ভারত অন্যতম। একদিকে গরুর

গোশত রপ্তানি করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায়, অন্যদিকে গরু সংরক্ষণের নামে মুসলিমদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Gujarat: 22-year-old Muslim youth gets life in prison for "illegal transportation of cows"
- https://tinyurl.com/363sacsy

---

৩০ হাজার মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরের আহ্বান উগ্র আরএসএস নেতার

ভারতে এক হিন্দু উগ্র নেতা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে। পাশাপাশি, মন্দির নির্মাণের জন্য ৩০,০০০ মসজিদ ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

রাজস্থানের লোহাওয়াতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রচারক এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সংগঠনের মন্ত্রী ঈশ্বর লাল বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ৩০,০০০ মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'ত্রিশূল দীক্ষা' অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় সে আরো বলেছে, "আমরা রাম মন্দির বানিয়েছি এবং এখন আমাদের আরও ত্রিশ হাজার মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তর করতে হবে।"

'ত্রিশূল দীক্ষা' বজরং দল আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান যেখানে হিন্দুদের মধ্যে ত্রিশূল বিতরণ করা হয়।

এই হিন্দুত্ববাদী নেতা তার বক্তৃতায় হিন্দুদেরকে হালাল পণ্য বয়কট করারও আহ্বান জানায়। উগ্রবাদী লাল বলেছে, "কখনও হালাল পণ্য কিনবেন না। সে টাকা কে পায়? মুসলমান।"

এছাড়াও দেশে জনসংখ্যা আইন করারও আহ্বান জানিয়েছে সে। বজরং দল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা। সে আরো জানায়, এ সংগঠনগুলো ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু জাতিতে পরিণত করবে।

'প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল'- এই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে একের পর এক ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলো ভাঙ্গার পটভূমি তৈরি করছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

গো-পূজারী উগ্র হিন্দুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলোকে বিতর্কিত করতে হিন্দুত্ববাদী আদালতে একের পর এক মামলা করছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো মসজিদের স্থানগুলোকে প্রথমে বিতর্কিত করা, যেন হিন্দুত্ববাদী আইন-আদালতের মাধ্যমে পরে ঐ জায়গাগুলো দখল করা যায়।

হিন্দুত্ববাদী দলগুলো ক্রমাগত স্লোগান দিচ্ছে – "অযোধ্যা তো সিরফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী মথুরা বাকি হ্যায়।" এর অর্থ হচ্ছে – অযোধ্যা তো নিছক সূচনামাত্র, কাশী এবং মথুরা এখনও বাকি আছে। আর এবার আরএসএস প্রচারক এবং ভিএইচপি এর মন্ত্রী ঈশ্বর লাল বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ৩০,০০০ মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. RSS member calls for converting 30,000 mosques into temples - https://tinyurl.com/5h72wczv

---

বুরকিনান বাহিনীতে আল-কায়েদার হামলা: হতাহত ১৯ শত্রুসেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে সম্প্রতি ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক হামলায় অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এসময় শত্রুদের কাছ থেকে অনেক সামরিক সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৯ জানুয়ারি সকালে বুরকিনা ফাসোর সানমাতেঙ্গা প্রদেশে সামরিক বাহিনীর উপর এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। ফলশ্রুতিতে অন্তত ৯ সেনা নিহত হবার পাশাপাশি আরও অন্তত ১০ সৈন্য আহত হয়েছে। আহতদের মাঝে ৪ সেনার অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

স্থানীয় মিডিয়া অনুসারে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) মুজাহিদগণ এই হামলাটি চালিয়েছেন। হামলাটি হানি-বাম এলাকায় বুরকিনান 'ভিডিপি' সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এ অভিযানে ১জন মুজাহিদও শহীদ (ইনশাআল্লাহ) হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সফল এই অভিযান থেকে মুজাহিদগণ যেসকল অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে ৬টি AK-103 অস্ত্র, ২টি ম্যাগ, ২৭৮ রাউন্ড গুলি এবং ২টি মোটরসাইকেল।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জানুয়ারি ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/01/24/62061/

সোমালিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর ৭ ঘাঁটিতে একযোগে শাবাবের ১৫ হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তির অবস্থানগুলোকে টার্গেট করে লাগাতার ভারী হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সেই ধারাবাহিকতায় গত ২১ জানুয়ারি শনিবার বিকাল পর্যন্ত, সোমালিয়া জুড়ে দখলদার বাহিনীর ৭টি ঘাঁটিতে একযোগে ১৫টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে অসংখ্য ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ১৫টি হামলা চালানো হয়েছে সোমালিয়ার মারাকা, শালাম্বুদ, জানালী, দীনসুরী, জাবিদ, জুফজুদুদ-বুরী ও হুজাংকু শহরে। এই শহরগুলোতে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় আফ্রিকম ইউনিয়নের অংশীদার ক্রুসেডার উগান্ডান ও কেনিয়ান বাহিনী।

এরমধ্যে মারাকা শহরে উগান্ডান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় অন্তত ৯ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়। বাকি হামলাগুলোতে কত ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

অপরদিকে, মুজাহিদগণ তাদের বাকি ৭টি হামলার মধ্যে ৫টিই পরিচালনা করেছেন সোমালি স্পেশাল ফোর্সকে টার্গেট করে, যারা ক্রুসেডার আমেরিকা ও তুরস্ক কর্তৃক প্রশিক্ষিত। হামলাগুলো কেন্দ্রীয় মাদাক রাজ্যের হারিদারি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। মুজাহিদদের এসব হামলায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হয়েছে, সেই সাথে ৬টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

সূত্রমতে, গত সপ্তাহে আশ-শাবাব মুজাহিদিন কৌশলগত কারণে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি ছেড়ে গিয়েছেন। পরে সোমালি বাহিনী এখানে ভারী সাঁজোয়া যান ও অস্ত্র নিয়ে একত্রিত হয়েছিল। শহরটি যখন সামরিক সরঞ্জাম, যানবাহন আর শত শত পশ্চিমা প্রশিক্ষিত সেনা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ঠিক তখনই আশ-শাবাব ২১ জানুয়ারি সকাল থেকে সেখানে হামলা চালাতে শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূর্বে জালকাদ শহরটিও কৌশলগত কারণে ছেড়ে গিয়েছিল আশ-শাবাব। মুজাহিদরা পালিয়ে গেছে ভেবে সোমালি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এরপর ২০ জানুয়ারি মুজাহিদগণ শহরটিতে হামলা করে আড়াই শতাধিক সৈন্যকে হত্যা করেছেন এবং ৪৫টি সাঁজোয়া যান গনিমত হিসাবে উদ্ধার করেছেন।

২৩শে জানুয়ারি, ২০২৩

সিরিয়ায় মুজাহিদদের ভারী হামলা : হতাহত কয়েক ডজন নুসাইরি সেনা

পুণ্যময় শামের ভূমিতে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে থেমে থেমে হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদা সমর্থিত ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। তবে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সম্প্রতি সিরিয়া থেকে রাশিয়া তার সামরিক শক্তি কমিয়ে নেওয়ায় হামলার তীব্রতা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান মুজাহিদরা; তাদের হামলায় হতাহত হচ্ছে বহু সংখ্যক নুসাইরি সৈন্য।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহেও সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় ইদলিব সিটিতে ছোট ও বড় ধরনের ৬টি সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সমর্থিত ২টি প্রতিরোধ বাহিনী। এসকল হামলার ৪টি চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুত তাওহিদ এবং অন্য ২টি হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ।

সূত্রমতে, আনসারুত তাওহিদের জানবায মুজাহিদগণ তাদের ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন জাবাল আজ-জাওইয়া এলাকায়। মুজাহিদগণ তাদের চতুর্থ হামলাটি চালিয়েছেন মারাত-মাখুস এলাকায়। এসব এলাকায় মুজাহিদগণ ভারী ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি হামলা, ইনগিমাসী হামলা এবং স্নাইপার দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের দুর্দান্ত এসব হামলায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনীর অন্তত ২ ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। তবে সেখানে দুজন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন।

অপরদিকে প্রতিরোধ বাহিনী আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ তাদের দুটি হামলাই চালিয়েছেন পূর্ব আলেপ্পো সিটিতে। এলাকাটিতে মুজাহিদগণ স্নাইপার হামলার পাশাপাশি ভারী রকেট হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এলাকাটিতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ১ নুসাইরি সেনা নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের কয়েক দফা রকেট হামলায় নুসাইরিদের কয়েকটি সামরিক অবস্থান ধ্বংস হয়ে যায়; সেই সাথে অনেক নুসাইরি সৈন্য হতাহতের শিকার হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আরও তিনটি জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় 'তারা'

১৪ মে ১৯৪৮, ব্রিটিশদের সহযোগিতায় অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে বিশ্বের রাজনীতি পরিচালিত হতে থাকে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের হাতে; পেছন থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকে এই অবৈধ জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল| এই অবৈধ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ব-ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। সারা বিশ্বেই অন্যায়-অনাচার স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব সহ পুরো দুনিয়ার বেশিরভাগ শাসকগোষ্ঠীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হয়ে গেছে ইহুদিদের কাছে।

সেই কুখ্যাত ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা হচ্ছে ইসরাইল রাষ্ট্রকে বর্তমান আয়তনের তুলনায় ২০ গুণ বৃদ্ধি করা, যা কথিত গ্রেটার ইসরাইল নামে পরিচিত হবে। যে দেশগুলো দখল করে বর্ধিত আকৃতির ইসরাইল গঠন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে- জর্ডান, সিরিয়া, মিশর ও সৌদি আরবের কিছু অংশ। এমনকি পবিত্র মদিনা নগরীকেও দখলের পরিকল্পনা রয়েছে কুখ্যাত ইহুদিদের।

এর বাইরেও নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা হচ্ছে- সে মধ্যপ্রাচ্যে আরও তিনটি ইসরাইল (জায়নবাদী রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটা তার স্বপ্ন নয়, বরং কর্ম পরিকল্পনা। 'তারা' এই তিন ইসরাইলের একটি প্রতিষ্ঠা করতে চায় আফগানিস্তানের কাছে, একটি ইয়েমেন এবং আরেকটি লিবিয়ায়। অবশ্য এখানে আফগানিস্তানের নাম উল্লেখ করার পেছনে ইমারতে ইসলামিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বছর ৮ নভেম্বর, আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট নামক এক সম্মেলনে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নেতানিয়াহুকে করা এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় আরও তিনটি ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ভূ-খণ্ডের বেশিরভাগ অংশকে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যপ্রাচ্যে একক মার্কিন (নিজেদের) রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ইয়েমন ও সিরিয়ায় এখন চলছে বিশ্ব ক্রুসেডারদের বর্বরোচিত হামলা ও আগ্রাসন। এসব রাষ্ট্রে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার নেতৃত্বে কথিত 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' অজুহাতে নতুন কোন ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা মার্কিন রাজনীতির সবকিছুই পরিচালিত হয় ইহুদি বা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের দ্বারা।

ফিলিস্তিনে নিজেদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে দখলদার ইসরাইল মুসলিমদের ওপর গণহত্যা ও ভয়াবহ আগ্রাসন চালিয়ে আসছে কয়েক দশক ধরে। এই আগ্রাসন আজও চলমান। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই ইসরাইলের বিরোধিতা করেনি। ইহুদিরা নিজেদের আত্মরক্ষায় ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার অধিকার রাখে বলে উলটো বিবৃতি দিয়েছে নির্লজ্জ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এছাড়াও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিরক্ষায় এদের সকল অবৈধ কাজকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা। আমেরিকা কেন ইসরাইলের পক্ষপাতিত্ব করছে, এটিও তারা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেছে।

গত বছর ২৭ অক্টোবর, হোয়াইট হাউসে তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী হারজোগকে ও জো বাইডেনের একটি বৈঠক হয়। সেখানে জো বাইডেন জানায়, 'আমি আমার কর্মজীবনে ৫০০০ বার বলব যে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। ইসরাইলের সাথে আমাদের নীতি, আমাদের ধারণা, আমাদের মূল্যবোধ সবই এক ও অভিন্ন। আমি প্রায়শই বলেছি যে, যদি সেখানে (আরবে) ইসরাইল না থাকত, তাহলে আমাদেরকে সেখানে অবশ্যই একটি ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করতে হতো।'

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমদের ওপর আধিপত্য বজায় রেখেছে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা। এভাবে আরও কয়েকটি ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে ইহুদিরা। এ জন্য দীর্ঘ বিশ বছর আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে ইসলামি ইমারত ধ্বংস করে হয়তো সেখানে একটি ইসরাইল

(জায়নবাদী রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তারা। তবে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় সেখানে ক্রুসেডার জোটের লজ্জাজনক পরাজয় হয়েছে। আর এজন্যই হয়তো নেতানিয়াহু 'আফগানিস্তানে' না বলে 'আফগানিস্তানের কাছে' (near afganistan) বলেছে।

অন্যদিকে সিরিয়া ও ইয়েমেনে এখনো সর্বগ্রাসী আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ক্রুসেডার বাহিনী ও তাদের আঞ্চলিক সহযোগী গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠী। আর এখানে তাদের মূল সহযোগী মুহাম্মাদ বিন সালমান ও মুহাম্মাদ বিন যায়েদকে তো 'ইহুদি মায়ের সন্তান' বলেই ধারণা করা হয়। তবে উভয় স্থানেই ক্রুসেডারদের সমুচিত জবাব দিচ্ছেন মুজাহিদগণ। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় সেসব স্থানেও তারা পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ্; যেভাবে আফগানিস্তানে তারা পরাজিত হয়েছে।

এভাবে আফ্রিকাতেও আজ মুজাহিদগণের তীব্র বাধার সম্মুখীন জায়নবাদীদের ক্রীড়নক ক্রুসেডার জোট বাহিনী।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। আরবের মতো এই উপমহাদেশেও অস্তিত্ব রয়েছে ইসরাইলের। উপমহাদেশের ইসরাইল হলো হিন্দুত্ববাদী ভারত। এই মূর্তি পূজারীদের সাথে ইহুদিবাদী ইসরাইলের রয়েছে গভীর সম্পর্ক, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে অন্যের বিশ্বস্ত সহযোগী। হিন্দুত্ববাদী ভারতে ইতোমধ্যেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং ক্রমাগত এই বিদ্বেষ সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। এই উপমহাদেশের পরিস্থিতি এক ভয়ানক মুসলিম গণহত্যার দিকেই যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন খোদ গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা।

দখলকৃত কাশ্মীরে ইসরাইলের মতোই কয়েক দশক ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ভারত। কাশ্মীরে আগ্রাসনের ক্ষেত্রে হুবহু ইহুদি আগ্রাসনকে অনুসরণ করে আসছে হিন্দুত্ববাদীরা। মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে হিন্দুরা যে ইসরাইলকে আদর্শ মনে করে এটি তারা নিজেরাই স্বীকার করে। ইতোমধ্যে 'কৃষি প্রকল্পের' নামে কাশ্মীরে ইসরাইলকে একটি ঘাঁটি তৈরি করার সুযোগ দিয়েছে ভারত।

তবে আমাদের জন্য আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া পূর্ব-ভারতের মিজোরাম প্রদেশে ইহুদিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রদেশটি আগেই খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে; তবে সেখানে অনেক খ্রিস্টান এখন ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করছে। সেখানকার জনগণকে ইসরাইলি রাবাইরা বনী ইসরাইলের হারিয়ে যাওয়া 'বনী মনেসা' গোত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মিজো ইহুদিরা এখন দলে দলে ইসরাইলে পাড়ি জমাচ্ছে। ইসরাইলি সেনাবাহীনিতে মিজো ইহুদিরা কর্নেল র‍্যাঙ্ক পর্যন্তও পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষেই এমন আরেক ইসরাইলের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

নেতানিয়াহু আরও তিনটি ইসরাইলের কথা বললেও ভারত আদতেই উপমহাদেশের ইসরাইলের ভূমিকায় রয়েছে। সুতরাং, এভাবে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান পৃথিবীতে ইতোমধ্যে দু'টি ইসরাইলের অস্তিত্ব রয়েছে। এরা প্রতিনিয়ত মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছে, কিন্তু কেউই তাদের কোন বাধা দিচ্ছে না। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যতদিন ইসরাইল থাকবে ততদিন মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন অব্যাহত থাকবে। তাই

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই জায়নবাদী ও হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য নববী সুন্নাহ অনুসরণ করা এখন সময়ের দাবি।

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র :

1. US President Biden says 'if there was no Israel we'd have to invent one'(ভিডিও) - https://tinyurl.com/yc38jdb2

2. Israel 'Saved Countless Lives', Biden Says – https://tinyurl.com/2p9e26t3

3. LOST TRIBE OF MENASHE RETURNS TO ISRAEL- https://www.youtube.com/watch?v=pCXeJHCX5lI

4. The Ten Lost Tribes of Israel | Where They Went, What They Are Now Called (Part 1 + 2) - https://www.youtube.com/watch?v=EtXbzO4xl_c

5. মুসলিম বিশ্বে আরও ৩ টি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হবে - https://tinyurl.com/2e7m3cx3

6. US President Biden says 'if there was no Israel we'd have to invent one'

- https://tinyurl.com/4weuxd66

ফটো রিপোর্ট || জালকাদে আশ-শাবাবের যুগান্তকারী হামলা পরবর্তী স্থিরচিত্র

গত ২০ জানুয়ারি ভোরবেলায় সোমালিয়ার জালকাদ শহরে একটি যুগান্তকারী সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। দখলদার তুরস্ক ও মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত ৩টি সামরিক ইউনিটের ঘাঁটিতে হামলাটি চালানো হয়েছে।

শাবাবের দুঃসাহসী অপারেশনে শত শত শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে ১৫৯ সেনার মৃতদেহ নিশ্চিত করেছে হারাকাতুশ শাবাব। সেই সাথে মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরনের ৪৫টি সামরিক যান ও অগণিত অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

স্থানীয় সূত্রমতে, শাবাবের দুঃসাহসী হামলার পর, উক্ত এলাকায় দিকভ্রান্ত হয়ে বিমান হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। পলায়নরত সেনাদেরকে মুজাহিদ ভেবে তাদের উপরই বিমান হামলা করে বসে কথিত 'পরাশক্তি' মার্কিনীরা। ফলে সোমালি বাহিনীর আরও অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। নিহত সেনার সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হৃদয় প্রশান্তিকর এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ জানতে নীচের লিংক থেকে পড়ে নিতে পারেন আমাদের প্রকাশিত সংবাদটি।

- https://alfirdaws.org/2023/01/20/61996/

যুগান্তকারী এই অপারেশন পরবর্তী কিছু স্থির চিত্র দেখুন-

https://alfirdaws.org/2023/01/23/62041/

২১শে জানুয়ারি, ২০২৩

গণহত্যার প্রস্তুতিঃ মুসলিমদের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট করে পোস্ট, দোকানপাটে হামলা-হুমকি

হিন্দু রাষ্ট্র আর অখণ্ড ভারত নির্মাণে বিভোর উগ্র হিন্দুরা যেকোন ভাবে মুসলিম গণহত্যা শুরু করতে চাইছে। তাই তারা একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অন্যতম একটি ষড়যন্ত্র হল মুসলিম নাম পরিচয়ে অপরাধমূলক কাজ করা।

মঙ্গেশ রাজু নামে এক উগ্র হিন্দু মুদাসির ও ইউসুফ নাম পরিচয় দিয়ে দুটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করে। আর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে হিন্দু গুরু ও মালি সমাজের বিরুদ্ধে অবমাননাকর পোস্ট করে। তারপর উগ্র হিন্দুরা যাচাই বাছাই না করেই মুসলমানদের বয়কটের নামে বহু দোকানপাট ও গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মসজিদেও হামলা হয়!

পুলিশ তদন্ত করে বলেছে যে মঙ্গেশ মুদাসির এবং ইউসুফ নামে দুই মুসলিম যুবকের ছবি এনে ইন্সটাগ্রামে এ ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে। সেই ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে সে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অবমাননাকর পোস্ট করা শুরু করে।

এদিকে, উত্তরপ্রদেশে এক বজরং দলের আহ্বায়ক মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছে। শে বলেছে “আমাদের প্রতিশোধ হবে রক্তের বদলে রক্ত। যদি তারা আমাদের একজনকে মারে, আমরা তাদের হাজার হাজারকে খুন করব।

এমনিভাবে, নয়াদিল্লিতে বজরং দলের বিক্ষোভে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য হিন্দুত্ববাদি নেতারা। এক বজরং নেতা বলেছে যে মুসলমানরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ত্রিশূল বিতরণ

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ১৫০ জন যুবকের মধ্যে ত্রিশূল বিতরণ করেছে। ভিডিওতে তাদের থেকে শপথ নিতেও দেখা গেছে। এমনিভাবে, রাজস্থানের সিরোহিতে শ্রী শ্রী মহা মন্ডলেশ্বর স্বামী কুশলগিরিজি মহারাজের অনুষ্ঠানেও ত্রিশূল বিতরণ করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র মুম্বাইতেও হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি শত শত হিন্দুর কাছে শপথ নিয়েছে ভারতকে "হিন্দু রাষ্ট্র" করার জন্য, এমনকি তাদের জীবন দিয়ে হলেও। সমাবেশের ভিডিওতে দেখা গেছে গেরুয়া পোশাক পরা এক সেনা সুবেদারকে এ শপথ নিতে দেখা গেছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. videolink: https://tinyurl.com/27kprmrm

2. videolink: https://tinyurl.com/224dht2e

3. videolink: https://tinyurl.com/ecm4n7s7

4.videolink: https://tinyurl.com/5xyerc5s

5. videolink: https://tinyurl.com/6x3zapz3

বাংলাদেশকে 'পশু সমাজে পরিবর্তন' করার ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার কোটা

ট্রান্সজেন্ডারদের উন্নয়নে কাজ করার ঘোষণা করছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। গত ১৬ জানুয়ারি আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে বিসিসির সভাকক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিতে সাক্ষর করেছে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার।

একই সময়ে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজরা কোটা চালুর ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; হঠাৎ করেই এমন সিদ্ধান্ত নিল প্রতিষ্ঠানটি।। ট্রান্সজেন্ডার কোটার সিদ্ধান্ত এমন সময় এসেছে, যখন দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুত্ববাদী ও পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম-বিদ্বেষী এবং ডারউইন তত্ত্ব ও ট্রান্সজেন্ডারের মতো ঈমান বিধ্বংসী বিষয়াদি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে; এ নিয়ে দেশে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। তবে গাদ্দার সরকার দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভিমত ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব না দিয়ে এবং সুস্থ বিবেক ও রুচিশীলতার ধার না ধেরে বরাবরের মতোই বিদেশী ও হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিয়েছে।

হিজরাদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে উল্লেখ করে একটি সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সরকার। এটি মূলত কথিত প্রগতিবাদী ও নারীবাদীদের অপকৌশল। তারা হিজরাদের ট্রান্সজেন্ডার বলে উল্লেখ্য করেছে। কিন্তু হিজরা আর ট্রান্সজেন্ডার এক বিষয় নয়।

ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে যেসব মানুষ, যারা স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদেরকে 'ছেলের চামড়ায় বন্দী মেয়ে' বা 'মেয়ের চামড়ায় বন্দী ছেলে' ভেবে শয়তানি আবেগের বশে সার্জারির মাধ্যমে নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করেছে। এছাড়াও বিপরীত লিঙ্গের মতো আচরণ ও বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধানকারীদেরকেও ট্রান্সজেন্ডার বলে প্রচার করা হয়। ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক এর সবগুলো কাজই অকাট্যভাবে হারাম।

কিন্তু নাস্তিক্যবাদী ও কথিত প্রগতিবাদীরা 'মানবাধিকার', 'ট্রান্সজেন্ডার', 'সমানাধিকার' এজাতীয় পরিভাষাগুলোকে এমন কৌশলে প্রচার-প্রসার করে যে, এখানে তারা জায়েজ-নাজায়েজ বিষয়গুলোকে মিশিয়ে এক করে ফেলে। আর সচেতন মুসলিমরা এর বিরধিতা করলে তারা তখন তাদের ব্যবহৃত পরিভাষার 'জায়েজ' অংশটিকে হাইলাইট করে মুসলিমদেরকে মৌলবাদী বা মানবতাবিরোধী বলে প্রচার করতে থাকে।

যেমন 'ট্রান্সজেন্ডার' ইস্যুতে আলেম-ওলামাগণ বিরোধিতা করলে তারা প্রচার করে যে, হুজুররা হিজড়াদের অধিকারের বিরুদ্ধে। অথচ সম্মানিত আলেম-উলামা ও সচেতন মুসলিমগণ কখনোই হিজড়া-অধিকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং তারা 'ট্রান্সজেন্ডার'এর মোড়কে লিঙ্গ-পরিবর্তনকারী বিকৃত মানসিকতার লোকেদের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

আর নাস্তিক্যবাদী সরকার এমন সময় একটি মুসলিম দেশে ট্রান্সজেন্ডারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে, যখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের ক্ষমতার বিরোধী, এবং তাদের জনসমর্থন একেবারে তলানিতে। ক্ষমতালোভী গাদ্দার সরকার যে-কোনো মূল্যে দেশের ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। কিন্তু দেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। জনগণই তাদের পথে এখন একমাত্র বাধা।

ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিদেশী প্রভুরাই এখন সরকারের একমাত্র ভরসা। আর এক্ষেত্রে বিদেশীরা সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে নিজেদের স্বার্থ ও এজেন্ডাকে চাপিয়ে দিয়েছে সরকারের কাঁধে। গাদ্দার সরকারও ক্ষমতার লোভে ভারতের হিন্দুত্ববাদ আর পশ্চিমাদের ট্রান্সজেন্ডারের ও প্রগতিবাদের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে দেশের শিক্ষাক্রমে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, গণতান্ত্রিক সকল শাসকগোষ্ঠীই বিদেশীদের তাবেদারি করে ক্ষমতায় থাকার জন্য। কিন্তু কোন একটি বিষয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দিলেই এর শতভাগ সফলতা অর্জন হয় না। এর জন্য

দিতে হয় কিছু সুযোগ-সুবিধা, যেন মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এভাবে ট্রান্সজেন্ডারের প্রতি দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করতেই সরকার ট্রান্সজেন্ডারদের উন্নয়নে সহযোগীতার ঘোষণা করেছে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জন্য চালু করেছে কোটার ব্যবস্থা।

নাস্তিক্যবাদী সরকার একদিকে ট্রান্সজেন্ডারকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করেছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সজেন্ডারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। হলুদ মিডিয়াও ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টিকে ফলাও করে প্রচার করছে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে একটি নিকৃষ্ট বিষয়কে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলিম শিশুদের ঈমান-আক্বিদাহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এ দেশকে ও দেশের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজকে পুরোপুরি একটি পশু সমাজে পরিবর্তন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে নাস্তিক্যবাদী শাসকগোষ্ঠী।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রক্ষিতে দেশের সকল শ্রেণির মুসলিমদের দল-মত নির্বিশেষে এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া এখন সময়ের দাবি। যদি দেশের আপামর মুসলিম জনতা নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে গাদ্দার সরকার এই শিক্ষাক্রম থেকে কখনোই সরে আসবে না।

লেখক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র:

১। ট্রান্সজেন্ডারদের উন্নয়নে সহযোগিতা দেবে বিসিসি - https://tinyurl.com/n33w2363

২। ঢাবিতে চালু হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার কোটা - https://tinyurl.com/3y22s8md

৩। বিসিসি'র সঙ্গে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সমঝোতা স্মারক

- https://tinyurl.com/352255mv

২০শে জানুয়ারি, ২০২৩

বোরকা পরার কারণে কলেজে প্রবেশ করতে বাঁধা

কর্ণাটকের পর উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের কলেজে মুসলিম ছাত্রীদের বোরকা পরার জন্য কলেজে প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী কতৃপক্ষ।

মুসলিম মেয়েরা জানিয়েছেন যে, তাদেরকে কলেজ কতৃপক্ষ বোরকা পরে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয় নি এবং গেট থেকেই সরিয়ে দিয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক কথা কাটাকাটি হয় কলেজে; সেই দৃশ্যের একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে, কলেজের অধ্যাপক ডঃ এপি সিং বলেছে যে, তারা এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পোষাক কোড নির্ধারণ করেছে এবং কেউ যদি এটি না মানে, তাকে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

এর আগে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে, কর্ণাটকে একই রকম পরিস্থিতি হয়েছিল। কর্ণাটক রাজ্যের উডুপি জেলার সরকারি গার্লস পিইউ কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ক্লাসে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ড একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল যে, শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র স্কুল প্রশাসন দ্বারা অনুমোদিত ইউনিফর্ম পরতে পারবে এবং কলেজগুলিতে অন্য কোনও ধর্মীয় অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

কর্ণাটক থেকে হিজাব বিতর্ক শুরু হলেও ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিম মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্যের বহু ঘটনা সামনে এসেছে।

বিষয়টি তখন কর্ণাটক হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়; কোর্ট তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাবের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন পিটিশন খারিজ করে দেয়। এবং বলে যে, হিজাব পরা ইসলামের একটি অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন নয়।

কর্ণাটক সরকার গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি একটি আদেশ জারি করে ঘোষণা করে যে, যেখানে নীতি আছে সেখানে ইউনিফর্ম পরতে হবে এবং হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম করা যাবে না। বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশনা ব্যবহার করে এবং হেডস্কার্ফ পরা মুসলিম মেয়েদের প্রবেশে বাধা দেয়।

এর নেতিবাচক সরাসরি প্রভাব পড়েছে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উপর। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর এক জরিপে দেখায় যে, হিজাব বিতর্কের পর প্রায় ৫০ শতাংশ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সরকারী কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজে চলে গেছে। ২০২১-২২ সালে ৩৮৮ জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে নথিভুক্ত হলেও ২০২২-২৩ সালে সংখ্যাটি ১৮৬ তে নেমে এসেছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. UP: Girls denied entry to Moradabad college for wearing burqa - https://tinyurl.com/an7cz9mj

2. Karnataka: 50% Muslim students dropped out of government colleges due to hijab controversy
– https://tinyurl.com/bpa7uavz

উত্তরপ্রদেশের মুসলিম কাপড় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুন

উত্তরপ্রদেশের বেনারসে মাহমুদ আলম নামের একজন মুসলিম কাপড় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মির্জাপুরে নিয়ে গিয়ে খুন করে একটি হিন্দুত্ববাদী চক্র। এ ঘটনায় এক নারীসহ পাঁচ হিন্দুকে আটক করা হয়েছে।

গত ১৪ জানুয়ারি বস্ত্র ব্যবসায়ী মাহমুদ আলম হঠাৎ বিএইচইউ থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে তার ছেলে লোকজন ও পুলিশ নিয়ে তল্লাসি শুরু করে। পরে দেখা যায়, জনাব মাহমুদকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছ।

বারাণসীর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সন্তোষ কুমার সিং জানায়, খুনি প্রবীণ একটি শাড়ির দোকানে কাজ করতো, এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী মাহমুদ আলমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে। নিজেকে ধনী বানানোর লোভে মাহমুদকে অপহরণের পরিকল্পনা করে সন্তোষ।

এই পরিকল্পনায়, প্রবীণ তার বন্ধু অনিরুধ এবং তার স্ত্রী অঞ্জলি, বাবা এবং ছোট ভাইকেও জড়িত করে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অঞ্জলি প্রথমে একজন বীমা এজেন্ট হিসাবে জাহির করে মাহমুদের ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাকে BHU-তে বিশ্বনাথ মন্দিরের বাইরে দেখা করার জন্য ডাকে; ক্যাম্পাসে, যেখানে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল।

এরপর সে মাহমুদকে মির্জাপুরে নিয়ে যায়, এবং পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না পেয়ে প্রথমে চুনার সেতুর ওপর স্কার্ফ ও ডাটা ক্যাবল দিয়ে গলা বেঁধে মাহমুদকে খুন করে, তারপর লাশ ফেলে দেয় সেতু থেকে গঙ্গা নদীতে।

পুলিশ তাদের কল ডিটেইলসের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের আটক করেছে এবং পরিচয় জানতে পেরেছে।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায় এক মুসলিম কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রকে তার নিজের গ্রামের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় উগ্র হিন্দুরা ব্যাপক মারধর করেছে।

যে ছেলেটিকে মারধর করা হয়েছে তার নাম শাহবাজ, শাহবাজকে যারা মারধর করেছে তারা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মী বলে জানা গেছে।

উগ্র হিন্দু জনতার মধ্যে থেকে একজনকে তখন পরামর্শ দিতে শোনা যায় যে, মুসলিম ছেলেটিকে আরও মারধোর করা উচিত। যুবককে তখন হাত গুটিয়ে রাখতে দেখা যায়। তখন উগ্র জনতা পরামর্শ দেয় যে তাকে তার কোমরের নীচে আঘাত করা উচিত। যখন এসব বলা হচ্ছে, তখন ভিড়ের একাধিক সদস্যকে ভিডিও করতে দেখা যায়। তারপর তাকে সেখানকের একটি প্রাচীর থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং ভিড়ের ভিতর নিয়ে আসা হয়। তখন জনতার মধ্যে থেকে দুজন লোককে দেখা যায় মুসলিম যুবককে বেত্রাঘাত করতে, লাঠি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করতে, যতক্ষণ না সে নিচে পড়ে যায়।

তথ্যসূত্রতঃ

----

1. बनारस: कपड़ा व्यापारी महमूद आलम की हत्या कर लाश नहर में फेंकी, पुलिस ने अंजलि पांडेय, अनिरुद्ध पांडेय समेत 5 लोगों को गिरफ़्तार किया - https://tinyurl.com/2h428ftz

2. Hate Watch: Video shows Mob brutally thrashing a young man for talking to a girl (CJP) - https://tinyurl.com/mrybnhvd

3. खंडवा में कंप्यूटर साइंस के एक मुस्लिम छात्र को अपने ही गांव की हिन्दू लड़की से बात करने पर पीटा गया। - https://tinyurl.com/5n85hpj3

ইয়েমেনে আল-কায়েদার হামলা: জেনারেলসহ নিহত কমপক্ষে এক ডজন শত্রুসেনা

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) সমর্থিত বাহিনী এবং আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর মাঝে একটি সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়, এই অপারেশন এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে। আর দক্ষিণাঞ্চলের এই সংঘাত এখন তীব্রতর হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে ভারী মূল্য চুকাতে হচ্ছে ইউএই সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীকে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৮ জানুয়ারি বুধবারেও সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত বাহিনীকে লক্ষ্য করে দু'টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ। আর এই হামলাগুলোতে বহু সংখ্যক শত্রুসেনা নিহত ও আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র জানায়, হামলা ২টি দক্ষিণাঞ্চলীয় আবইয়ান প্রদেশের মুদি অঞ্চলে চালানো হয়েছে। প্রথম হামলাটি উক্ত এলাকায় টহলরত সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরক দ্বারা চালানো হয়। বিস্ফোরণের ফলে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা ৮ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। নিহত শত্রুসেনাদের এই তালিকায় র‍্যাপিড ইন্টারভেনশন ফোর্সের কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেলও (আব্দুর রহিম আল-মাকার) রয়েছে।

সূত্রমতে, এই কুখ্যাত জেনারেল দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে ইসলামবিরোধী শক্তির হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল। অবশেষে মুজাহিদগণ তাকে তার চিরস্থায়ী গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ।

এদিন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান ওমরান উপত্যকায়। এখানেও মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর অন্য একটি দলকে টার্গেট করে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান এবং পরে অতর্কিত হামলা চালান। যার ফলশ্রুতিতে এখানেও UAE সমর্থিত বাহিনীর মাঝে বহু সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়।

এটি লক্ষণীয় যে, মুজাহিদদের পক্ষ থেকে শুরু করা "অ্যারোস অফ রাইট" অপারেশনের ফলে এই অঞ্চলে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও এর সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সেই সাথে সেনাদের রক্তাক্ত দেহ, ধ্বংস আর আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে ভারী মূল্য দিতে হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে।

শীতে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি ইসলামি ইমারতের সমবেদনা, কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ

আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশে তীব্র শীতের কারণে প্রায় ৭০ জন মারা গিয়েছেন। আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং শীতে মানুষের কষ্ট লাঘবে সাধ্যানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত বুধবারে (১৮ই জানুয়ারি) ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতে বলা হয়, শীতে মৃত্যুবরণকারী স্বদেশবাসীর আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের প্রতি ইসলামি ইমারত হৃদয়ের গভীর থেকে সমবেদনা জানাচ্ছে। আর শীতে মৃতদের জন্য জান্নাত এবং অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন সকলকে ধৈর্যধারণের তাওফিক দান করেন এবং সকল দুর্যোগ থেকে দেশবাসীকে হেফাজত করেন, সেই দোয়াও করেছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত অ্যাজেন্সি এবং কর্মকর্তাদেরকে শীতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে যতবেশি সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীতে হতাহত প্রতিরোধে প্রয়োজনে সকল উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনাও দিয়েছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, প্রতিবছরই আফগানিস্তানে তীব্র শীত ও তুষারপাতের কারণে দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে, মারাও যান অনেকে। দরিদ্রতার কারণে সবার পক্ষে শীত প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়াও সম্ভব হয় না। দীর্ঘ প্রায় বিশ বছরের বিদেশি শক্তির আগ্রাসন, লুটপাট-দুর্নীতি ও যুদ্ধের কারণে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ধ্বংসের সম্মুখীন। এর উপর আবার সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের রিজার্ভের প্রায় ৯.৫ বিলিয়ন ডলার আটকে দিয়েছে। এ অবস্থায়ও যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেজন্য ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেও দরিদ্রদের দরজায় নিয়মিত যাচ্ছেন সাহায্য নিয়ে। শীতের মোকাবেলায়ও এখন পর্যন্ত ৫০০০ পরিবারের মাঝে সহায়তা দিয়েছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Message of condolence of Islamic Emirate regarding death of a number of citizens due to cold weather- https://tinyurl.com/4969x7t3

2. At Least 70 People Died as Cold Sweeps Afghanistan - https://tinyurl.com/3b92m99r

---

শত্রু-হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে শাবাবের যুগান্তকারী হামলা: ২৫০ সেনা নিহত, ৪৫টি যান গনিমত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একের পর এক দুঃসাহসি সব সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শাবাবের দুঃসাহসী এসব অভিযান সোমালি সরকারকে সমর্থনকারী পশ্চিমাদের হৃদয়ে রীতিমতো কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, আজ ২০ জানুয়ারি শুক্রবার ফজরের কিছুক্ষণ পর, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এমনই একটি যুগান্তকারী সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন জালাজদুদ রাজ্যের জালকাদ শহরে অবস্থিত একটি সামরিক ঘাঁটিতে। অপারেশনের সময় সেখানে ক্রুসেডার অ্যামেরিকা এবং তুর্কিয়ে প্রশিক্ষিত দানব ও গরগর নামক সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৩টি সামরিক ইউনিট অবস্থান করছিল।

অপারেশনটি শাবাবের ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্সের দু'জন বীর মুজাহিদ কর্তৃক ২টি বিস্ফোরকবাহী গাড়ি হামলা দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। এই বীরেরা সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরপর দুটি শহীদি হামলা চালান এবং বাহিরে প্রস্তুত থাকা শাবাবের ইনগিমাসী যোদ্ধাদের জন্য ঘাঁটিতে ঢুকার সমস্ত পথ উন্মুক্ত করে দেন। এরপর ইনগিমাসী মুজাহিদরা ঘাঁটিতে ঢুকেই প্রথমে স্পেশাল ফোর্সের উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তাদের হত্যা করতে শুরু করেন এবং পরে কুফ্ফার বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোদের হত্যা করতে থাকেন। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে, যতক্ষণ না সামরিক ঘাঁটি দখলদার ও তাদের গোলামদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের সামরিক মুখপাত্র মুহতারাম আব্দুল আজিজ আবু মুস'আব (হাফি.) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, শুক্রবার সকালে মুজাহিদদের দুঃসাহসি হামলায় শত্রুবাহিনীর শত শত সেনা নিহত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী যতদূর আমরা জানি, এই হামলায় শত্রুর উচ্চপদস্থ অফিসার সহ ১৫৯ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অসংখ্য সৈন্য এবং বাকিরা পালিয়ে গেছে।

এই হামলায় নিহত হওয়া উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের শীর্ষস্থানে আছে স্পেশাল ফোর্সের অফিসার ও ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চিফ হাসান তুরে। সে মার্কিন নেতৃত্বাধীন দানব ফোর্সের প্রধান, একই সাথে সম্প্রতি হিরান রাজ্যে মার্কিন ড্রোন ও বিমান হামলার পিছনের মাস্টার মাইন্ড সে। তার মৃত্যুতে শোকাের মাতাম শুরু করেছে মোগাদিশু সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো।

আরও মজার বিষয় হচ্ছে, মাত্র ১১দিন আগে অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি, ক্রুসেডার আমেরিকা তাদের প্রশিক্ষিত "দানব" ফোর্সকে ৯ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। আর আজ সেই দানব ফোর্সের ঘাঁটিতেই হামলা চালিয়ে মুজাহিদগণ ৪৫টি সাঁজোয়া যান অক্ষত অবস্থায় গনিমত পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। অপরদিকে সেনারা পালানোর সময় একটি গাড়িও ঘাঁটি থেকে বের করে নিতে পারেনি, গনিমত হিসাবে উদ্ধার করা সাঁজোয়া যানগুলি ছাড়া বাকি সবগুলো যান অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

মুজাহিদগণ এসব সাঁজোয়া যান ছাড়াও ঘাঁটি থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জাম অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমারা তাদের বাহিনীর লজ্জাজনক এই হারে এতটাই দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, অ্যামেরিকান যুদ্ধবিমানগুলি জালকাদ শহরে নির্বিচারে বোমা হামলা শুরু করে। এসময় তারা বোমাগুলি কাদের উপর ফেলছে একবারের জন্যও তা ভাবেনি। আর এতেই হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটে। কেননা যুদ্ধবিমানগুলি যাদেরকে আশ-শাবাব ভেবে হামলা চালিয়েছে, তারা জালকাদ সামরিক ঘাঁটি থেকে পলাতক "দানব" ফোর্সের সদস্য ছিলো। এর ফলে অ্যামেরিকার ভুলভাল বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে স্পেশাল ফোর্সের পলাতক বাকি অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়। স্থানীয় সূত্রমতে, মার্কিন বাহিনীর ভুল টার্গেটের ফলে আজকের জালকাদ যুদ্ধে দানব ফোর্সের নিহতের সংখ্যা আড়াই শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, জালকাদ শহরটি কিছুদিন আগে মাত্র শাবাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে দখলে নিয়েছিল সোমালি বাহিনী। তবে এই দখল তারা যুদ্ধের মাধ্যমে নেয়নি, বরং শাবাব যোদ্ধারা কৌশলগত কারণে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। জানা যায় যে, শহরটি ছেড়ে যাওয়ার সময় শাবাব মুজাহিদিন বন্দুকের একটি খোসাও ফেলে যাননি। আর আজকের হামলায় মুজাহিদগণ শহরটি হাতছাড়া হওয়ার সময়ের চাইতে আরও বেশি কিছু পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্। আর এটি শাবাবের পুরানো যুদ্ধকৌশলের মধ্যে অন্যতম একটি কৌশল।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

১৯শে জানুয়ারি, ২০২৩

গুজরাটে মুসলিমদের ৬টি মাদ্রাসা এবং ৩৬টি দোকানপাট ভাঙচুর; ইউপিতে শের শাহ মসজিদ শহীদ

ভারতের গুজরাটে গত ১৬ জানুয়ারি হিন্দুত্ববাদি প্রশাসন মুসলিম অধ্যুসিত রাজ্যের কচ্ছ এলাকায় বুলডোজার চালিয়েছে। ৩৬টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ৬টি মাদ্রাসা কোন তদন্ত ও নোটিস ছাড়াই ভেঙে দিয়েছে তারা।

গত নভেম্বরে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময়, সুরাটে বিজেপি কর্মীরা জেসিবি (বুলডোজার) নিয়ে প্রচার চালায়। ঘটনাটি ঘটে যখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে যায়।

উল্লেখ্য, ইউপির উগ্র হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুলডোজার বাবা নামেও পরিচিত। কারণ সেই সর্বপ্রথম তার রাজ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুলডোজার ব্যবহার শুরু করেছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপি গুজরাটেও মুসলিমদের এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে বুলডোজার ব্যবহার করার বিষয়ে হুমকী দেয়।

এদিকে, উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন শের শাহ সুরি নির্মিত রাজকীয় মসজিদটি শহীদ করে দিয়েছে।

গত ১৬ জানুয়ারি, টুইটারে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, জিটি রোড প্রশস্ত করার নামে শেরশাহ সিউড়ির সময়ে তৈরি শাহী মসজিদটি ভেঙে দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Gujarat: Six Madrasas demolished in Kutch -https://tinyurl.com/2hu5nezk

2.राज्य के कच्छ क्षेत्र में 36 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 6 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया है।
-https://tinyurl.com/5fek4fav
3.उत्तरप्रदेश - शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई शाही मस्जिद को प्रशासन द्वारा शहीद कर दी गई
-https://tinyurl.com/48bh5mh2

https://twitter.com/KashifArsalaan/status/1614866770405502976

আফ্রিকান ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার তীব্র হামলা: হতাহত ২৮ এর বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। আর হারাকাতুশ শাবাবের এই পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের সমর্থিত সোমালি সরকার এবং এর সহায়তাকারী ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনী।

যার ফলে, হারাকাতুশ শাবাবকে প্রায়শই যুদ্ধের সময় সোমালি বাহিনীর পাশাপাশি এটিকে সমর্থনকারী অ্যামেরিকা, তুরস্ক ও আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করতে হচ্ছে। ফলে এই যুদ্ধে সোমালি বাহিনীর পাশাপাশি অসংখ্য দখলদার সেনাও হতাহত হচ্ছে।

যার ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি, "আফ্রিকান ইউনিয়ন ট্রানজিট মিশন টু সোমালিয়া" (এটিএমআইএস) এর সাথে যুক্ত সৈন্যরা আশ-শাবাব দ্বারা পরিচালিত ৯টি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই জোটের অধীনে আফ্রিকার ৭টি দেশের হাজার হাজার সৈন্য সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যাদেরকে আফ্রিকান দেশগুলো ছাড়াও পশ্চিমা বিশ্ব, জাতিসংঘ এবং মুসলিম নামধারী একাধিক দেশ সামরিক ও আর্থিক সহায়তা করে যাচ্ছে।

বিপুল এই সামরিক শক্তি নিয়েও এই জোট আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সাহসটুকও করছে না। বরং সোমালি বাহিনীকে ঢাল বানিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। এতো কিছু স্বত্বেও শাবাবের 'ধোলাই' থেকে রক্ষা পাচ্ছে না তারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিনে এই জোট বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের ৯টি হামলার শিকার হয়েছে। এরমধ্যে গত ১৬ জানুয়ারি দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেল অঞ্চলের জালউইন এলাকায় আশ-শাবাবের এক হামলায় এটিএমআইএস-এর কমপক্ষে ৭ উগান্ডান সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ১৬ সেনা সদস্য আহত হয়।

বরকতময় হামলাটি উক্ত অঞ্চলে ভ্রমণকারী এটিএমআইএস কনভয়কে লক্ষ্য করে প্রথমে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা চালানো হয়েছিল। বিস্ফোরণে ১টি সামরিক যান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে সেনারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর তখনই শাবাব যোদ্ধারা অতর্কিত হামলাটি চালানো শুরু করেন।

এই জোটের বিরুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা তাদের অন্য একটি সফল হামলা চালান মাহদায়ী জেলায়। সূত্রমতে সেনাদের একটি কাফেলা টার্গেট করে ১৮ জানুয়ারি পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। আর তাতেই বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর অন্তত ২ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য আহত হয়।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের বাকি হামলাগুলো সোমালিয়ার জুবা, শাবেলি এবং বে রাজ্যে পরিচালনা করেছেন। যেগুলো ক্রুসেডার উগান্ডান ও কেনিয়ান সেনাদের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র সোমালিয়া জুড়ে এটিএমআইএস সামরিক ঘাঁটিতে রকেট এবং মর্টার হামলাও প্রতিদিন চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

প্রিন্স হ্যারির অপরাধ এবং বিশ্ববাসীর নীরবতা!

ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স হ্যারি। কিছুদিন আগে তার কিছু বক্তব্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। হ্যারি বলেছে, আফগানিস্তানে ২৫জন আফগানিকে হত্যা করেছে সে। তার দৃষ্টিতে, নির্যাতিত নিহত আফগানিরা হলেন দাবার গুটির মতো। তাদের হত্যা করে সে অনুতপ্ত নয়, লজ্জিতও নয়। হ্যারির এমন বর্বর মন্তব্য এবং আফগানিস্তানে তার অপরাধের আত্মস্বীকারোক্তি মানুষের মাঝে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। আফগান ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগাযোগ কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য আনাস হক্কানি বলেছেন, "তোমরা এই খেলায় হেরে গেছো। আমি আশা করি, মানব-ইতিহাস এই অপরাধকে স্মরণ রাখবে।"

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, "তারা (দখলদাররা) আফগানিস্তানে এসেছিল মানুষের রক্ত ঝরানোর আনন্দ উপভোগ করতে। দুর্ভাগ্যবশত এটা পশ্চিমাদের দাবিকৃত সমগ্র মানবতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধবাদী বিষয়। তারা সর্বদা অন্য দেশের মানুষকে অপমান করে, অন্যদের রক্ত ঝরিয়ে আনন্দ পায়। আর সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তি কেবল প্রিন্স হ্যারির মুখোশই উন্মোচন করেনি, এটা উন্মোচন করেছে আফগানিস্তানে আসা সব দখলদারের মুখোশ। এই দখলদারেরা আমাদের দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।" প্রিন্স হ্যারি তার আত্মজীবনী নিয়ে প্রকাশিত নতুন বইয়ে উত্তেজক কথাবার্তা লিখেছে।

হ্যারির বক্তব্যের ব্যাপারে তুরস্কের পার্লামেন্টের স্পিকার মুস্তফা শিনতপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আল-জাজিরা গত সোমবার তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম হুররিয়াতের বরাতে জানিয়েছে যে, জনাব শিনতপ হ্যারির প্রতি বলেছেন, "তুমি কে? তুমি কি নির্ধারণ করতে পেরেছিলে যে মৃত লোকগুলো মানুষ ছিল কি না? আফগানিস্তানে তুমি কী করেছো? কীসের খোঁজে গিয়েছ সেখানে?" শিনতপ আরও বলেছেন যে, বিংশ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসের এক রক্তাক্ত বছর। ইউরোপীয়রা গণহারে মানুষকে হত্যা করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা অন্তত ২০ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হত্যা করেছে আরও প্রায় ৭৫ মিলিয়ন কিংবা ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে।

হ্যারির মন্তব্য ব্রিটিশ বাহিনীকেও প্রভাবিত করেছে। ব্রিটিশ বাহিনী বলেছে, হ্যারির বক্তব্য উত্তেজনাপূর্ণ। তার মন্তব্য এই দেশকে আরও বিপদের মুখে ঠেলতে পারে এবং এর নিরাপত্তাকে ফেলতে পারে হুমকির মুখে। সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত আমেরিকায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বপালনকারী একজন বলেছে, সে প্রিন্স হ্যারিকে তার বক্তব্য স্পষ্ট করার পরামর্শ দেবে।

যদি বিশ্ব নেতারা তাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়, তবে মানবাধিকারের নামে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিটি সংগঠনের উচিত হ্যারির মতো অপরাধীর বিচার করা। প্রিন্স হ্যারি এবং তার মতো যেসব অপরাধী দীর্ঘ ২০ বছরের দখলদারিত্বের সময় নিরপরাধ আফগানিদের রক্ত ঝরিয়েছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করা। আর বিচারের পূর্বে যেই পরিবারগুলোর সদস্যকে তারা হত্যা করেছে, যাদের অর্থনীতিকে তারা বর্বরোচিতভাবে ধ্বংস করেছে, ঐ পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তবে এটা সম্ভব নয়। কারণ কুফফার বিশ্বের মানবাধিকারের নামে এসব দাবি কেবলই প্রতীকী। কখনোই তারা প্রকৃতপক্ষে এগুলো বাস্তবায়ন করে না।

তবে বিশ্ববাসীর মনে রাখা উচিত, প্রিন্স হ্যারির নাম আফগানিস্তানের ইতিহাসে একজন খারাপ ও অপরাধী হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। আফগানিস্তানের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেখানো হবে যে, পশ্চিমা অপরাধীরা এখানে উন্নতির জন্য আসেনি, বরং এমন অমানবিক কার্যক্রম চালানোর জন্য এসেছে।

প্রিন্স হ্যারির এমন বক্তব্য নিশ্চিতভাবেই আফগানিস্তানের যুব সমাজকে শত্রুদের থেকে তাদের নিপীড়িত ও নিরপরাধ ভাই-বোনদের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে উৎসাহিত করবে।

মূল লেখক : হামযা হুসাইনি

অনুবাদক ও সংকলক : সাইফুল ইসলাম

[ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল সাইট থেকে অনুদিত]

তথ্যসূত্র :

1. Prince Harry's Crimes and Silence of the world - https://tinyurl.com/bdekkect

---

১৮ই জানুয়ারি, ২০২৩

উত্তরপ্রদেশে পুলিশ হেফাজতে মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু: সকালে আটক সন্ধ্যায় লাশ

উত্তরপ্রদেশে পুলিশ হেফাজতে মুসলিমদের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায়।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়েছেন, কফিল কোতয়ালী নগর এলাকার বাছদা সুলতানপুরের মুসলিম বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন রিকশাচালক। ১৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় চুরির সন্দেহে দুই সাদা পোশাকের পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

স্ত্রী বলেছেন, খবর জানাতে আমাকে ১১২ নম্বর থেকে ফোন দেয়। এবং পুলিশ থানায় গিয়ে রিপোর্ট দিতে বলে। থানায় যাওয়ার পরও তাদের কোন সাহায্য পাইনি।

কফিলের স্ত্রীকে একটি সাদা কাগজে সই করার জন্য পুলিশ নিয়েছিল বলে জানায়। সন্ধ্যার পর আরও একটি ফোন আসে। পুলিশ জানায় থানা থেকে আপনার স্বামীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। নিয়ে আসার পরে গুরুতর আহত হওয়ায় তিনি রাস্তার মাঝেই পড়ে যান। লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর কারণ গুরুতর অসুস্থতা বলে জানায়।

হিন্দুত্ববাদী ভারতের মতো বাংলাদেশেও রক্ষকের নামে পুলিশ ভক্ষক হয়ে উঠেছে। আর বাংলাদেশের পুলিশ-প্রশাসনে ব্যাপকভাবে হিন্দুয়ানিকরণের ফলে এটাকে এখন ভারতের শাখা পুলিশ বলেও অভিহিত করা যায়।

মুসলিমদের জীবন নিয়ে তারা তামাশা করে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী এই পুলিশ বাহিনী। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুকে একটি সাধারণ বিষয় বানিয়ে ফেলেছে তারা সর্বত্র। কোন ধরণের জবাবদিহিতা না থাকায় মুসলিম খুনকারীরা সহজেই পার পেয়ে যায় এরা।

নিজেদের চালানো নির্যাতনকে বৈধতা দিতে অফিসাররা সাফাই গায় অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের চালানো বর্বরতার কারণেই মৃত্যু হয়ে থাকে অসহায় মুসলিমদের। উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে তাই হিন্দুত্ববাদী পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, প্রয়োজনে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ।

তথ্যসূত্র:

----

1. अयोध्या: पुलिस हिरासत में कफ़ील की मौत का आरोप, चोरी के शक में पुलिस ने घर से उठाया था, शाम को मौत की ख़बर आई - https://tinyurl.com/mrywmddb

---

ফের দুই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

একদিনে চার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার একদিন যেতে না যেতেই ফের দুই ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করলো দখলদার ইসরাইল। এ নিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই ১৪ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করলো ইসরাইল।

স্থানীয় গণমাধ্যেরর বরাতে জানা যায়, গত ১৫ই জানুয়ারি রামাল্লায় ৪৫ বছর বয়সী একজন ফিলিস্তিনি মুসলিমের সাথে দখলদার সৈন্যদের মৌখিক বিতর্ক চলে। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্ধ সন্ত্রাসী সেনারা তাঁকে গুলি করে। স্থানীয়রা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত ঘোষণা করে।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরে বেথেলহামে একটি শরণার্থী শিবিরে সামরিক অভিযান চালিয়ে ১৪ বছরের এক ফিলিস্তিনি শিশুকে গুলি করে হত্যা করে দখলদার বাহিনী। চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪ ফিলিস্তিনি শিশুকে খুন করেছে দখলদার বাহিনী।

গত ২০০৪ সাল থেকে ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইল বেপরোয়া আগ্রাসন শুরু করে। এরপর ক্রমাগত আগ্রাসন বৃদ্ধি করছে দখলদার বাহিনী। এর মধ্যে গত বছর সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন চালায় ইসরাইল। গত এক বছরে ৪৭ জন শিশুসহ মোট ২৫৭ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করে দখলদার বাহিনী। যা নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার শামিল। কিন্তু ইসরাইলের বিপক্ষে যুদ্ধাপরাধের কোন অভিযোগ আনেনি দালাল জাতিসংঘ।

বিপরীতে যখনই মুসলিমরা ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে চায়, তখনই দালাল জাতিসংঘ কূটকৌশলের মাধ্যমে ইসরাইলকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনে আগ্রাসনকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার জন্য নতুন নতুন কৌশল নিয়ে হাজির হয় জাতিসংঘ। দেয়া হয় ইসরাইল ও ফিলিস্তিন আলাদা রাষ্ট্রের কথিত বিবৃতি, যা ৮ দশকেও বাস্তবায়নের কোন ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যদিও মুসলিমরা ধীরে ধীরে এখন জাতিসজ্ঘ নামক তাবেদার সংঘের এই ফাঁপা বুলি আর ঠুনকো বিবৃতির বাস্তবতা বুঝতে পারছেণ।

কিন্তু ইসরাইলি আগ্রাসন শেষ হচ্ছে না; বরং দিন দিন আরও বেপরোয়া আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল। এ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, যতদিন ইসরাইল নামক দখলদার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ফিলিস্তিনে আগ্রাসন বন্ধ হবে না। তাই দখলদার এই অবৈধ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের মূলোৎপাটন ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর সামনে দ্বিতীয় পথ আপাত দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

তথ্যসূত্র:

----

1. Palestinian killed by Israeli fire in West Bank - https://tinyurl.com/48jevufz

2. Palestinians say Israeli security forces kill 14-year-old during raid

- https://tinyurl.com/44mk6un2

মালি | রাজধানী জুড়ে আল-কায়েদার হামলায় ৮ এর বেশি সেনা হতাহত

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণগুলি রাজধানী বামাকো এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে বিস্তৃত করেছেন, সেই সাথে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও। যাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে দেশটির সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে (আয-যাল্লাকা) জানা গেছে, রাজধানী বামাকো থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমেও গত ১২ জানুয়ারি হামলা চালিয়েছেন 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। এই হামলটি ফোরামতুমু এলাকায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাদের ২টি পোস্ট একযোগে চালানো হয়েছিল।

সূত্রমতে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিলো যে, মালিয়ান সেনারা কয়েক মিনিটের জন্যেও মুজাহিদদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি, বরং তারা পালিয়ে যায়। সেনাদের এই পলায়ন তাদেরকে বাঁচাতে পারলেও, পোস্ট ও সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যায়নি। ফলে এই হামলায় সামরিক বাহিনীর ২টি গাড়ি ও ৪টি মোটরসাইকেল সহ অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ২টি মোটরসাইকেল ও ১টি ভারী অস্ত্র সহ অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এই হামলার একদিন পর অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারী, 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কায়েস অঞ্চলের নারা এলাকার কাছে আরেকটি হামলা চালান। এই হামলায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ২ সেনা সদস্য আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ কিছু অস্ত্রও করায়ত্ত করেন।

এরপর গত ১৫ জানুয়ারি রাজধানী বামাকোর উত্তরাঞ্চলে একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই হামলায় গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪ সেনা নিহত হয়, সেই সাথে আরও অর্ধডজন সেনা আহত হয়ে পালিয়ে যায়। এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটিটি পুড়িয়ে দেন এবং সেখান থেকে ২টি সামরিক গাড়ি সহ বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেন।

এটি লক্ষণীয় যে, আল কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা বর্তমানে শুধু বুরকিনা ফাসো আর মালিতেই তাদের অভিযান সীমাবদ্ধ রাখছেন না। বরং তাঁরা এই যুদ্ধের আগুন পশ্চিম আফ্রিকার ঐসব দেশেও ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেসব দেশ ইতিপূর্বে মালিতে ইসলামের নবজাগরণকে দমিয়ে দিতে কুফ্ফার বাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। এখন পর্যন্ত আল-কায়েদার হামলার টার্গেটলিস্টে থাকা শীর্ষ দেশগুলো হচ্ছে নাইজার, আইভরি কোস্ট, বেনিন এবং টোগোর মতো প্রতিবেশি দেশগুলো।

১৭ই জানুয়ারি, ২০২৩

কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাস নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতার জঘন্য ইতিহাস

১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি সর্বশেষ ব্রিটিশ কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ফ্রান্সিস বুটচারের হাত থেকে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম শুরু করে ভারত। সেই থেকে প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারিতে সেনা দিবস পালন করে ভারতীয়রা। গত পরশু ৭৫ তম সেনা দিবস উদযাপন করেছে ভারত। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় থেকেই তারা কাশ্মীরে আগ্রাসন চালালেও এ ঘটনার মাধ্যমে কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আর এ দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম ভূমি কাশ্মীরে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ভারত পুরোপুরি অবৈধভাবে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকাকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে আসছে। আর এটি তারা কুটকৌশল ও সেনাবাহিনীর অস্ত্রের শক্তিতে করে যাচ্ছে। কাশ্মীরে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে তারা। তাদের আগ্রাসন থেকে বেসামরিক যুবক, নারী, শিশু, এমনকি বৃদ্ধরাও রেহাই পায়নি।

ক্র্যাকডাউন আর কাশ্মীর যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। কাশ্মীরে ক্র্যাকডাউন পরিচালনার কারণে কুখ্যাত হয়ে আছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রায়ই কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গ্রেফতার করতে বাড়ি বাড়ি অবৈধ অভিযান চালায় তারা। এ সময়গুলোতে বাড়িঘর ও গ্রামে থাকা সবাইকে ফাকা জায়গায় বা তাদের নির্দেশিত স্থানে সরে যেতে বলা হয়। এরপর বাড়ি বাড়ি চলে চিরুনী অভিযান। ক্র্যাকডাউনের এমন সময়গুলোতে পুরুষরা পালিয়ে গেলে পুরুষশূণ্য বাড়িতে মুসলিম নারীদের ওপর সেনারা চালায় পাশবিক নির্যাতন।

এছাড়াও প্রতিনিয়ত কাশ্মীরে মুসলিমদের বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন এবং গুমসহ মানবাধিকার হরণ করে যাচ্ছে দখলদার ভারতীয় সেনাবাহিনী। এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, কাশ্মীরে ১৯৮৯-২০২২ পর্যন্ত ৯৬,১৬১ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ১,৬৫,৪২৮ জনকে, ধর্ষণ করা হয়েছে ১১,২৫৬ জন মুসলিম নারী ও শিশুকে, এতিম করা হয়েছে ১,০৭,৮৯২ জন শিশুকে, বিধবা করা করা হয়েছে ২২,৯৫৪ জনকে এবং আহত করা হয়েছে লাখ লাখ কাশ্মীরি মুসলিমকে। এছাড়াও ধ্বংস করা হয়েছে মুসলিমদের ১১,০৪৯ টি ঘরবাড়ি।

এখানেই শেষ নয়। কাশ্মীরে অন্তত ৮ লাখ ভাতীয় সেনা মোতায়েন করে রেখেছে দখলদার ভারত। এর মাধ্যমে কাশ্মীরের বিশেষ স্বাধীনতা মর্যাদা আর্টিকেল ৩৭০ বাতিল করে করে হিন্দুত্ববাদী ভারত। তবে এতোকিছুর পরও কথিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বা নামধারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কেউই মাজলুম কাশ্মীরি মুসলিমদের পক্ষে টু শব্দটি করছেনা। হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করলেও কথিত নারীবাদীরা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলছেনা। ফলস্বরূপ বর্তমানে কাশ্মীরে আরও আগ্রাসী রূপ গ্রহণ করছে উপমহাদেশের ইসরাইল খ্যাত হিন্দুত্ববাদী ভারত।

তথ্যসূত্র:

1. Indian Army Day: Troops constantly brutalizing Kashmiris in IIOJK

- https://tinyurl.com/yckhvw6k

'জয় শ্রী রাম' না বলায় মুসলিম ব্যবসায়ীকে উলঙ্গ করে মারধর

উত্তরপ্রদেশে দিল্লি-মোরাদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান না দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে উলঙ্গ করে নির্মমভাবে মারধর করেছে উগ্র হিন্দুরা। অসীম হোসেন নামের ওই ব্যবসায়ী মোরাদাবাদের বাসিন্দা।

হাপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে কিছু অজ্ঞাত লোক চলন্ত ট্রেনেই তার উপর হামলা শুরু করে। ঘটনাটি ঘটে গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার। সেসময় ব্যবসায়ী অসীম হোসেন দিল্লি থেকে মোরাদাবাদে ফিরছিলেন। আক্রমণকারীরা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে 'ইয়ে মোল্লা চোর হ্যায়' (এই মোল্লা চোর)।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, ভুক্তভোগী মুসলিম ব্যবসায়ী জানান, হামলাকারীরা তার দাড়ি চেপে ধরে মারধর করে, তাকে 'অকারণে' চোর বলা শুরু করে। গোটা ঘটনার ভিডিও এখন ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিকটিম অসীম হোসেন জানান, হামলাকারীরা তাকে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে বলেছিল। কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করলে তারা তাকে আক্রমণ করে। তারা বেল্ট দিয়ে মারতে থাকে, যতক্ষণ না সে অজ্ঞান হয়ে যায়। এমনকি তারা তার জামাকাপড় খুলে ফেলে।

ট্রেনে অনেক লোক থাকলেও কেউ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। ট্রেনটি যখন মোরাদাবাদ স্টেশনের কাছে পৌঁছায়, প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই কেউ তাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়।

পরিচিত একজনের সাহায্যে তিনি কোনও রকম বাড়িতে পৌঁছাতে সক্ষম হন, তবে ভয়ে কারও কাছে কোনও অভিযোগ করেননি। কিন্তু ট্রেনে থাকা কেউ পুরো ঘটনার ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে দেয়। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরে, অসীম হোসেনও এগিয়ে এসে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ করেন।

ভারতের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, হিন্দুরা যখন ইচ্ছা যেকোন মুসলিমকে মারছে বা ইচ্ছা হলে খুন করছে। আর নির্যাতনের শিকার মুসলিমরা বিচার দায়ের করতেও ভয় পাচ্ছেন। এভাবেই অনাগত গণহত্যার শঙ্কা মাথায় নিয়ে ভয়ে দিন পার করছেন ভারতের মুসলিমরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: Muslim trader brutally beaten, stripped naked for not chanting `Jai Shri Ram` in Delhi-Moradabad express train - https://tinyurl.com/2ysxu6su

বই নয়, তলোয়ার পূজা করুন: কর্ণাটকে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রমোদ মুথালিক

কর্ণাটকের মুসলিম বিদ্বেষী এক কুখ্যাত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রমোদ মুথালিক। শ্রী রাম সেনের জাতীয় সভাপতি এই উগ্র প্রমোদ মুথালিক হিন্দুদের তরবারি পূজা করতে এবং তাদের বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে বলেছে।

২২ সালের শেষের দিকে বিজেপি সংসদ সদস্য প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর মুসলিমদের খুন করতে হিন্দুদের ঘরে ধারালো ছুরি রাখতে বলার কয়েকদিন পরেই সে এমন মন্তব্য করেছে।

উগ্র মুথালিক বলেছে যে আয়ুধা পূজায় সরঞ্জাম বা বইয়ের চেয়ে তলোয়ার পূজা করা ভাল। দক্ষিণ ভারতে দশরার এক দিন আগে ব্যাপকভাবে পালন করা হয় - যা বিজয়া দশমীর সাথে মিলে যায় - যে সময় হিন্দুরা তাদের পেশা বা পেশার সাথে সম্পর্কিত বস্তুর পূজা করে।

গত ১২ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার উত্তর কর্ণাটকের ইয়াদরভিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সম্মেলনে মুথালিক বলেছে, “আমাদের ট্রাক্টর, বই বা কলমের পরিবর্তে তলোয়ার পূজা করা উচিত। "লাভ জিহাদ" কারীদের জন্য আমাদের বাড়িতে তলোয়ার প্রদর্শন করা উচিত।”

হিন্দুত্ববাদীরা এমন হিংস্রতার আহ্বান জানালেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের বা এফআইআর করেনি। কর্ণাটকের পুলিশ এর আগে জনসাধারণের চাপে পড়ে প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে ঘৃণা-বক্তৃতা বিষয়ক এফআইআর দায়ের করেছিল।

প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, লোকসভার সদস্য এবং সন্ত্রাসী মামলার আসামী। ২৫ ডিসেম্বর "লাভ জিহাদ"-এর অপরাধীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সবজির ছুরি ধারালো রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

এমনিভাবে, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্ণাটক শাখার প্রধান পার্টির সদস্যদের পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিবহন ব্যবস্থার আগে “লাভ জিহাদের” দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছে।

ম্যাঙ্গালুরু শহরে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করার সময় কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি ও লোকসভা সাংসদ নলিন কুমার কাতিল এই মন্তব্য করে।

“লাভ জিহাদ” হল একটি হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র, যেটি অনুসারে তাদের প্রোপাগান্ডা হল, মুসলিম পুরুষরা হিন্দু মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রেমে প্ররোচিত করে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Worship swords, not books: Hindutva hawk in Karnataka - https://tinyurl.com/32sn4err

উইঘুরদের স্বাধীনতায় কাজ করার ব্যাপারে পাকিস্তান কনস্যুলেটের টুইট, অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার দাবি মন্ত্রণালয়ের

চীনের চেংডুতে পাকিস্তান কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসিয়াল টুইটার থেকে শুক্রবার একটি পোস্টে বলা হয়, ইসলামাবাদ এবং বেইজিং পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে জিনজিয়াংয়ের অধিবাসী উইঘুরদের "অধিকার এবং স্বাধীনতা"-এর জন্য কাজ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

টুইটে বলা হয়, বন্যা পরবর্তী পুনর্গঠনে সহায়তার জন্য পাকিস্তান চীনের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা উইঘুর জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা সহ পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলোতে মিলিতভাবে কাজ করে যাব।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলে, ঐ টুইটার একাউন্টটি হ্যাক হয়েছে এবং উক্ত টুইট পাকিস্তান সরকারের অবস্থানকে তুলে ধরে না।

উইঘুররা প্রধানত মুসলিম ধর্মাবলম্বী। চীনের কমিউনিস্ট সরকার উইঘুর মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, সকল উপায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান সরকার উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনের এমন বর্বরতা দেখেও না দেখার ভান করে আছে। তাই হঠাৎ পাকিস্তানের কনস্যুলেট জেনারেলের উইঘুরদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে যাওয়ার টুইটে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিস্মিত হন।

পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টুইটার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হওয়ার কথা জানিয়ে, চীনের প্রতি তাদের সমর্থনের বিষয়টি আবারও নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। পূর্ববর্তী পাকিস্তানি সরকারও বর্তমান সরকারের মতো উইঘুর ইস্যুতে চীনের পক্ষে কথা বলেছে।

২০২১ সালের জুলাইয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান চীনে সাংবাদিকদের বলেছিল, জিনজিয়াংয়ের পরিস্থিতি পশ্চিমা মিডিয়া কর্তৃক বিকৃত করা হয়েছে।

পরে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, শীতকালীন অলিম্পিকের জন্য চীন সফর করে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এসময় চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে দেখা করার পরে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে পাকিস্তান পক্ষ চীনের 'এক-চীন নীতি'-এর প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগর, হংকং, জিনজিয়াং ও তিব্বতের ব্যাপারে চীনের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

গত নভেম্বরে পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের চীন সফরের সময় একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানেও বলা হয়, "তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগর, হংকং, জিনজিয়াং এবং তিব্বতের ইস্যুতে" বেইজিংকে সমর্থন করতে ইসলামাবাদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এভাবে গাদ্দার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুসলিমদের ইস্যুতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে বর্বর হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে। আফগানিস্তানে ন্যাটো জোটের আগ্রাসনের সময় আফগানিস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ন্যাটোকে সহায়তা করেছে। আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কাশ্মীরের মুসলিমদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে, কিন্তু মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বা যারা নিতে চাচ্ছে উলটো তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আর সর্বদা উইঘুর নির্যাতনের ব্যাপারে চীনের পক্ষে কথা বলছে। পাকিস্তানের এই শাসকগোষ্ঠীর প্রায় পুরো ইতিহাসই গাদ্দারিতে ভরপুর।

তথ্যসূত্র:

----

1. Pakistan consulate in China cites ‘freedom’ of Uyghurs as mutual interest, ministry claims hacking - https://tinyurl.com/yc894b3d

---

মালিতে আল-কায়েদার অতর্কিত হামলায় ৭১ মুরতাদ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে সামরিক অভিযান জোরদার করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এসব হামলার উল্লেখযোগ্য অংশই চালানো হচ্ছে মালি ও বুরকিনা ফাসোতে। সম্প্রতি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এমনই এক হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে ইসলাম বিরোধী মালিয়ান সামরিক বাহিনী, যাতে ৪১ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, বরকতময় এই হামলাটি গত ১৩ জানুয়ারি মালির সেগু রাজ্যে চালানো হয়েছে। সামরিক কনভয়টি যখন রাজ্যের কামাসিনা এলাকা অতিক্রম করছিল, তখনই একদল সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করেন। এরপর চতুর্দিক থেকে অতর্কিত হামলা চালানো শুরু করেন।

প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধাদের অতর্কিত এই হামলায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে সেনা সদস্যরা। ফলে তারা কনভয় ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছ। এই হামলায় শুত্রুদের ৪১ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও কমপক্ষে ৩০ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি জানায়, হামলায় হতাহত সেনাদের মধ্যে ৫ কমান্ডার ও কর্নেল পদমর্যাদার অফিসারও রয়েছে। এছাড়াও এই অপারেশনে সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৬টি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জানুয়ারি ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/01/17/61941/

অর্ধমাসে পাক-তালিবানের হামলায় ৭৮ পাকি-সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), যারা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশ জুড়ে পশ্চিমাদের গোলাম সেনাবাহিনীর উপর হামলা জোরদার করেছে। আর টিটিপির এসব হামলায় প্রতিমাসে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর শতাধিক সৈন্য হতাহতের শিকার হচ্ছে। গত মাসেও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এধরণের হামলায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২০৬ সেনা হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুর ভাগেই (১৫ দিনে) টিটিপি পাকিস্তান জুড়ে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের উপর প্রায় দুই ডজন হামলার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বীর মুজাহিদদের এসব হামলায় গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫৭ সেনা নিহত এবং আরও অন্তত ২১ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

এছাড়াও শত্রুদের ৫টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করা সহ ২ গাদ্দার সেনাসদস্যকে বন্দী করেছেন টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসব অভিযান শেষে টিটিপি যোদ্ধারা সামরিক বাহিনী থেকে বহু সংখ্যক অস্ত্রও জব্দ করেছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, টিটিপির মুজাহিদগণ তাদের এসব বীরত্বপূর্ণ অভিযানগুলির ১৮টি খাইবারে, ৫টি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, ৩টি করে মোট ৯টি বেলুচিস্তান, পেশওয়ার এবং ডিআইখানে এবং ২টি পাঞ্জাবে। বাকি হামলাগুলো চালানো হয়েছে লাক্কি মারওয়াত, চারসাদ্দা, ট্যাংক, সোয়াবি ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে।

১৫ই জানুয়ারি, ২০২৩

জায়নবাদী আগ্রাসন || একদিনে ৪ ফিলিস্তিনিকে খুন; অব্যাহত রয়েছে বাড়িঘর ধ্বংস ও গ্রেফতার অভিযান

বছরের শুরু থেকেই আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে দখলদার ইসরাইল। প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে গুলি করে খুন করছে ইহুদি বাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম তীরে একই দিনে ৩ ফিলিস্তিনিকে খুন করে তারা। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নতুন বছর শুরু হতে না হতেই ১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয় দখলদার বাহিনীর গুলিতে।

গত ১৪ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে এ ঘটনা ঘটে। গত কয়েকদিন আগে আরও এক ফিলিস্তিনি যুবক ইহুদি সেনার গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন, গতকাল তিনিও নিহত হন। অর্থাৎ দখলদার বাহিনীর হামলায় একই দিনে ৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এসব হত্যাকাণ্ডের সবগুলোই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে সংঘটিত হয়। দখলদার সেনাবাহিনী রাত ও দিনের অভিযানে এসকল ফিলিস্তিনি মুসলিমদের নির্মমভাবে গুলি করে খুন করে।

অন্যদিকে জেরুজালেমে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন সম্পূর্ন ধ্বংস করে দেয় ইসরাইলি বাহিনী। এ সময় ফিলিস্তিনি নারীরা তাদের বাড়িঘর রক্ষার্থে ছুটে গেলে বর্বর ইসরাইলি বাহিনী মুসলিম নারীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ভিডিওতে দেখা যায় নাপাক ইহুদি সেনারা একজন মুসলিম যুবতীকে দেয়ালের সাথে ধাক্কা দিয়ে জাপটে ধরেছে। অন্য নারীরা যুবতীকে রক্ষা করতে গেলে তাদেরকেও শারীরিক নির্যাতন করে দখলদার বাহিনী। এখানেই শেষ নয়, এরপর মুসলিম যুবতীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় দখলদার বাহিনী।

এসব নির্যাতনের পাশাপাশি পশ্চিম তীরে গ্রেফফার অভিযানও চলছে অব্যাহতভাবে। প্রতিদিন রাতেই এসব অভিযান চালাচ্ছে ইহুদি সেনারা। আর অভিযানে সব সময় ভয়ে তটস্থ থাকেন ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো। কেননা অভিযানের সময় ফিলিস্তিনি পিতা-মাতার চোখের সামনেই গুলি করে হত্যা করছে দখলদার বাহিনী। কিন্তু ফিলিস্তিনি পিতা-মাতাকে কোন কিছুই করার থাকে না।

আর এভাবে নিজেদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। কিন্তু কথিত বিশ্বসম্প্রদায় এ ব্যাপারে একদম চুপ! আর গোটা মুসলিম বিশ্বও ফিলিস্তিন ইস্যুতে কোন কথা বলছে না। ফলস্বরুপ দখলদার ইসরাইল দিনকে দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Within only two weeks into the new year, Israel has killed 12 Palestinians - https://tinyurl.com/yue358wp

2. Israeli occupation forces detain a Palestinian female from Hebron yesterday after demolishing her house and assaulting her earlier - https://tinyurl.com/msn9utdp

3. Israeli occupation forces invade al-Jalazone camp in a large-scale raid during which they shot a Palestinian and detained a few others - https://tinyurl.com/52972nt6

সীমান্তে বিএসএফের সন্ত্রাস: বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বৃদ্ধাকে মারধর ও যুবককে গুলি

এবার বাংলাদশে অনুপ্রবেশ করে এক বৃদ্ধা মুসলিম নারীকে মারধর এবং গুলি করে এক যুবককে গুরুতর আহত করেছে ভারতীয় সীমান্ত-সন্ত্রাসী বিএসএফ। গতকাল ১৩ জানুয়ারি সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্তের টেকেরঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনার দিন দুপুরে বুরুঙ্গাছড়া গ্রামের পেছনে সীমান্তবর্তী একটি পাহাড়ি জলধারায় গোসল করতে যান অনুফা বেগম নামে এক বৃদ্ধা। এ সময় পাশ্ববর্তী বিএসএফ সদস্যরা ওই নারীকে সীমান্ত এলাকায় গোসল করতে যাওয়ায় বেধড়ক মারধর করে। এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের লোকজন এসে বিএসএফের সঙ্গে তর্কে জড়ায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিএসএফের ১৫-২০ জনের একটি দল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বুরুঙ্গাছড়া গ্রামে অনুপ্রবেশ করে। এরপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হন দেলোয়ার হোসেন নামের এক যুবক। পরে এলাকাবাসী ঘটনাস্থল থেকে আহত যুবককে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ঘটনা এমন সময় ঘটলো, যেদিন চট্টগ্রামের এম এ আজিজ জিমনেসিয়াম মাঠে পঞ্চদশ শিশু-কিশোর সমাবেশে ভারতীয় হাইকমিশনার দাবি করে যে, ভারত-বাংলাদেশ রক্তের সম্পর্ক কেউ ছিন্ন করতে পারবে না। অথচ এই দিনই বাংলাদেশির রক্ত ঝরিয়ে ভারতের আসল চেহারা দেখিয়ে দিলো বিএসএফ।

হিন্দুত্ববাদী ভারত মুখে সব সময় বাংলাদেশকে বন্ধু বলে উল্লেখ্য করলেও, কাজে কর্মে সব সময় শত্রুজ্ঞান করে আসছে। বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ট্রানজিট নিচ্ছে, ইলিশ নিচ্ছে, লাখ লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে কাজ করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থও হাতিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বিনিময়ে বাংলাদশকে সীমান্তে লাশ উপহার দিচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ সাল থেকে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন: এনজিও, গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, আইটি সংস্থায় তারা কর্মরত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ভারতীয়দের সংখ্যা বহুগুণ বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। উপার্জিত অর্থ তারা অবৈধ পদ্ধতিতে ভারতে পাঠায়। ২০১২ সালে, বাংলাদেশ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনক্ষেত্র হিসেবে পঞ্চম দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সে বছর এই ভারতীয় অভিবাসীরা বাংলাদেশ থেকে ৩.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার উপার্জন করে ভারতে পাঠিয়েছে।

এতোকিছুর পরও বাংলাদেশি মুসলিমরা যখন সীমান্ত পার হয়ে শরিয়তে বৈধ ব্যবসায়ের মাল হিসেবে সামান্য গরু আনতে যায়, তখন তাদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি সীমান্ত নিকটবর্তী নিজ কৃষি জমিতে কাজ করতে গেলেও গুলি করা হচ্ছ বাংলাদেশি মুসলিমদের। আর কিশোরী ফেলানি খাতুনকে তারা গুলি করে কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা, এই হচ্ছে ভারতের কথিত বন্ধুত্বের নমুনা।

তথ্যসূত্র:

১। বাংলাদেশে ঢুকে এক বৃদ্ধাকে মারধর ও যুবককে গুলি করল ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী - https://tinyurl.com/5e4rx5vx

২। ভারত-বাংলাদেশ রক্তের সম্পর্ক কেউ ছিন্ন করতে পারবে না : ভারতীয় হাইকমিশনার - https://tinyurl.com/4um258fj

২। বেসরকারি খাতে ভারতীয়দের দাপট- - https://tinyurl.com/24a3x5vd

---

১৪ই জানুয়ারি, ২০২৩

টিপু সুলতানকে 'মৌলবাদী ও নির্দয়' শাসক উল্লেখ করে হিন্দুত্ববাদীদের বই প্রকাশ

ভারতকে ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম শাসকরা। কিন্তু নিজেদেরই অবহেলা আর গাফিলতিতে শাসন ক্ষমতা হারিয়ে মুসলিমরা এখন অসহায়। বর্তমানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম শাসকদের সকল ইতিহাস-ঐতিহ্য বিকৃত করে দিচ্ছে। মুসলিম শাসকদের দখলদার, মৌলবাদী এবং নির্দয় হিসাবে তুলে ধরছে।

মুসলিম শাসকদের মাঝে অন্যতম একজন হলেন মহীশূরের বাঘ নামে খ্যাত টিপু সুলতান। এবার আরএসএস প্রধান হণ্ডোরা টিপু সুলতানকে মৌলবাদী এবং নির্দয় মুসলিম শাসক হিসাবে তুলে ধরতে একটি বই প্রকাশ করেছে। একজন মুসলিম বিদ্বেষী মি. আদ্দান্ডা সি কারিয়াপ্পা বইটি প্রকাশের সময় তা প্রকাশ্যে আসে।

'টিপু নিজা কানাসুগালু' নামে বইটি অযোধ্যা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনাটি একটি মুসলিম-বিদ্বেষী প্রকাশনা হিসেবে কুখ্যাত।

টিপু সুলতানকে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মান করা হয়। এমনকি ভারতের মধ্যেও টিপু জয়ন্তী (জন্মদিন) উদযাপন করা হয়েছে দীর্ঘদিন।

গত বছর বেঙ্গালুরুতে টিপু জয়ন্তীর অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে শ্রীরাম সেনের প্রধান প্রমোদ মুথালিক এবং চরম হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা।

দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় জেলা ওয়াকফ বোর্ড কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি এস রফিউল্লার নেতৃত্বে নভেম্বর মাসে উল্লিখিত বইটির প্রকাশনার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করায়, প্রকাশনা এক মাসের জন্য স্থগিত

ছিল; বেঙ্গালুরু আদালতে একটি অযৌক্তিক মামলার শুনানির পর, বইটি 'টিপু নিজা কানাসুগালু'- রিয়েল ড্রিমস অফ টিপু, গত বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশ ও প্রকাশের জন্য বলা হয়। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তার বই সিদ্দু নিজা কানাসুগালুগ্ধ লঞ্চ করছে।

গেরুয়া সন্ত্রাসীরা টিপু সুলতানকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট কংগ্রেসম্যান সিদ্দারামাইয়ার সাথে তুলনা করেছে। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে কর্ণাটকে বিজেপির উত্থান, হিন্দুত্ব ও ঘৃণার রাজনীতির অবিরাম প্রচারণা আরএসএস দ্বারা পরিচালিত হয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে, কেরালার পরে, কর্ণাটকে ভারতের উপদ্বীপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ শতাংশ মুসলিম রয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা বিশ্বাস করে যে, এই দক্ষিণ রাজ্যে মুসলমানদের উপস্থিত এবং সংখ্যা বাড়ছে, যা উত্তর-পূর্বে গঙ্গা সমতল রাজ্যগুলির উদ্দীপক।

টিপু সুলতানের উপর আক্রমণ এবং তাকে মৌলবাদী এবং নির্দয় মুসলিম শাসক হিসাবে প্রোপাগান্ডা চালানো আরএসএসের এজেন্ডার অংশ। বইটি দিয়ে বিতর্ক তৈরি করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিমবিরোধী অনুভূতিকে উস্কে দেওয়ার লক্ষেই হিন্দুত্ববাদীরা এ চক্রান্ত হাতে নিয়েছে।

ইতিপূর্বেও বিজেপির সন্ত্রাসীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, টিপু সুলতান হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন তাই তাঁর নামে কোনো সৌধ, কোনো পার্ক কিংবা কোনো কিছুরই নামকরণ করা যাবে না।

এমনিভাবে, ভারতীয় কর্ণাটকের সরকার সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে টিপু সুলতান ও তার বাবা হায়দার আলি সংক্রান্ত অধ্যায়টি বাদ দিয়েছে। টিপু সুলতান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে বিব্রত হয়ে ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে অত্যাচারী শাসক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। সেই ধারাই এখন হিন্দুত্ববাদীদের বলতে শোনা যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষক ইতিহাসবিদরা।

হিন্দুত্ববাদীরা টিপু সুলতান মসজিদ নিয়েও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। হিন্দুত্ববাদীরা মন্দিরের উপর মসজিদ বানানো হয়েছে বলে দাবী করছে। টিপু সুলতান মসজিদটি ২৩৬ বছর আগে নির্মিত। ১৭৮২ সালে টিপু সুলতান এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মসজিদটি জামা মসজিদ বা মসজিদ-ই-আলা নামেও পরিচিত।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময় নির্মিত শ্রীরঙ্গপাটনাটি পরে টিপু সুলতানের দখলে ছিল, যিনি দুর্গটিকে তার প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ঘাঁটি বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ব্রিটিশ সন্ত্রাসীদের আক্রমণে টিপু সুলতান ঐ দুর্গেই শাহাদাত বরণ করেন।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আসা মহান বীর হিসেবে ইতিহাসের বইয়ে সম্মানিত টিপু সুলতানকে সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো গোঁড়া, মৌলবাদী এবং নির্দয় বলে অভিহিত করছে।

তথ্যসূত্র:

----

১. মহীশূরের টিপু সুলতানকে ‘মৌলবাদী ও নির্দয়’ শাসক হিসেবে তুুলে ধরতে ভারতে বই প্রকাশ - https://tinyurl.com/5zk9s3ft

---

আবারও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, শাসকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির ফল ভোগ করছে জনগণ

আবারও গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের খুচরা দাম ইউনিট প্রতি গড়ে পাঁচ শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার। নতুন মূল্য অনুযায়ী সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য ইউনিট প্রতি ১৯ পয়সা বেড়েছে। আর বেশি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে বেড়েছে ৫৪ পয়সা। গত ১ জানুয়ারি থেকে এটা কার্যকর করা হয়েছে। অর্থাৎ চলতি মাসের বিদ্যুৎ বিল বাড়তি দামে পরিশোধ করতে হবে জনগণকে।

১২ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৩ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৩ টাকা ৯৪ পয়সা, শূন্য থেকে ৭৫ ইউনিট ব্যবহারকারীর বিদ্যুতের দাম ৪ টাকা ১৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৪০ পয়সা, ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৫ টাকা ৭২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ১ পয়সা, ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ৩০ পয়সা, ৩০১ থেকে ৪০০ ইউনিটের জন্য ৬ টাকা ৩৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ৬৬ পয়সা, ৪০১ থেকে ৬০০ ইউনিটের জন্য ৯ টাকা ৯৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা ৪৫ পয়সা এবং ৬০০ ইউনিটের ওপরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল ১১ টাকা ৪৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১২ টাকা ৩ পয়সা করা হয়েছে।

সবশেষ গত ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আর এখন আবারও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা হলো। তবে এখানেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোন সুযোগ নেই। কেননা এখন থেকে প্রতি মাসেই বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখন গ্রাহক পর্যায়ে দাম বাড়াবে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো। বেড়ে যাবে নিত্যপ্রয়োজনী পন্য, বাড়িভাড়াসহ দেশের সব কিছুর দাম। চলমান দেশের অবস্থায় এমনিতেই জনগণ চরম দুর্গতি পোহাচ্ছে। সেইসাথে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ফলে জনগণের জীবনে নেমে আসবে আরও চরম দুর্গতি।

বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি একটি ওপেন সিক্রেট বিষয়। দেশের দুর্নীতিগ্রস্থ শাখার অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় । কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ না করে বরাবরই 'বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে'- এসব কথা বলে দাম বৃদ্ধি করে যাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী। আর এর কুফল ভোগ করছে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে জীবন-যাপন করা সাধারণ মানুষ।

লক্ষণীয় যে, শাসকগোষ্ঠী বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির জন্য সব সময় শীতকালকে বেছে নেয়। কেননা এই সময় ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ খরচ হয় কম, আর বিলও আসে কম। তাই এ সময় দাম বৃদ্ধি করলে সাধারন জনগণের প্রতিক্রিয়াও কম থাকে। আর এভাবেই সুক্ষ্ম প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রিত শাসকগোষ্ঠী।

তথ্যসূত্র:

১। ৫ শতাংশ বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম- - https://tinyurl.com/bdevfmb5

২। বিদ্যুৎ খাতের ভুল নীতি-দুর্নীতির দায় জনগণের ওপর চাপানো হচ্ছে- - https://tinyurl.com/mvbu6bm8

সপ্তাহ জুড়ে শাবাবের ৬৯ হামলায় বিধ্বস্ত সোমালি বাহিনী

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করতে এবং দেশটি থেকে দখলদার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে ২০০৭ সাল থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। প্রতিরোধ বাহিনী শাবাবের এই যুদ্ধে ভারী মূল্য দিতে হচ্ছে কুফ্ফার বাহিনীকে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত সপ্তাহেও হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন দেশটিতে পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকার এবং এটিকে সমর্থনকারী আন্তর্জাতিক জোট বাহিনীকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে ৬৯টি আক্রমণ চালিয়েছেন। যার ফলে সরকারী মিলিশিয়া এবং আফ্রিকান বাহিনীর মধ্যে প্রচুর বস্তুগত ও অবস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলি গত সপ্তাহে শাবাবের পরিচালিত ৬৯টি হামলার মধ্য থেকে মাত্র ৯টি হামলার বিষয়ে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। এর কারণ হচ্ছে, মুখে "বাকস্বাধীনতা" ও "স্বাধীন সাংবাদিকতা"র বুলি আওড়ানো পশ্চিমাদের তাঁবেদার সোমালি সরকার কর্তৃক দেশের সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমগুলির টুটি চেপে ধরা।

পশ্চিমা ক্রুসেডারদের সহায়তায় টিকে থাকা সোমালি সরকার নিজেদের পরাজয় ঢাকতে শাবাবের হামলার সংবাদ কাভার করার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের এমন নিষেধাজ্ঞা সত্বেও স্বাধীন কয়েকটি বেসরকারি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে, গত সপ্তাহে হারাকাতুশ শাবাবের পরিচালিত দুঃসাহসী হামলাগুলির ৯টিতেই সেক্যুলার সোমালি সেনাবাহিনীর অন্তত ৫২ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ৮ কর্মকর্তাও রয়েছে বলে জানা গেছে। সেই সাথে মুজাহিদগণ গত সপ্তাহে ১টি শহর এবং ২টি গ্রাম পুনরুদ্ধার করেছেন, যেগুলো কিছুদিন পূর্বে সোমালি বাহিনী আন্তর্জাতিক জোট বাহিনী ও মিলিশিয়াদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিলো।

ধারণা করা হচ্ছে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের পরিচালিত বাকি ৬০ টি হামলাতে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সেক্যুলার বাহিনীর আরও কয়েক শতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

মালি | রাজধানীতে শক্তি বৃদ্ধি আল-কায়েদার, পশ্চিমে বাড়ছে হামলা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার বাহিনী ও তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেই সাথে রাজধানীতে নিজেদের অবস্থান ও শক্তি বৃদ্ধি করতে দেশের পশ্চিমে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছেন তাঁরা।

আর এই লক্ষ্যে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা গত ৮ জানুয়ারি রবিবার, দেশের পশ্চিমাঞ্চলিয় কাই রাজ্যে পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যাতে শত্রু বাহিনীর ৮টি যান ধ্বংস এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন এদিন তাদের প্রথম হামলটি চালান কাই রাজ্যের ডিডজানী এলাকায় অবস্থিত সেনাদের একটি সামরিক পোস্টে। মুজাহিদগণ প্রথমে সেনাদের লক্ষ্য করে একটি হাত বোমা ছুঁড়েন এবং পরে গুলি চালাতে শুরু করেন। তাতেই গাদ্দার সেনারা পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেনাদের পালিয়ে

যাওয়ার পর মুজাহিদগণ, পোস্টে থাকা ৪টি গাড়ি ও ২টি মোটরবাইক পুড়িয়ে দেন। সেই সাথে ১টি পিকা, ৩টি ক্লাশিনকোভ, ১৭টি ভারী অস্ত্র এবং ৪টি গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স উদ্ধার করেন।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এদিন তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান সিবি গ্রামে। এখানেও গাদ্দার মালিয়ান সেনাদের একটি পোস্টে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ হামলা চালানো শুরু করলে ভীতু সৈন্যরা তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে এসময় ১ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। হামলা শেষে মুজাহিদগণ ২টি গাড়ি, ১টি মোটরবাইক এবং ২টি অস্ত্র সহ প্রচুর গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন। তবে এই অভিযানের সময়ও শত্রুদের ৪টি গাড়ি ধ্বংস হয়।

এরপর গত ১১ জানুয়ারি বুধবার, মুজাহিদগণ সেগু রাজ্যের কিম্পারানা গ্রামে মালিয়ান সেনাদের আরও একটি পোস্টে অতর্কিত হামলা চালান। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় ১ সেনা নিহত হয়, সেই সাথে মুজাহিদগণ ২টি ক্লাশিনকোভ এবং ১টি মোটরসাইকেল সহ প্রচুর সংখ্যক গোলাবারুদ জব্দ করেন- আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, মালিতে শরিয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনতে এবং মুসলিমদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার মারাত্মক কুফরি থেকে হেফাজত করতে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ। আর সেই লক্ষ্যেই মুজাহিদগণ ইসলাম বিরোধীশক্তির ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে দিন দিন আরও সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

১৩ই জানুয়ারি, ২০২৩

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মুসলমানদের বিষয়ে সাম্প্রতিক উস্কানিমূলক মন্তব্যে করেছে। যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতাকে আরো উস্কে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে আরএসএস প্রধান বলেছে, "সরল সত্য হল - হিন্দুস্থানকে হিন্দুস্থানই রাখা উচিত। আজ ভারতে বসবাসরত মুসলমানরা তাদের শৌর্য বীর্য, ইতিহাস ভুলে থাকতে পারবে। তারা যদি তাদের ধর্মে থাকতে চায়, তারা পারে। তারা যদি তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসে ফিরে যেতে চায়, তারা পারবে। এটা সম্পূর্ণ তাদের পছন্দ। তবে এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের বিজয় আর শাসনের বীরত্বমাখা বক্তব্য পরিত্যাগ করতে হবে।"

CPI(M) নেতা বৃন্দা কারাত বলেছে, "এখন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সিদ্ধান্ত নেবে দেশে কে থাকবেন। যদি ভাগবত এবং হিন্দু ব্রিগেড না পড়ে থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই সংবিধান পড়তে হবে, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫। ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের দেশে সমান অধিকার রয়েছে।" তাহলে সে কেন

মুসলিমদেরকে শর্ত আরোপ করবে? "মোহন ভাগবত সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা করতে লোকেদের প্ররোচিত করছে।"

এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসিও ভাগবতকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "মুসলিমদের ভারতে বসবাস করতে বা তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে দিতে মোহন ভাগবত কে? আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা ভারতীয়। ভাগবত আমাদের নাগরিকত্ব দেয়নি। তাহলে তার 'শর্ত' আরোপের সাহস হয় কী করে? আমরা এখানে আমাদের বিশ্বাসকে 'সামঞ্জস্য' করতে বা নাগপুরে বসে থাকা তথাকথিত 'ব্রহ্মচারীদের' একটি দলকে খুশি করতে আসিনি।" ওয়াইসি আরও বলেছিলেন যে আরএসএসের উগ্র আদর্শ ভারতের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক, মোহন ভাগবত, গত কয়েক বছর ধরে মুসলিম বিদ্বেষ বৃদ্ধির পাশাপাশি হিন্দুদেরকে মুসলিমদের উপর উসকে দিচ্ছে।

একটি সাক্ষাৎকারে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেছে, "হিন্দু সমাজ ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত - এই লড়াই বিদেশী আগ্রাসন, বিদেশী প্রভাব এবং বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চলছে। সঙ্ঘ এই কারণে তার সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছে, অনেকেই এই বিষয়ে কথা বলেছে। আর এসবের কারণেই হিন্দু সমাজ জেগে উঠেছে। যারা যুদ্ধে আছে তাদের পক্ষে আক্রমণাত্মক হওয়া স্বাভাবিক।"

সে "অলস না হয়ে লড়াই করার" জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তাদের শাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র উল্লেখ করেছে। যেমন বলা হয়েছে (ভাগবতগীতায়), যুধস্য বিগত জ্বর – অলস না হয়ে যুদ্ধ কর। হিন্দুরা এখন সংঘের মাধ্যমে সামাজিক জাগরণের কাজটি নিয়েছে। সামাজিক জাগরণের এই ঐতিহ্যটি বেশ পুরানো - যেদিন আলেকজান্ডার, প্রথম আক্রমণকারী, আমাদের সীমান্তে এসেছিল সেদিন থেকেই এটি শুরু হয়েছিল।"

মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষী বক্তব্য ও হামলাকে ন্যায্যতা দিতে সে বলেছে, "যেহেতু এটি একটি চলমান যুদ্ধ, মানুষ অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এটা কাম্য নয়, তবুও উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া যায়।"

এই "উস্কানিমূলক" বক্তব্যের প্রভাব চারিদিকে ঘটছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) ডেটা উদ্ধৃত করে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই গত মাসে সংসদকে বলেছিল যে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ভারতে মুসলিম বিরোধী বা ধর্মীয় দাঙ্গার ২৯০০টিরও বেশি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আর যা রেকর্ড করা হয়নি তার পরিমাণ উল্লেখিত সংখ্যা থেকেও অনেক বেশি হবে।

ভাগবত বলেছে, "এই যুদ্ধ বিনা শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, ভিতরের শত্রুর বিরুদ্ধে। তাই হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধ চলছে।বিদেশি হানাদাররা আর নেই, কিন্তু বিদেশি প্রভাব ও বিদেশি ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয়রা যত তাড়াতাড়ি প্রকৃত 'অভ্যন্তরীণ শত্রুদের' চিনতে পারবে, ততই ভালো।

উল্লেখ্য, ভাগবত ভিতরের শত্রুর দ্বারা ভারতে বসবাসকারী মুসলিমদেরকেই বুঝিয়েছে। আর বিদেশি হানাদার দ্বারা যে সমস্ত মুসলিম শাসক ও ব্যক্তিরা ভারতে অভিযান চালিয়েছিল তাদের বুঝিয়েছে। যদিও মুসলিম শাসকরাই

ভারতকে অপসংস্কৃতি ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে সভ্যতা ও আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। ভারতকে বিশ্বের বুকে গড়ে তুলেছিলেন জ্ঞান গরিমা, ইতিহাস ঐতিহ্যের বেলাভূমি হিসেবে।

ভাগবত 'যুদ্ধ' প্রস্তুতিকে চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে যেতে বলেছে, "যখন আমরা পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন করেছি, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অগ্রাধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া উচিত। চিরকাল লড়াইয়ের মোড়ে থাকা আমাদের কোন উপকার করবে না।"

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিলে মোহন ভাগবত তার একটি বক্তৃতায় বলেছিল, 'আমাদের (হিন্দু রাষ্ট্র বিনির্মাণের) গাড়ি যাত্রা শুরু করেছে। এটি একটি ব্রেকহীন গাড়ি। এই গাড়িতে শুধু একটি এক্সিলারেটর আছে। যারা থামানোর চেষ্টা করবে, তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা আমাদের সাথে আসতে চায়, তারা যেন চলে আসে। গাড়ি কারো জন্য থামবে না। যদি আমরা এই গতিতে চলতে থাকি, তাহলে আগামী ২০-২৫ বছরে অখন্ড ভারত বাস্তবে পরিণত হবে। আর যদি আমরা আরেকটু পরিশ্রম করি—যেটা আমরা অবশ্যই করব—তাহলে এ সময়কাল অর্ধেক হয়ে যাবে এবং ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারত অর্থাৎ পূর্ণ একটি হিন্দু রাষ্ট্র দেখতে পাব।'

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আছে প্রকাশ্য দিয়েছে। চূড়ান্ত লড়াাইয়ের সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছে। কর্মী বাড়ানো ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তবুও কি উপমহাদেশের মুসলিমদের সচেতন হওয়ার সময় হয়নি!?

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindu Society Is at War, Natural for People to Be Aggressive: RSS Chief Mohan Bhagwat - https://tinyurl.com/mv9dtvjx

2. Bhagwat Inciting Violence against Muslims with His Rhetoric, Say Oppn Leaders - https://tinyurl.com/2r95wxdf

3. 'Bhagwat inciting violence against Muslims with his rhetoric', alleges Oppn leaders - https://tinyurl.com/5h2xdfu2

মালিতে সাদা চামড়ার ৫ রাশিয়ান সহ ৩৯ এর বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত: আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে রাশিয়ান ভাড়াটে ওয়াগনার, জাতিসংঘ ও গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর উপর হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এমনই এক হামলায় ১৪ মালিয়ান সেনা ও রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনীর ৫ সেনা নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গত ১০ জানুয়ারি মঙ্গলবার মালির কেন্দ্রীয় মাসিনা অঞ্চলে রাশিয়া ও মালিয়ান সেনাদের একটি যৌথ সামরিক কনভয় পরপর দুবার হামলার কবলে পড়েছে। যাতে কয়েক ডজন দখলদার সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে।

সূতটি জানায়, সামরিক কনভয়টি প্রথম হামলার শিকার হয় টেনেকো এবং মাসিনা এর মধ্যবর্তি একটি সড়কে। সূত্রমতে, ঘটনাস্থলে পূর্ব থেকেই সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা কনভয়টিতে হামলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানো মাত্রই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইনের বিস্ফোরণের শিকার হয় কনভয়টি। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধারা কনভয়টি টার্গেট করে গুলি চালাতে শুরু করেন এবং অনেক কুফফার সৈন্যাকে হত্যা ও আহত করেন।

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই অতর্কিত হামলায় নিজেদেরকে বড় ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচাতে, কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সামরিক কনভয়টি দ্রুতগতিতে উক্ত এলাকা থেকে সরে পড়ে। কিন্তু কনভয়টি যখন মাসিনার কাছাকাছি কুমারা এলাকায় পৌঁছে, তখন এটি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অন্য একটি টিমের হাতে দ্বিতীয়বার হামলার শিকার হয়।

সূত্রমতে, এখানে প্রতিরোধ যোদ্ধারা সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে প্রথমে পরপর ৩টি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটান। এই বিস্ফোরণের পর কনভয়টি থেমে যায় আর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সামরিক কনভয়টি ঘিরে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন।

ঘটনাস্থলে উভয় বাহিনীর তীব্র লড়াই শেষে, গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৪ সৈন্য এবং রাশিয়ার সাদা চামড়ার ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীর অন্তত ৫ সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে আরও কমপক্ষে ২০ শত্রুসেনা আহত হয়েছে, যাদের অনেকের অবস্থাই গুরুতর ছিলো। স্থানীয় সূত্রমতে, উভয় জায়গায় হাতাহত হওয়া মোট সেনাদের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বরকতময় এই হামলা শেষে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এক বিবৃতিতে হামলার দায় স্বীকার করেছে। বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ বরকতময় এই অভিযানে শত্রুদের ২টি গাড়ি ধ্বংস করতে সক্ষম হন। সেই সাথে আরও ২টি গাড়ি, ১টি ভারী অস্ত্র, ২টি পিকে এবং ৪টি কালাশনিকভ সহ গোলাবারুদ ভর্তি ছোট-বড় কয়েকটি বাক্স গনিমত পেয়েছেন। তবে এই অভিযানের সময় ৫ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। نحسبهم و الله حسيبهم

উইঘুর গণহত্যায় জড়িত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া (ইউসি) প্রশাসন চলমান উইঘুর গণহত্যার সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলোতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিনিয়োগসংক্রান্ত একটি বিশ্লেষণে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

সম্প্রতি আলিবাবা এবং এমএসসিআই চায়না-তে কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই কোম্পানিগুলো উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত বলে জানা গেছে।

কিছু দেশ এবং শত শত মানবাধিকার সংস্থা উইঘুরদের বিরুদ্ধে চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা প্রকাশ করেছে। চীনের অপরাধের মধ্যে আছে– উইঘুরদের বন্দী করে রাখা, জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা, উইঘুর পুরুষদের গণহারে গ্রেফতার করা, তাদের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া এবং উইঘুরদের চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকর্তাদের বাড়িতে রাখা।

আলিবাবাতে ১৪,৯৯৭,২৩৪ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া। ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচডগ আইপিভিএম-এর ২০২০ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, উইঘুরদের শনাক্ত করতে আলিবাবা ফেশিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার তৈরি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত পেনশনের মধ্য দিয়ে আলিবাবাতে আরও ৩৭,৫৭১,৯২২ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ ২০১৯ সালে আলিবাবার অর্থায়নে পরিচালিত দুটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স প্রতিষ্ঠান— মেগভী (Megvii) ও সেন্সটাইম (SenseTime) — এর উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। কারণ ফেডারেল রেজিস্টারের মতে, ঐ প্রতিষ্ঠান দুটি "যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির স্বার্থের বিরোধী"।

এছাড়াও, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন এমএসসিআই চায়না-তে ২৭,৬১৩,৬০৮ ডলার বিনিয়োগ করেছে। এখানে পেনশনের মধ্য দিয়ে বিনিয়োগ করেছে আরও ৭৫,৮২১,৫১৯ ডলার।

চীনের এই এমএসসিআই প্রতিষ্ঠানের ১২টি কোম্পানি জোরপূর্বক শ্রম এবং ক্যাম্প ও নজরদারি নির্মাণে নিযুক্ত ছিল বলে জানিয়েছে হংকং ওয়াচ এবং শেফিল্ড হ্যালাম ইউনিভার্সিটির হেলেনা কেনেডি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস রিপোর্ট।

এর বাইরেও, ইতু টেকনোলজিতেও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটিকে ২০২০ সালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

আর এই তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোম্পানির ব্যবসা করার অনুমতি নেই। কিন্তু এই ধরনের কোম্পানিতেও বিনিয়োগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া।

এভাবে চীনের উইঘুর মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে নির্যাতনে অংশ নিচ্ছে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোও! তারা নিজেদের স্বার্থে উইঘুর মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক শ্রমে

বাধ্য করছে। আর উইঘুরদের রক্ত-ঘামে তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে।

তথ্যসূত্র:

----

1. University Of California System Has Millions Invested With Companies Linked To Uighur Genocide - https://tinyurl.com/5a2dnz7h

---

১২ই জানুয়ারি, ২০২৩

আসামে হিন্দুত্ববাদীদের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত: আরও ২৯৯টি পরিবার গৃহহীন

আসামের হিন্দুত্ববাদী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী গত ২১ ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভায় বলেছে, যতদিন বিজেপি ক্ষমতায় থাকবে ততদিন উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এই হিসাবে, লাখিমপুর জেলার পাভা বনভূমি থেকে "অধিগ্রহণকারীদের" উচ্ছেদের অভিযানের মাধ্যমে ২৫০ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত জমি খালি করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো শুরু হওয়া উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মোট ২৯৯ টি পরিবার, যাদের বেশিরভাগই বাংলাভাষী মুসলমান, তাদের বাড়িঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্রও সংগ্রহ করতে পারেননি এবং প্রশাসন তাদের ফসলও ধ্বংস করেছে।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই উচ্ছেদ অভিযান পাভা সংরক্ষিত বনের প্রায় ৪৫০ হেক্টর জায়গা পরিষ্কার করার জন্য রাজ্য সরকার এ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। প্রথম দিনে, হিন্দুত্ববাদী কর্মকর্তারা মোহঝুলি গ্রামে ২০০ হেক্টর জমি পরিষ্কার করেছে, যেখানে ২০১ পরিবারের বাড়ি ছিল।

একজন সিনিয়র জেলা প্রশাসনের আধিকারিক মিডিয়া রিপোর্টে বলেছে, গতকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান আবার শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত চলছে। আমরা কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হইনি।

আধাসোনা গ্রামে প্রায় ৭০টি বুলডোজার, এক্সকাভেটর ও ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করা হয়েছে। প্রায় ৬০০ পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মীরা উচ্ছেদের তদারকির জন্য পাহারা দিয়েছে। যেন কেউ বাধা দিতে না পারে।

এলাকাবাসী ও নেতাদের দাবি, তাদের আগে জমির মালিকানার দলিল দেওয়া হয়েছিল।

"অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (AAMSU) এর লাখিমপুর জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল দাবি করেছেন, "এই এলাকার মানুষ কয়েক দশক ধরে এখানে বসবাস করছে। PMAY স্কিমের অধীনে বাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি রাজ্য দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, MGNREGA কর্মসূচির অধীনে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং রাস্তা সবই তৈরি করা হয়েছে।"

AAMSU কর্মকর্তা উচ্ছেদ অভিযানকে "অমানবিক এবং একতরফা" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে এই বাসিন্দারা যদি এই এলাকায় অবৈধভাবে বসবাস করে, তবে কীভাবে সরকারী প্রকল্পগুলি দেওয়া হচ্ছে।

এলাকার এক বাসিন্দা দাবি করেছেন যে রাজ্য সরকার কয়েক দশক আগে তাদের জমির মালিকানা দিয়েছিল। "যখন আমরা এই সরকারের কাছে এটি জমা দিয়েছিলাম, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা এখন কোথায় যাব?"

গ্রামবাসীরা আরও অভিযোগ করেছেন যে সংরক্ষিত বনের সীমানা বিশেষত ২০১৭ সাল থেকে বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। মুসলিমদের গৃহহীন করার লক্ষ্যেই তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বনের সীমানা বাড়িয়ে চলেছে।

মূলত আসাম এখন হয়ে উঠেছে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম উচ্ছেদ ও নিধনের পরীক্ষাগার। এই ব্যাপারে তাই বাংলাদেশের মুসলিমদেরকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলেছেন বিশ্লেষকগণ; কেননা আসাম উত্তপ্ত হলেই বাংলাদেশকে গোলযোগপূর্ণ করে গ্রাস করা সহজ হবে হিন্দুত্ববাদীদের জন্য।

তথ্যসূত্র:

----

1. Assam Eviction Campaign Continues: 299 More Lakhimpur Families Become Homeless - https://tinyurl.com/38865mp7

দীর্ঘ এক মাস সাগরপথ পাড়ি দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছল একদল মাজলুম মুসলিম

নিপিড়িত রোহিঙ্গা মুসলিমদের নারী-পুরুষ ও শিশুদের একটি দল নৌকাযুগে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পৌঁছেতে সক্ষম হয়েছে। গত এক মাসের দীর্ঘ বিপদসংকুল সাগরপথ পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছান তারা। তাদের মধ্যে ৬৯ জন পুরুষ, ৭৫ জন নারী এবং ৪০ জন শিশু রয়েছে।

গত ১০ জানুয়ারি ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পৌঁছান তারা। এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ থেকে রওয়ানা দিয়েছিল রোহিঙ্গাবঝাই নৌকাটি। স্থানীয় গণমাধ্যমকে রোহিঙ্গারা জানিয়েছে, সেখানে পৌঁছতে পেড়ে তারা খুব খুঁশি অনুভব করছে। কেননা দীর্ঘ যাত্রার ফলে তাদের খাবার, পানীয় ও নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছিল।

গত ২০১৭ সালে মিয়ানমারের বর্বর বৌদ্ধগোষ্ঠীর নিপিড়নের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও তাদের নিজ দেশের ফিরে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ দিন ধরে দেশে ফিরিয়ে নেবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বছরের পর বছর পার করছে দালাল জাতিসংঘ।

এদিকে, গত পাঁচ বছর ধরে বিশাল এ মাজলুম জনগোষ্ঠীর কোন প্রকার আয়-রোজগারের সুযোগ ছাড়াই বাংলাদেশের ক্যাম্পে বসবাস করছে। তাদেরকে ক্যাম্প থেকে বের হওয়া ও কোন রকম কাজের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এর ফলে ক্যাম্পে চরম মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। আর এ কারণে কর্মহীন কঠিন এ জীবন থেকে বাঁচতে সাগরের দূর্ঘম পথ পাড়ি দিতেও কার্পণ্য করছে না অসহায় এই রোহিঙ্গা মুসলিমরা।

এভাবে প্রতি বছরই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের আরাকান থেকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়শিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। আর এসব যাত্রা পথে নিহতের সংখ্যাও কম না। গত এক বছরে ৬০০-৭০০ জন মাজলুম রোহিঙ্গা সাগরে ডুবে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা।

ইসলামি চিন্তাবিদরা আক্ষেপ করে বলছেন, যে জাতি মাত্র একজন মুসলিমকে উদ্বারের জন্য নিজেদের সর্বস্ব উজার করে দিতো, সে জাতির নারীরা আজ পদে পদে লাঞ্চিত-বঞ্চিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু আশ্রয়ের জন্য। তাদের একমাত্র অপরাধ তার মুসলিম। আর তাদের এমন বিপদ সত্বেও মুসলিম জাতি আজ তাদের ভুলতে বসেছে। এ জাতি ভুলে গেছে মাজলুমদের প্রতি তাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তথ্যসূত্র:

১। Nearly 200 Rohingya refugees land in Indonesia in latest boat arrival - https://tinyurl.com/y3nsb9pc

---

ফিলিস্তিনি বন্দীদের ওপর কঠোর আইন প্রয়োগ করতে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল

ফিলিস্তিনি বন্দীদের ওপর কঠোর নীতি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। ইহুদিবাদি ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গ্যভির এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারি এক দুইটার বার্তায় এ ঘোষণা দেয় সে। বলা হয়, ইসরাইলিদের হত্যা বা হত্যা চেষ্টায় অভিযুক্ত ফিলিস্তিনিদের বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য একটি নতুন আইন গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছে তারা।

বর্তমানে ইসরাইলি কারাগারে ৪৭০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন। এমনিতেই ফিলিস্তিনি বন্দিদের সাথে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এরপর যদি মৃত্যুদণ্ডের আইন গ্রহন করা হয়, তাহলে এসকল ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর নেমে আসবে আরও ভয়াবহ নির্যাতন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষী এই ইতামার বেন গ্যভিরকে কট্টর ইহুদীবাদী হিসেবে পরিচিত। ক্ষমতা নেয়ার আগে থেকেই সে ফিলিস্তিনিদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। বর্তমানে ক্ষমতা নেয়ার পর সে আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীত্বের প্রথম দিনেই পবিত্র আল-আকসায় অনুপ্রবেশ করে মসজিদটির অংশিদারিত্ব দাবি করে। এবং দখলদারিত্ব বৃদ্ধিতে নতুন নতুন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। ইতোমধ্যে সে প্রকাশ্য ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আইন করেছে। আর এখন ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ডের আইন করতে ইসরাইলি মন্ত্রী পরিষদে চাপ দিয়ে যাচ্ছে সে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel National Security Minister announces harsher policy on Palestinian prisoners - https://tinyurl.com/2p9yju2w

---

হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া-সন্ত্রাস: খুনের অভিযুক্ত অনীশ রাজকে 'মুহাম্মদ আনিস' নামে প্রচার

দিল্লিতে এএসআই খুনের অভিযুক্ত অনীশ রাজ, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার মুসলিম বিদ্বেষের কারণে মুহাম্মদ আনিস নামে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে।

৪ জানুয়ারী ২৩, ৫৭ বছর বয়সী দিল্লি পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই), শম্ভু দয়াল, সেই দিনের শুরুতে একটি ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরতে গিয়ে একাধিকবার ছুরিকাঘাত গ্রস্থ হয়ে গুরুতর আহত হয়। এবং তাকে দিল্লির বিএলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৪ জানুয়ারী এএসআই সেই আঘাতেই মারা যায়। দিল্লি পুলিশ টুইট করেছে, "৪ জানুয়ারী, মায়াপুরী থানাযর এএসআই শম্ভু দয়াল একজন ছিনতাইকারীকে ধরার সময় ছুরি দিয়ে আক্রমণ করার পরে গুরুতর আহত হয়। আজ বিএলকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা গেছে।"

খুনের অভিযুক্ত অনীশ রাজ হিন্দু হওয়ায় দিল্লি পুলিশ টুইটে তার নাম উল্লেখ করেনি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী হলুদ মিডিয়াগুলো মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে খুনের অভিযুক্ত অনীশ রাজের নামের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে জিহাদি মুহাম্মদ আনিস হিসেবে প্রচার করে।

সুদর্শন নিউজ, এটি একটি উগ্র বিজেপি-পন্থী প্রচারণা আউটলেট, ৪ জানুয়ারী তার সম্প্রচারের একটি ভিডিও ক্লিপ টুইট করেছে, যেখানে সংবাদ পাঠকারী অ্যাঙ্কর অভিযুক্তকে "জিহাদি মোহাম্মদ আনিস" হিসাবে একাধিকবার উল্লেখ করেছে।

প্রভা উপাধ্যায়, যার টুইটার বায়ো বলছে, সে মহিলা মোর্চা জয় ভারত মঞ্চের (উত্তরপ্রদেশ) রাজ্য সভাপতি, সেও সুদর্শন নিউজের সংবাদ বুলেটিন শেয়ার করেছে যেখানে অ্যাঙ্কর বলেছে, "জিহাদি মোহাম্মদ আনিস" এএসআই শম্ভু দয়ালকে হত্যা করেছে'।

টাইমস নাউ নবভারত তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে মোহাম্মদ আনিস নামে একজন সন্দেহভাজন এএসআই শম্ভু দয়ালকে ছুরিকাঘাত করেছে।

এনডিটিভি ১০ জানুয়ারি তাদের প্রতিবেদনে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম "বদমাইশ মোহাম্মদ আনিস" নামে প্রচার করেছে। টুইটের ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, '#দিল্লি: এএসআই শম্ভুনাথের ওপর হামলার সিসিটিভি প্রকাশ্যে এসেছে, চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়েছে'। ক্যাপশনে প্রয়াত অফিসারকে 'শম্ভু দয়াল'-এর পরিবর্তে 'শম্ভুনাথ' বলা হয়েছে।

এমনিভাবে, আজ তক মিডিয়ার আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং টুইট করেছে। সেই সম্প্রচারে, উপস্থাপক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে 'মোহাম্মদ আনিস' বলে ডাকে।

অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক যারা ঘটনাটি সম্পর্কে টুইট করেছে, তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে '"জিহাদি মোহাম্মদ আনিস"' বা 'মোহাম্মদ আনিস' হিসাবে নাম দিয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ভিএইচপি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) এর জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসাল, সুদর্শন নিউজের সাগর কুমার, রবি জলহোত্রা, সিনিয়র সাংবাদিক। এএনআই-এর সঙ্গে, সুদর্শন নিউজের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক মহেশ কুমার শ্রীবাস্তব, সুদর্শন নিউজের আশিস ব্যাস, দিল্লি বিজেপির মুখপাত্র খেমচাঁদ শর্মা। রবি ভাদোরিয়া যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুসরণ করছে, সেও এই ঘটনা সম্পর্কে টুইট করেছে। সে তার টুইটে অভিযুক্তের নাম 'আনিস' বলে দিয়েছে।

সুদর্শন নিউজ এ ঘটনার একটি সংবাদও প্রকাশ করেছে যেখানে তারা অভিযুক্তকে 'জিহাদি' বলে বর্ণনা করেছে। নিউজ ট্র্যাকও অভিযুক্তকে একই নাম দিয়েছে।

Alt News এর ফ্যাক্ট চেক

Alt News(অল্ট নিউজ) ৪ জানুয়ারী অর্থাৎ ঘটনার দিন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দিল্লি পুলিশের জারি করা একটি প্রেস রিলিজ যাচাই করেছে। সেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত অনীশ প্রহ্লাদ রাজের ছেলে।

"আমরা অনুসন্ধান করেছি এবং ৯ জানুয়ারী প্রকাশিত দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি সংবাদ প্রতিবেদন পেয়েছি। প্রতিবেদন অনুসারে, একজন মহিলা তার ফোন এক ব্যক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার পরে সাহায্যের জন্য অফিসার দয়ালের কাছে গিয়েছিল। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে, সে অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত অপরাধের স্থানে নিয়ে যায় যেখানে মহিলা অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। অফিসার দয়াল অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ছুরি দিয়ে অফিসারকে ছুরিকাঘাত করে।"

"এই রিপোর্টে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম মায়াপুরীর বাসিন্দা অনীশ রাজ (২৪) ছিল।"

তাছাড়া, অল্ট নিউজ মায়াপুরী পশ্চিমের স্টেশন ইনচার্জের সাথে কথা বলেছে। সে-ও নিশ্চিত করেছে যে অভিযুক্ত একজন হিন্দু এবং ঘটনার কোন সাম্প্রদায়িক দিক ছিল না।

সংক্ষেপে বলা যায়, দিল্লির মায়াপুরীতে একজন অফিসারকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনাটি বেশ কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া হাউস উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিপোর্ট করেছে। সুদর্শন নিউজ ও এর সাংবাদিকরা অভিযুক্তকে 'জিহাদি' আখ্যায়িত করে অপরাধকে মুসলিম বিদ্বেষী রং দিয়েছে।

গত বছর, দিল্লির নারাইনায় ঘটে যাওয়া একই রকম ছুরিকাঘাতের ঘটনাকে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারী এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদরা মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মোড়ক দিয়েছিল।

যদিও পরে আসল খবর বেরিয়ে যার। যেখানে সাথে মুসলিম ব্যক্তির কোন উপস্থিতি ছিল না। হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো মুসলিম বিদ্বেষের পালে হাওয়া দিতেই এমন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Delhi ASI murder accused is Anish Raj, not Mohd Anish, as claimed by media - https://tinyurl.com/3a7xwtfj

---

ব্যাটালিয়নকে সুসংগঠিত করার নির্দেশ ইমারাতের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতা ও আমীরুল মুমিনিন, শায়খুল হাদীস মৌলভি হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফি.) সম্প্রতি কান্দাহারে ২০৫ তম বদরী কর্পসে সফর করেন। এসময় তিনি বিশ্বের সাথে ইমারাতের সম্পর্কের গতিপথ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন এবং সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত হতে বলেন।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আমিরুল মুমিনিন গত ১০ জানুয়ারি কান্দাহারে বদরী সামরিক ইউনিট পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি বদরী কমান্ডো ফোর্সের কমান্ডার, কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন।

সফরকালে তিনি মুজাহিদদের বলেন, "বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ইসলাম ধর্ম এবং শরিয়ার ভিত্তিতে হবে। এর বাহিরে অন্য কিছুই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"

আমিরুল মুমিনিন তাঁর বক্তৃতায় কর্পস কর্মকর্তা ও কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা নিজেদেরকে শরিয়ার মানদণ্ডে প্রস্তুত এবং সজ্জিত করুন, নিজেদের সামরিক দায়িত্ব যথাসম্ভব সর্বোত্তমভাবে পালন করুন, ব্যাটালিয়নগুলিকে সুসংগঠিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলেন। নিজেদের অফিসে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করুন।"

সর্বশেষ, আমিরুল মু'মিনিন আফগান জনগণ এবং সেনাবাহিনীর জন্য দো'আ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন সবসময় এবং যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতেও জনগণ এবং সেনাবাহিনী পাশে থাকবে।

১১ই জানুয়ারি, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের হামলায় শত্রুবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ও মুজাহিদদের প্রাপ্তি

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব, চলতি মাসে সোমালিয়ায় তাদের সামরিক অপারেশন বাড়িয়েছেন। যার ধারাবাহিকতায় গত ৬ জানুয়ারি মধ্য শাবেলি রাজ্যের হিলোলি-গাব এলাকায় একটি বড়ধরণের সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যা পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি ঘাঁটিতে শহিদী হামলার মাধ্যমে চালানো হয়েছিল। যাতে ৩ ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছিল, সেই সাথে মুজাহিদগণ শত্রুদের ৮টি গাড়ি ধ্বংস এবং আরও ৫ গাড়ি গনিমত হিসাবে পেয়েছেন।

সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাবের মিডিয়া আউটলেট (আল-কাতায়েব) উক্ত ঘাঁটিতে পরিচালিত হামলার প্রায় ৬০ টি ছবি প্রকাশ করেছে। মিডিয়ায় উপস্থাপিত ছবিগুলিতে যুদ্ধে নিহত অনেক সোমালি সৈন্য এবং অফিসারের মৃতদেহ প্রদর্শন করা হয়। সেইসাথে যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া এবং গনিমত পাওয়া যানবাহন ও অস্ত্রের ছবিও দেখানো হয়।

নিছে এই অভিযানের কিছু দৃশ্য শেয়ার করা হলো -

https://alfirdaws.org/2023/01/11/61852/

ভারতকে হিন্দু জাতিতে রূপান্তর করতে সহিংসতামূলক গান বাজিয়ে মিছিল

গুজরাটে পালনপুরের সুরাতে বজরং দল একটি বিশাল সমাবেশ করেছে, যেখানে ভারতকে হিন্দু জাতিতে রূপান্তর করার জন্য সহিংসতার উসকানিমূলক গানগুলি স্পীকার থেকে উচ্চস্বরে বাজানো হয়। কয়েক ডজন পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এই মুসলিম বিরোধী মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়ছে।

গুজরাটের এই ভিডিওটিতে- হিন্দুত্ববাদী মোদি অমিত শাহ জুটি কী করতে চায়, এবং তারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাথে ভারতে কী করছে- তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তারা এখন ভারতকে হিন্দু জাতিতে রূপান্তর করার জন্য সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে প্রকাশ্যে মিছিল করছে।

এমনিভাবে, মধ্যপ্রদেশ ভোপালের ভেল শহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের ইভেন্টে এক উগ্র বক্তা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশকে একত্রিত করে অখণ্ড ভারত তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে। যেমনভাবে ইসরাইল জেরুজালেম দখল করেছে।।"

এদিকে, বিহারের এক উগ্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা দাবি করেছে যে, হিন্দু রাষ্ট্র বানানো অনিবার্য এবং মুসলমানরা ভারতের বর্ণপ্রথার জন্য দায়ী।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মিথ্যে অপবাদ সাজিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মাঝে ব্যাপকভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্যথায় মুসলিররা কেন বর্ণপ্রথার জন্য দায়ী হতে যাবে। ইসলামে জাতপাতের কোন ভেদাভেদ নেই। এর জন্য বরং তাদের কাল্পনিক মনগড়া রচিত গ্রন্থগুলো দায়ী। তবুও যেন মুসলিম গণহত্যায় হিন্দুদের শামিল করা যায়, সেজন্যে উসকে দেওয়া হচ্ছে।

এমনিভাবে, ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদীরা 'হিন্দুত্ব বিপদের মুখে' আছে বলে প্রচার করছে। তার কারণ একটাই- ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি তাদের সহ্য হয় না। তাই যেকোন মূল্যে মুসলিমদের নির্মুল করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। এক্ষেত্রে তার কোন আইন আদালতের তোয়াক্কাও করছে না। কারণ তারা জানে যে, তারা যাই করুক আইন আদালত তাদের পক্ষেই থাকে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bajrang Dal took out a massive rally in Surat, where songs glamorizing the use of violence to convert India into a Hindu nation were played...
- https://tinyurl.com/yrmmd7ad

জাতিসংঘে ভোটের জেরে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের কঠোরতা, দালাল সংস্থাটি এবার নীরব

ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে একাধিক আগ্রাসী পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরাইল। সম্প্রতি পশ্চিম তীরে ইসরাইলি দখলদারিত্ব নিয়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বিশেষজ্ঞ মতামতের আহ্বান জানিয়েছিল সংস্থাটি। ৩০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে রায় আসে।

তবে ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে রায় এলেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন রকম পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা নেই সংস্থাটির। আর এমন ধোঁকাপূর্ণ ভোটের মঞ্চ তৈরি করে ফিলিস্তিনের ওপর দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে জাতিসঙ্ঘ নামক দালাল সংস্থাটি। আর এর পরপরই এ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এ ঘোষণা দেয়।

দখলদার প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুকে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘে আবেদনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আইনী যুদ্ধে জড়িয়েছে। বর্তমান সরকার এই যুদ্ধের মুখে বসে থাকবে না বরং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিবে।'

আর এ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এরইমধ্যে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার শিকার ইসরাইলি পরিবারকে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের তহবিল থেকে প্রায় চার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই অর্থ কর হিসাবে সংগ্রহ করেছিল দখলদার ইসরাইল। দখলকৃত পশ্চিম তীরের 'এরিয়া সি'তে ফিলিস্তিনের একটি নির্মাণ প্রকল্পকেও নিষেধাজ্ঞায় আওতায় আনা হয়েছে। এই অঞ্চলটি পুরোটাই এখন ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে।

পাশাপাশি ফিলিস্তিনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কথাও উল্লেখ করেছে তারা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ইসরাইলের বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ও আইনী লড়াই চালানো কোন ভিআইপিকে' ইসরাইল সরকার কোনো সুযোগ প্রদান করবে না।'

এছাড়াও উন্মুক্ত স্থানে ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে ইসরাইল। ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গ্যভির পাবলিক স্পেস থেকে ফিলিস্তিনি পতাকা অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে।

নতুন সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর থেকেই বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন বাড়ি। হত্যা করা হয়েছে এক ডজন ফিলিস্তিনিকে। ধরপাকড় চালিয়েছে জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি শপথ নেয়া নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোটকে ইসরাইলের এ যাবৎকালের সবচেয়ে কট্টরপন্থি সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। গোলান মালভূমি, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমের বিতর্কিত অঞ্চলে স্থাপনা গড়ে তোলার কাজ সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানিয়েছে তারা।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলের স্থাপনা গড়ে তোলাকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেআইনী হিসেবে দেখে থাকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও জাতিসংঘ; কিন্তু এখন পর্যন্ত ইসরাইলের এসব কাজে বাধা দেয়নি তারা। বরং দখলদারিত্বের প্রথম দিন থেকেই অবৈধ রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে সকল জুলুম-আগ্রাসনকে বৈধতা দিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি।

মুসলিমরা যাতে নববী সুন্নাহ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে পা না বাড়ায়, এজন্যই মূলত এই দালাল সংস্থাটি কয়েকদিন পর পরই নতুন নতুন কৌশল নিয়ে হাজির হয়। জাতিসংঘ হয় ইসরাইলের নিন্দা জানাচ্ছে নতুবা ইসরাইলের কাজ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৈধ নয় বলে বিবৃতি দিচ্ছে। আর এভাবে বিবৃতি ও নিন্দা জ্ঞাপনের মাধ্যমে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ যেন কোন পদক্ষেপ নিতে না পারে এ ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। আর মুসলিমদের অনেকের মনেই এখনো এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, জাতিসংঘই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে; যা আদতে কোন দিনও সম্ভব নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূত্র:

১। জাতিসংঘে ভোটের জেরে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের ব্যবস্থা- - https://tinyurl.com/yy448585

২। ben gvirs ban on palestinian flag racist behavior- - https://tinyurl.com/58db56bj

---

কাশ্মীরে ব্যাপক ধরপাকড় চালালো দখলদার ভারত, গ্রেফতার ৫০

দখলদার ভারত গত কয়েকদিন ধরেই কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় গ্রেফতার আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে গত দুই দিনেই ৫০ এরও অধিক কাশ্মীরি যুবককে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

গত ৮ জানুয়ারি থেকে এ অভিযান পরিচালনা করেছে ভারত। অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় সেনা,(সিআরপিএফ) পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের যৌথ অভিযান শুরু হয় রাজৌরি জেলায়। এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে কাশ্মীরি নাগরিকদের পরীক্ষার নামে হয়রানি করা হচ্ছে। এছাড়াও মিথ্যা মামলা দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের ফাসানো হচ্ছে। যার ফলে কাশ্মীরি মুসলিমদের মাঝে সর্বক্ষণ গ্রেফতার আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রাজৌরির এক পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানায়, 'অপারেশন ব্যাপকভাবে চলছে। নজরদারি জোরদার করতে কিছু কিছু এলাকায় পুলিশের সঙ্গে অতিরিক্ত সিআরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা তাদের সাম্প্রতিক রাজৌরি জেলার ধানগরি গ্রামে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার করছি।'

কাশ্মীরে দখলদার ইসরাইলের হুবহু কৌশল প্রয়োগ করছে দখলদার ভারত। যেকোন অযুহাতে কাশ্মীরি যুবকদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চায় দখলদার ভারত। এলক্ষ্যে বছরের পর বছর ভারত কাশ্মীরে নারী-পুরুষ ও শিশুদের মানবাধির লঙ্ঘন করে যাচ্ছে; অথচ এ বিষয়ে দালাল জাতিসংঘ এবং কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের ভূমিকা একদম নীরব।

তথ্যসূত্র:

----

1. Over 50 youth arrested in ongoing CASOs in Rajouri - https://tinyurl.com/2p8ht6ct

---

খনি ধসে আটকে পড়া উইঘুর শ্রমিকদের উদ্ধার করেনি আজও

গত ২৪শে ডিসেম্বর চীনের সুদূর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জিনজিয়াংয়ে তথা পূর্ব-তুর্কিস্তানের একটি সোনার খনি ধসে পড়ায় ফাঁদে আটকা পড়েন ১৮ জন খনিশ্রমিক। আটকে পড়া শ্রমিকদের অধিকাংশই উইঘুর মুসলিম। দুই সপ্তাহের অধিক সময় হয়ে গেলেও এই উইঘুর শ্রমিকদের কাউকেই এখনও উদ্ধার করা যায়নি, জানা যায়নি তাদের অবস্থাও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী বলেছে, "উদ্ধার কার্যক্রম চলছে বলে আমি জানি, তবে এই উদ্ধার কাজের ফলাফল কী তা আমার জানা নেই।"

আরেকজন বলেছে, "খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের ভাগ্য এবং এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে, এগুলো গোপনীয় তথ্য। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই।" খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে ঐ লোক বলে যে, এ তথ্যগুলো জনসম্মুখে প্রচার করার অনুমতি তার নেই।

তবে রেডিও ফ্রি এশিয়ার তথ্য মতে, দুর্ঘটনার সময় খনিতে ৪০জন শ্রমিক কাজ করছিলেন, যাদের মধ্যে ২২জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর এখনও অবধি বাকি ১৮ জনের কোনো সন্ধান নেই।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে নতুন কোনো তথ্য জানায়নি দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষ। এখন পর্যন্ত তারা কেবল একটি প্রেস কনফারেন্স করেছে। এটিতেও কেবল কতগুলো সংগঠন উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছে, সেই তথ্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। কেন দুর্ঘটনা ঘটলো, যারা ফাঁদে আটকা পড়েছে তাদের কী অবস্থা, কী তাদের পরিচয়, এমন কোনো তথ্য জানায়নি কমিউনিস্ট চীন কর্তৃপক্ষ।

রেডিও ফ্রি এশিয়ার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, আটকে পড়া শ্রমিকদের অধিকাংশই উইঘুর মুসলিম।

আজ প্রায় ১৭ দিন যাবৎ তাদের কোনো খোঁজ নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতদিন পর্যন্ত তাদের খোঁজ না পাওয়ায় ধরে নেওয়া যায় যে, তারা মারা গেছেন। কারণ, খনিতে আটকে পড়া শ্রমিক সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৫ দিন আন্ডারগ্রাউন্ডে বেঁচে থাকতে পারেন।

এদিকে, চীনা কর্তৃপক্ষ এই দুর্ঘটনার তথ্য গোপনের চেষ্টা করছে। অফিসাররা সরাসরিই বলছে, তারা যদি তথ্য জানেও, তবুও এগুলো প্রকাশ্যে বলার অনুমতি নেই তাদের। তারা কেবল বলছে, উদ্ধার কাজ চলছে। কিন্তু আজ অবধি উদ্ধার কাজের কোনো আপডেট তারা জানায়নি। উইঘুর মুসলিম একটিভিস্টরা চীনা কর্তৃপক্ষের এমন আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন।

আটকে পড়া শ্রমিকরা উইঘুর হওয়ায় তাদের প্রতি চীনা সরকারের দায়িত্বহীনতাও কাজ করছে বলে মনে করেন অনেকে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Fate of Uyghur miners trapped in gold mine collapse uncertain after nearly 2 weeks - https://tinyurl.com/yc33vwtv

---

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জানুয়ারি ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/01/11/61828/

১০ই জানুয়ারি, ২০২৩

১১২ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান!

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সন্ত্রাসী মিয়ানমার সামরিক সরকারের অব্যাহত নির্যাতন চলছেই। নতুন করে আরও ১১২ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে মিয়ানমার। কারাদণ্ডাদেশের মধ্যে ১২ জনই শিশু।

এর আগে গত ডিসেম্বর মাসে মিয়ানমারের দক্ষিণ আইয়ারওয়াদি এলাকা থেকে বৈধ কাগজপত্র না থাকার অযুহাতে তাদের গ্রেফতার করে মিয়ানমার পুলিশ। ঐসকল রোহিঙ্গা মুসলিমরা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে মালয়শিয়ায় যেতে চাচ্ছিল বলে জানা যায়।

গত ৬ জানুয়ারি বর্বরোচিত এ কারাদণ্ডাদেশ সন্ত্রাসী মিয়ানমারের আদালত। কারাদণ্ডাদেশে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে, মিয়ানমার সামরিক সরকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর যুগ যুগ ধরে চালানো নির্যাতনের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তণ হয়নি- সেটি আবারও প্রমান করলো। অথচ রোহিঙ্গা মুসলিমরা কয়েক শতাব্দী ধরে আরাকানে বসবাস করে আসছে।

সন্ত্রাসী মিয়ানমার একদিকে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব হরণ করছে, অন্যদিকে তাদের বিদেশি সাব্যস্ত করে জাতিগত নির্মূল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এসব নির্যাতন-নিপিড়ন থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা যখন পালাতে চাইছে তখন আবার তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী রাখছে। অর্থাৎ হিংস্র বৌদ্ধ মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের পালতেও দিবে না আবার বাঁচতেও দিবে না।

এভাবে তিলে তিলে মুসলিমদের নির্যাতন করছে মিয়ানমার। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ৩৫১৪ জন মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী রাখে মিয়ানমার। বন্দীদের মধ্যে উল্লেখ্য সংখ্যকই নারী ও শিশু। কারাগারে এসব মুসলিম নারী-শিশুদের সাথে সন্ত্রাসী মিয়ানমারের হিংস্র বাহিনী কেমন আচরণ করে তা জানার কোন সুযোগ নেই।

এভাবে যুগ যুগ ধরে গোটা একতি জাতিকে গণহারে হত্যা, ধর্ষণ ও বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেশান্তর করার পরও কথিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব তাদের রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো মাজলুম মুসলিমরা যেন নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নিতে নববী সুন্নাহ মোতাবেক পদক্ষেপ না নিতে পারে, এজন্য বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Myanmar jails 112 Rohingya for travelling 'without documents'-

- https://tinyurl.com/5yuff8k8

2. In 2022 alone, 3,514 Rohingya (including children and women) were arrested and imprisoned by the junta- - https://tinyurl.com/hw3brf4p

---

শাবাবের দুঃসাহসী হামলায় ১০ ক্রুসেডার ঘায়েল : হতাহত কমপক্ষে ২৪

সোমালিয়ায় চলতি সপ্তাহে হামলার তীব্রতা আরেক দফা বাড়িয়েছেন হারাকাতুশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল ৯ জানুয়ারি শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা দেশজুড়ে অন্তত ১৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন, যার ৫টিতেই উগান্ডার ১০ ক্রুসেডার সহ অন্তত ২৪ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এদিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় শাবেলি রাজ্যে পরপর দুটি পৃথক হামলা চালান ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর বিরুদ্ধে। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, এই হামলাগুলোর একটি চালানো হয়েছে সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে এবং অন্যটি চালানো হয়েছে উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে। আর তাতেই ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর অন্তত ৬ সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের আরও দুটি সফল হামলা চালান রাজধানী মোগাদিশুর দারুস-সালাম এবং ইয়াকশিদ জেলায়। এরমধ্যে ইয়াকশিদ জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় সোমালি বাহিনীর এক কর্নেল সহ ৩ সৈন্য নিহত হয়। আর দারুস-সালাম জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় গাদ্দার সোমালি বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং কমপক্ষে ৫ সৈন্য আহত হয়, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে।

শাবাব মুজাহিদিন তাদের অন্য একটি হামলা সফলভাবে চালিয়েছেন হিরান রাজ্যের "দাদেন আদ" এলাকায়। সেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালান, যাতে কমপক্ষে ২

সোমালি সৈন্য নিহত এবং আরও অন্তত ৪ শত্রুসেনা আহত হয়। তবে সেনারা ঘাঁটির ভিতরে থাকায় হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিপূর্ণ তথ্য জানা যায় নি।

কর্ণাটকে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে কথা বলার অভিযোগে মুসলিম ছেলেকে মারধর

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন এতটাই জ্বলে উঠেছে যে, এখন শুধু সন্দেহের বশেই মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হয়। প্রায় প্রতিদিনই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা এমন ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।

তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ঘটনাটি কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার। ৫ জানুয়ারি ২৩, হাফিদ নামে এক মুসলিম যুবক সুব্রামান্য কেএসআরটিসি বাস স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশেই দাড়িঁয়ে ছিল একটি হিন্দু মেয়ে। হঠাৎ কয়েকজন হিন্দু গুণ্ডা এসে বাসস্ট্যান্ড থেকে মুসলিম ছেলেটিকে ধরে গাড়িতে তুলে নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। নির্জন স্থানে নিয়ে হাফিদকে প্রচন্ডভাবে মারধর করে। ছুরি দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। যেন ভবিষ্যতে মেয়েটির সাথে দেখা না করে।

হাফিদকে মারধরের কিছু ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যাতে তাকে তার অন্তর্বাসে মাটিতে পড়ে থাকতে এবং একটি পিলারে বসে থাকতে দেখা যায় এবং তার শরীরে মারধরের চিহ্নও দেখা যায়।

মেয়েটির সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই। তেমন কোন কথাবার্তাও হয়নি। তবুও আক্রমণকারী উগ্র হিন্দুরা তাকে বেধড়ক মারধর করেছে।

অন্যায়ভাবে মারধরের কারণে ১২ হিন্দু গুণ্ডার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মামলার কোন আসামিকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি।

এমনিভাবে, কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় গত ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার এক হিন্দু মেয়ের সাথে শুধুমাত্র কথা বলার অভিযোগে এক মুসলিম ছাত্রকে কলেজের হিন্দু শিক্ষার্থীরা ব্যাপক মারধর করেছিল। ঘটনার দিন সকাল ১০:৩০ মিনিটে সুলিয়া তালুকের কাসাবা গ্রামের কলেজ মাঠে মোহাম্মদ সানিফ (১৯) কে মারধর ও খুনের হুমকি দেয় হিন্দুত্ববাদীরা।

মোহাম্মদ সানিফকে কলেজের মাঠে ডেকে নিয়ে আসার পর প্রজ্বল, তনুজ, অক্ষয়, মোক্ষিত, গৌতম এবং অন্যরা তাকে কাঠের বানানো লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে। পরে মোহাম্মদ সানিফকে বলেছে, মেয়েটির সাথে কোন কারণে কথা বলার চেষ্টা করলে তাকে খুন করে ফেলবে।

অথচ, মেয়েটিও তাদেরকে বলেছিল সানিফের সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই। কোন কথাবার্তাও হয় না। তবুও আক্রমণকারী উগ্র হিন্দু ছাত্ররা তাদের ছবি তুলেছিল এবং তাদের ভাইরাল করার হুমকি দেয়। মারধরের পরে বাড়ি ফেরার পর সানিফ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনারও কোন বিচার হয়নি।

হিন্দুরা জানে মুসলিমদের উপর হামলা করলেও পুলিশ তাদের কিছুই করবে না। ফলে দিন দিন মুসলিমদের উপর হামলার তীব্রতা বেড়েই চলেছে। হিন্দুত্ববাদী ভারতে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই মুসলিমরা জান মালের চরম নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছেন। মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা চাানোর জন্য শুধু সন্দেহ কিংবা অভিযোগ তুলতে পারাই যথেষ্ট। যার লাগাম টানতে না পারলে মুসলিমদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে মত দিয়েছেন ইসলামিক বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. कर्नाटक: बस स्टॉप पर खड़े होकर हिंदू लड़की से बात कर रहें मुस्लिम युवक “हफीद” को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़ की - https://tinyurl.com/7daahcwv

2. Karnataka: Muslim youngster attacked for conversing with a Hindu girl in college – https://tinyurl.com/2m6w53b3

মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের ধর্মীয় পরীক্ষা নিল ইসলামি ইমারত

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় শাখার স্টাফদের ইসলামি আইন ও নিয়মনীতির উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মসজিদে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণ ও নির্দেশনা বিভাগের প্রধান মাওলানা আব্দুল হাই হাজিম বলেছেন, "মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের নিয়মিত যে বার্তা দেওয়া হয়, ঐসব বার্তার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয়েছে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো পবিত্র ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতিগুলোর সাথে কর্মীদের অভ্যস্ত করানো।"

এভাবে দেশটির প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে এমন ধর্মীয় পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। শাইখ হাজিমের মতে, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের প্রশংসা করা হয়। আর যারা সেভাবে ভালো করতে পারেননি, তাদেরকে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করা হয়, আর ইসলাম নিয়ে বেশি বেশি পড়াশোনা করতে বলা হয়।

উল্লেখ্য, দীর্ঘসময় কুফফার গোষ্ঠীর আগ্রাসনের কবলে থাকার কারণে আফগানিস্তানের অনেকে ইসলামি জ্ঞান চর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সঠিকভাবে জ্ঞান চর্চার সুযোগ না থাকার কারণে অনেকেই আবার পশ্চিমাদের ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডার সহজ শিকারে পরিণত হয়েছেন। দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এর প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই, আফগানিস্তানের মানুষকে বিশেষত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা জরুরি ছিল। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মীদের জন্য ধর্মীয় পরীক্ষার আয়োজন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Ministry of Education - Afghanistan : د پوهنې وزارت له کارکوونکو څخه د دیني علومو ازموینه واخیستل شو

- https://tinyurl.com/yuemyk5y

ভিডিও সংবাদ || টিটিপির ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্সের নতুন ভিডিও: দিশেহারা পাকি সেনা-প্রশাসন

সম্প্রতি পাকিস্তানের জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) "আমরা প্রস্তুত, পার্ট-২" শিরোনামে ৬ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও রিলিজ করেছে। যার ব্যাকগ্রাউন্ডে চমৎকার উর্দু নাশিদ সহ টিটিপির আল-ফারুক সামরিক ক্যাম্প থাকে প্রশিক্ষিত একদল যুবকের সামরিক অনুশীলনের ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। এই দলটি টিটিপি ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স বলে জানা গেছে।

ভিডিওটি প্রথমে দেখলে মনে হবে এটা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনীর কোনো ভিডিও। যাদের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অ্যাসল্ট রাইফেল সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা যায়। সেই সাথে তালিবানদের প্রকাশিত অতীত ভিডিওগুলোর সাথে অনেকটা মিল রেখে যুগোপযোগী সামরিক প্রশিক্ষণও লক্ষণীয়। টিটিপির এই অগ্রগতি হয়তো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঘুম হারাম করে দিবে, ইনশাআল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2023/01/10/61802/

০৯ই জানুয়ারি, ২০২৩

রাজধানী কাবুলের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। তালিবান মুজাহিদগণ ক্ষমতায় আসার পরই রাজধানী পুনর্গঠন ও সংস্করণের জন্য ১৮০টি প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে, বাকিগুলোর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

রাজধানী কাবুল পৌরসভা বর্তমানে ৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার শহর। এর অবকাঠামো ও সুপারস্ট্রাকচার কাজের জন্য একটি বড় বাজেট বরাদ্দ করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন। জানা যায় যে, এই ১৮০টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বনায়ন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মতো অনেকগুলো প্রকল্প। এগুলোর মোট ব্যয় ৯০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে জানা গেছে।

এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে, বিভিন্ন ভিলার চারপাশের উঁচু প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলার কাজ। এগুলো মার্কিন সমর্থিত কাবুল প্রশাসনের যুদ্ধবাজ নেতারা দখল করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে এসব দেয়াল ভেঙ্গে শহরের অনেক রাস্তাই বেসামরিক যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

কাবুলের লোকেরা জানিয়েছেন যে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন সম্প্রতি এমন কিছু রাস্তা ও জায়গা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেগুলো তারা গত দুই দশকেও দেখেননি।

৪৯ বছর বয়সী কাবুলের বাসিন্দা ফাহাদ বলেন, "ক্ষমতাশালী লোকেরা আগে এসব জায়গায় বাস করত। তারা এই সমস্ত সম্পত্তি ও সড়কগুলো বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছিল।"

সরকারি প্রকল্পের সম্পত্তিগুলো যারা দখল করে এতদিন মালিক বনে বসেছিল, তাদের থেকে এসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। সেই সাথে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে।

৬৮ বছর বয়সী কাবুলের বাসিন্দা শাহরুদ্দিন বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তালিবানরা পুরানো সরকারের চেয়ে অনেক বেশি সৎ। তাই আমরা তাদেরকে আমাদের অর্থ প্রদানের জন্য বিশ্বস্ত মনে করি।"

এদিকে কাবুলের পুনর্গঠন প্রকল্পের মুখপাত্র নেয়ামতুল্লাহ বারাকজাই বলেছেন যে, এসব প্রকল্পের জন্য তাদের বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নেই। "আমরা এখন নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে এবং কাবুলকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম, আলহামদুলিল্লাহ।"

বারাকজাই আগের সরকের সময় থেকেই দীর্ঘদিন ধরে কাবুলের পৌরসভায় কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন যে, "নতুন প্রশাসনের সাথে কাজ করে আমি খুবই আনন্দিত। এখন আর ক্ষমতাধর লোকেরা সরকারি প্রকল্পগুলো আটকাতে পারছে না। এর ফলে পরিকল্পনাগুলো সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।"

কাবুলে বসবাসকারী ৫৫ বছর বয়সী ব্যবসায়ী আবিদও নতুন প্রশাসনের প্রকল্পগুলোকে সমর্থন করেন। বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়ার কারণে তার বাড়ির কিছু অংশ ধ্বংস করা হলেও, তিনি তালিবান প্রশাসনের পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করেছেন।

আবিদ বলেন, "অতীতে দুর্নীতি এবং ঘুষ, গ্যাংদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল শহর। কিন্তু এখন এসবের কিছুই এখানে নেই। আমরা শান্তিতে থাকতে পারছি। আমি নতুন প্রশানকে বিশ্বাস করি, কেননা এই প্রশাসন সৎ। তাঁরা সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয় দৃশ্যপটেই এখন দেশের অমূল পরিবর্তন আনছেন।"

এদিকে যুদ্ধবাজ রশিদ দোস্তমের প্রাসাদটি এই প্রকল্পের অধীনে পড়েছে। ফলে প্রাসাদের দেয়ালগুলো জোনিং প্রকল্পের অংশ হিসাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সরকারি সম্পত্তি হিসাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

দোস্তমের প্রাসাদের কারণে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা অবরোধ হয়ে থাকা এবং এবং শহরে যানজট সৃষ্টি হবার অভিযোগ ছিল। এখন এর দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলায় বেসামরিক লোকজন এই রাস্তা ব্যবহার করতে পারছেন এবং এই এলাকার যানজট দূর হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই প্রকল্পের অধীনে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা মূর্তিও ধ্বংস করা হচ্ছে। আহমদ শাহ মাসুদের মতো বিভিন্ন যুদ্ধবাজ ও নেতাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সেগুলোর পরিবর্তে কিছু জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, এই প্রকল্পের অধীনে শহরের দরিদ্র এলাকায় পুরনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। তালিবান সরকার কাবুলের বস্তিগুলো পুনর্নবীকরণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সড়কগুলোর সাথেও সংযোগ সড়ক গড়ে তুলছেন।

কাবুলের বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সী মুহম্মদ মুহসিন বলেন, "এই রাস্তা ও বস্তি পুনর্নির্মাণ আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজন ছিল।"

এভাবেই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আফগানিস্তানের জনগণ শরিয়াহ শাসনের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

লিখেছেন : আলী হাসনাত

বুরকিনান বাহিনীতে আল-কায়েদার অতর্কিত হামলায় ৮ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে ইসলাম বিরোধী সেনাবাহিনীকে (জান্তা) লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জান্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি হামলার খবর পাওয়া গেছে। এতে জান্তা বাহিনীর কমপক্ষে ৮ সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে টোগো সীমান্তের কাছে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। সেনাদের ঘিরে অতর্কিত এই হামলাটি গত ৪ জানুয়ারী সোদুগুই গ্রামে চালানো হয়েছিল।

আঞ্চলিক সূত্র আরও জানায়, এই অভিজান থেকে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা বেশ কিছু সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি বক্স গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম (জেএনআইএম) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। প্রতিরোধ বাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ এই হামলা শেষে অনেক অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন। এর মধ্যে ৮ টি ক্লাশিনকোভ রয়েছে।

এটি লক্ষ্যণীয় যে, সম্প্রতি বুরকিনা ফাসো জুড়ে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা। আর এই হামলা দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বুরকিনা ফাসো থেকে মুজাহিদগণ প্রতিবেশি দেশ টোগোতেও অভিযান পরিচালনা করছেন।

ওদের কাছে কাফেরদের খুশি করাই বুদ্ধিমানের কাজ: তালিবান

ইসলামি শাসনের নিন্দুকেরা সবসময়ই নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়নের বুলি আওড়ায়। ইসলামি শাসন নারীদের ঘরে বন্দী করে রাখে, নারীদের অগ্রযাত্রায় বিশ্বাসী নয়, নারী শিক্ষায় বিশ্বাসী নয় – এসব প্রোপাগান্ডা প্রচার করে বেড়ায়।

এবারে এই নিন্দুকদের শক্ত জবাব দিয়েছেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মৌলভী নিদা মুহাম্মদ নাদিম হাফিজাহুল্লাহ।

"কিছু লোক আমাদেরকে বলে যে, নারীদের উন্মুক্ত পার্কে যেতে দেওয়া, রাস্তায় শরীর চর্চা করতে দেওয়া, অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদেরকে শরিয়াহ নীতিমালার বাহিরে ছেড়ে দেওয়াই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ! "কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে! মহান আল্লাহর দ্বীন কী বলে, মুজাহিদিনরা কী চায়, এই জাতি ও আলেমরা কী চায়, তারা তা বুঝতে চায় না। বরং তাদের কাছে কাফেরদের খুশি করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা সবার কাছে এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, আমরা নারী শিক্ষার বিরোধী নই। শিক্ষার নামে তাদের উপর অতিরিক্ত কোনো কিছু চাপিয়েও দিতে চাই না, যা তাদের জন্য প্রয়োজন নেই। যেমনটি পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"এ বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয় ইসলামি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং এখনো করছেন। এই আলোচনা ও পরামর্শ থেকে এখন পর্যন্ত এটা স্পষ্ট যে, আমরা নারীদের জন্য নিরাপদ ও পর্দায় পড়াশোনার সুযোগ তৈরি করবো। যাতে নারীরা চিকিৎসা, নার্সিং এবং মিডওয়াইফারির মতো নারী কেন্দ্রীক বিষয়গুলোতে ইসলামি শরিয়াহ্ অনুযায়ী পড়াশোনা করতে পারবেন।

"আর প্রাথমিক ভাবে নারী শিক্ষিকার সংকট এড়াতে পুরুষ শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পর্দার আড়াল থেকে মেয়েদের পড়াতে পারবেন। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অবশ্যই সম্পূর্ণ শরিয়াহ্ ভিত্তিক হিজাব পালন করতে হবে," তিনি যুক্ত করেন।

ইমারতে ইসলামিয়া যে নারী শিক্ষার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তা তথাকথিত সুশীল গোষ্ঠী ও পশ্চিমাদের দালাল হলুদ মিডিয়াগুলো উল্লেখ করে না। বরং, ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে গৃহিত সময়োচিত পদক্ষেপগুলো গোপন রেখে সাধারণ মানুষের সামনে শুধু মিথ্যাচার করে যাচ্ছে।

অপরদিকে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উমারাগণ শক্ত হাতে ইসলামি শাসন ও বিধি-বিধান কায়েমের চেষ্টা করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

০৮ই জানুয়ারি, ২০২৩

কর্ণাটকে হিজাব বিতর্কের পর সরকারি কলেজ ছেড়েছে ৫০% মুসলিম শিক্ষার্থী

সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের কর্ণাটক প্রদেশ সরকার। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা ও প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন এই ইসলাম বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উপর।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর এক জরিপে দেখায় যে, হিজাব বিতর্কের পর প্রায় ৫০ শতাংশ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সরকারী কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজে চলে গেছে। ২০২১-২২ সালে ৩৮৮ জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে নথিভুক্ত হলেও ২০২২-২৩ সালে সংখ্যাটি ১৮৬ তে নেমে এসেছে।

জরিপ অনুসারে, এই শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৯১ জন মুসলিম ছাত্রী সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে, যেখানে ২০২১-২২ সালের শিক্ষাবর্ষে তাদের সংখ্যা ছিল ১৭৮ জন। আর মুসলিম ছাত্রদের ভর্তির সংখ্যা ২১০ থেকে ১০০ তে নেমে এসেছে।

এদিকে, সেখানকার প্রাইভেট প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি বেড়েছে। ২০২১-২২ সালের ৬৬২ জনের বিপরীতে ২০২২-২৩ সালে ৯২৭ জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অনুদানবিহীন কলেজগুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের ভর্তির সংখ্যা ৩৩৪ থেকে ৪৪০ এ এবং মুসলিম মেয়েদের ভর্তির ৩২৮ থেকে ৪৮৭ তে উন্নীত হয়েছে।

উদুপির সালিহাত পিইউ কলেজেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২১-২২ সালে ৩০ জন মুসলিম ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছিল, ২০২২-২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৫৭ তে দাঁড়িয়েছে।

কর্ণাটক হিজাব বিদ্বেষ

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা সরকারি কলেজে হিজাব পরিহিত ছাত্রীদেরকে তাদের মাথার স্কার্ফ সরিয়ে কলেজ ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

কর্ণাটক থেকে হিজাব বিতর্ক শুরু হলেও ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিম মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্যের বহু ঘটনা সামনে এসেছে।

অমুসলিমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, পক্ষান্তরে মুসলিম নারীরা আল্লাহর দেয়া বিধান পর্দা পালনের জন্য শালীন পোষাক হিজাব পড়লেই তাদের বিদ্বেষ ফুটে উঠে।

কর্ণাটক সরকার গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি একটি আদেশ জারি করে ঘোষণা করে যে, যেখানে নীতি আছে সেখানে ইউনিফর্ম পরতে হবে এবং হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম করা যাবে না। বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশনা ব্যবহার করে এবং হেডস্কার্ফ পরা মুসলিম মেয়েদের প্রবেশে বাধা দেয়।

এর এক মাস পর মার্চ মাসে ভারতের হিন্দুত্ববাদী কর্ণাটক আদালত রায় দিয়েছে যে, হিজাব ইসলামের অবশ্য পালনীয় কোন বিধান নয়।

তথ্যসূত্র:

----

1. Karnataka: 50% Muslim students dropped out of government colleges due to hijab controversy
- https://tinyurl.com/bpa7uavz

ফটো রিপোর্ট || টিটিপির ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স: হয়রান পাকি সেনা-প্রশাসন

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের নানান কূট-কৌশল আর ইংরেজ তথা পশ্চিমাদের গোলামির ফলে স্বাধীনতার অর্ধশতাধিক বছর পরেও পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডটির মানুষ তাদের স্বপ্নের সেই ইসলামি রাষ্ট্র আর প্রতিষ্ঠা হতে দেখেন নি। দেখেছে শুধু নেতাদের জুলুম, লুটপাট ও একে একে কয়েকটি যুদ্ধ।

মুসলিমরা তবুও হাল ছেড়ে দেননি; সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরা নতুন করে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যুবকরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, যেটি বর্তমানে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। তাদের হামলায় দিশেহারা হচ্ছে পাকিস্তান ও তাদের পশ্চিমা মনিবরা।

সম্প্রতি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) "আমরা প্রস্তুত, পার্ট-২" শিরোনামে ৬ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও রিলিজ করেছে। যার ব্যাকগ্রাউন্ডে চমৎকার উর্দু নাশিদ সহ টিটিপির আল-ফারুক সামরিক ক্যাম্প থাকে প্রশিক্ষিত একদল যুবকের সামরিক অনুশীলনের ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। এই দলটি টিটিপি ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স বলে জানা গেছে।

ভিডিওটি প্রথমে দেখলে মনে হবে এটা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনীর কোনো ভিডিও। যাদের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অ্যাসল্ট রাইফেল সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা যায়। সেই সাথে তালিবানদের প্রকাশিত অতীত ভিডিওগুলোর সাথে অনেকটা মিল রেখে যুগোপযোগী সামরিক প্রশিক্ষণও লক্ষণীয়। টিটিপির এই অগ্রগতি হয়তো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঘুম হারাম করে দিবে, ইনশাআল্লাহ্।

আমরা প্রিয় দর্শকদের জন্য এখানে কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করছি; খুব শীগ্রই এটির ভিডিও লিংকও শেয়ার করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

https://alfirdaws.org/2023/01/08/61773/

০৭ই জানুয়ারি, ২০২৩

ইয়েমেনে আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলাঃ আমিরাতের ২০ ভাড়াটে সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি ইয়েমেনে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা জোরদার হওয়ায়, প্রতি সপ্তাহে মুজাহিদদের হাতে অসংখ্য শত্রুসেনা নিহত ও আহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৬ জানুয়ারি শুক্রবারও ইয়েমেনে পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ। যাতে অন্তত ১১ মিলিশিয়া নিহত এবং আরও কমপক্ষে ৯ মিলিশিয়া সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্র জানায়, আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ তাদের প্রথম হামলাটি চালান আবইয়ানের মুদিয়া এলাকায়। সেখানে গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ট্রাক লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে ট্রাকটি ধ্বংস হয়ে যায়, আর তাতে থাকা ৪ মিলিশিয়া নিহত এবং আরও ৯ মিলিশিয়া আহত হয়।

এদিন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান ওমরান উপত্যকায় যাওয়ায় পথে আল-বাকিরা এলাকায়। সেখানে গাদ্দার মিলিশিয়াদের একটি দলকে টার্গেট করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে ভাড়াটে সেনাদের একটি গাড়ি ধ্বংস হওয়া সহ অন্তত ৭ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়।

এর আগে গত ৪ জানুয়ারি বুধবার, মুজাহিদগণ ওমরান উপত্যকায় শত্রুদের অবস্থান লক্ষ্য করে মর্টার শেল দ্বারা একাধিক সফল হামলা চালান। এতে ভাড়াটে সেনাদের অবস্থান ধ্বংস হওয়া সহ শত্রুদের মধ্যে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

তালেবান মুজাহিদ নয়, বেসামরিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে হ্যারি: ইমারতে ইসলামিয়া

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স হ্যারি আফগানিস্তানে অন্তত ২৫ জন তালেবান মুজাহিদকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে। বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ও সন্ত্রাসী ন্যাটো জোটের সহযোগী হয়ে দুই বার আফগানিস্তান আগ্রাসনে অংশ নেয় এই হ্যারি। প্রথমবার ২০০৭-০৮ মেয়াদে বিমান হামলার ফরওয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলার হিসেবে। পরে ২০১২-১৩ মেয়াদে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সে।

এ সময় সে অসংখ্য আফগান সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। সে তার বইয়ে লিখেছে— আফগানিস্তানে থাকাকালে তাকে ছয়টি মিশনে যেতে হয়েছে এবং এসব মিশনে প্রাণহানিও হয়েছে। সে দাবি করেছে, এসব মানুষের প্রাণ যাওয়ার জন্য সে লজ্জিত কিংবা গর্বিত কোনোটাই নয়। নিজের স্মৃতিকথা ‘স্পেয়ার’ নামক একটি বইটিতে হ্যারি এ দাবি করে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— হ্যারি তার লিখিত বইয়ে দম্ভোক্তির সাথে স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, যুদ্ধের সেই উত্তপ্ত সময়ে সে আফগানিস্তানে নিহত লোকজনকে ‘মানুষ’ হিসেবে বিবেচনা করেনি; বরং তাদের ‘দাবার ঘুঁটি’ হিসেবে মনে করেছে। যাদের কেবল দাবার বোর্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল হত্যা করার মাধ্যমে।

তবে এ বিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তরফ থেকে নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, "আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, প্রিন্স হ্যারি যে দিনগুলিতে ২৫ মুজাহিদের হত্যার কথা উল্লেখ করছে, সে সময় হেলমান্দে আমাদের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এটা স্পষ্ট যে হ্যারি বেসামরিক সাধারণ মানুষ টার্গেট করেছে।"

বিগত দুই দশকে সন্ত্রাসী আমেরিকার নেতৃত্বে আফগানিস্তানে ক্রুসেডার ন্যাটো জোট নৃশংস বর্বরোচিত সব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে তারা আফগান নারী-শিশু সহ হাজার হাজার নিরীহ বেসামরিক মানুষকে। এগুলো নিশ্চিতভাবে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ ছিল। তা সত্বেও কোন কথিত মানবাধিকার সংস্থা ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি; অথচ এরাই আবার আফগানে 'পশ্চিমা বিষাক্ত শিক্ষা সাময়িকভাবে স্থগিদ করায়' তালিবানকে নারী অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দায়ে অভিযুক্ত করছে!

এমনকি, বর্তমানে বেপরোয়া ব্রিটিশ রাজপুত্র যখন আফগানিস্তানে মানুষ হত্যার কথা স্বীকার করে বই লিখলো এবং 'আফগানিস্তানের মানুষকে মানুষ মনে করে নি' বলে জঘন্য দম্ভোক্তি করলো, তখনো কথিত মানবাধির সংস্থাগুলো হ্যারির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কোন অভিযোগ আনতে পারেনি। কিন্তু এসব দালাল সংস্থা ও নারীবাদীরা

বরাবরই ইসলামী শরিয়া মোতাবেক ইমারতে ইসলামিয়ার সকল কাজকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে ইসলামি শরিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

লিখেছেন : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র:

1. Army veterans criticise Prince Harry's claim he killed 25 Taliban in Afghanistan - https://tinyurl.com/2cd7xwww

2. Taliban leader accuses Prince Harry of killing innocent Afghans - https://tinyurl.com/ysjj2h5p

---

কাশ্মিরে আরও সেনা বৃদ্ধি করবে দখলদার ভারত

দখলদার ভারত কাশ্মীরে দখলদারিত্ব স্থায়ী করতে লাখ লাখ সেনা মোতায়েন করে মুসলিমদের উপর নিপিড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রায় ৮ লাখ সেনা মোতেয়েন রেখেছে দখলদার ভারত। গুম, খুন ও কাশ্মীরিদের ওপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে এসব সেনারা পুরোপুরি ইহুদি কায়দা অনুসরণ করছে। আর নির্যাতন মাত্রা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাশ্মীরে নতুন করে ১,৮০০ প্যারামিলিটারি সেনা বৃদ্ধি করারে ঘোষণা দিয়েছে সন্ত্রাসী ভারত সরকার।

সম্প্রতি কাশ্মীরে রাজৌরি জেলায় একটি হামলাকে কেন্দ্র করে সেনা বৃদ্ধির ঘোষণা দেয় ভারত। প্রতিবারই সেনা বৃদ্ধির জন্য যে কোন অজুহাতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ভারত। এর আগে- পাকিস্তান ভারতীয় সেনাদের ওপর হামলা করতে পারে- এ অযুহাতে কয়েক দফায় হাজার হাজার সেনা বৃদ্ধি করে দখলদার দেশটি।

আর এভাবে সেনাবাহিনী দ্বারা পুরো কাশ্মীরকে অবরুদ্ধ করে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন মর্যাদা তথা ধারা ৩৭০ বাতিল করে জোরপূর্বক দখলদারিত্ব চাপিয়ে রেখেছে ভারত। বর্তমানে এসব সেনা কোন কারণ ছাড়াই কাশ্মীরিদের বাড়িঘরে অবৈধ অভিযান চালাচ্ছে। যাকে ইচ্ছা খুন বা গুম করছে, যাকে যখন ইচ্ছে কারাগারে বন্দী রাখছে।

সেখানে দখলদাররা ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। কিন্তু কথিত মানবাধিকার সংস্থার এসবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না, কথা বলে না কাশ্মীরের স্বাধীনতা ৩৭০ হরণের ব্যাপারে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Centre To Deploy 1800 Paramilitary Soldiers To Jammu After Terror Attacks - https://tinyurl.com/3bbhzmaf

মার্কিন ঘাঁটিতে হামলাকারী দুর্ধর্ষ শাবাব-কমান্ডারকে ধরতে মরিয়া সন্ত্রাসী আমেরিকা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের দুর্ধর্ষ সামরিক কমান্ডার মায়ালিম আইমান (হফি.), যনি ২০২০ সালে কেনিয়ার লামুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে পরিচালিত হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন। এই কারণে তাকে ধরতে সম্প্রতি মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর সেই লক্ষ্যে সন্ত্রাসী দেশটি শাবাব কমান্ডারের মাথার জন্য $ ১০ মিলিয়ন পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

বর্তমানে আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবকে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীটির সবচাইতে শক্তিশালী ও সক্রিয় শাখা হিসাবে মনে করা হয়। আশ-শাবাব ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি কেনিয়ার লামু অঞ্চলের মান্ডা উপসাগরে দৃঢ় নিরাপত্তাবেষ্টিত একটি মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে ঐতিহাসিক আক্রমণ করেছিলেন, যা টানা দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবত চলতে থাকে। মুজাহিদদের দুঃসাহসি এই হামলার মার্কিন সন্ত্রাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যাতে নৌ-ঘাঁটির সামরিক প্রধান সহ ১৭ মার্কিন ক্রুসেডার হতাহত হওয়ার পাশাপাশি ৯ কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছিল। সেই সাথে মুজাহিদগণ মার্কিনীদের ৭টি বিমান এবং কমপক্ষে ৫টি সামরিকযান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশাপাশি দুশমনদের অধিকাংশ ঘাঁটি আগুনে পুড়েছিল- আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লিখিত আক্রমণটি সাম্প্রতিক সময়ে আফ্রিকায় ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর উপর সবচেয়ে বড় আক্রমণগুলির একটি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি সন্ত্রাসী মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের দেওয়া এক বিবৃতিতে, শাবাবের বিশেষ সামরিক ইউনিট "আল-কুদুস" এর সামরিক কমান্ডার মায়ালিম আইমেনের মাথার জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি উক্ত হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, এই হামলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শাবাব যোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে পারলেও ১০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২০ সালের নভেম্বরে কমান্ডার আইমেনকে "বিশেষভাবে মনোনীত বৈশ্বিক সন্ত্রাসীদের" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এদিকে হামলার এক মাস পর ইউএস আফ্রিকা কমান্ড (আফ্রিকম) দাবি করেছিল যে, হামলার পিছনে থাকা আশ-শাবাব নেতাকে তারা হত্যা করেছে। কিন্তু এখন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এমন বিবৃতি আফ্রিকমের মিথ্যা দাবিতে চপেটাঘাত করেছে।

ফিলিস্তিনে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধ: একবছরে হতাহত কমপক্ষে ৫৫৬ ইহুদি

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ও পবিত্র আল-আকসার ভূমি ফিলিস্তিন। এর সাথে মিশে আছে মুসলিমদের আবেগ ও ভালোবাসা। আর এই পবিত্র ভূমি থেকেই মুসলিমদের উৎখাত করে তা দখল করে চলেছে অভিশপ্ত ইহুদিরা। মুসলিমদের থেকে দখলকৃত এই ভূমিতে তারা প্রতিষ্ঠা করেছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। এর ফলে সেখানে প্রতিদিনই মুসলিম ও ইহুদি দখলদার মাঝে সংঘাত ও সংঘর্ষ হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিরা পবিত্র এই ভূমি রক্ষায় যুগ যুগ ধরে দলগত ও একভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন। এর ধারাবাহিকতায় গত ২০২২ সালে ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের সশস্ত্র প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্যভাবে এবং গুণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; বিশেষ করে অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং অধিকৃত জেরুজালেমে। ২০২২ সালে ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র এই প্রতিরোধ ইহুদিদের জন্য অধিকৃত পশ্চিম তীরে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কারণ গত বছর ফিলিস্তিনিরা শত শত প্রতিরোধমূলক হামলা এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে কয়েক শতাধিক সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। যা ফিলিস্তিনের ভূমিতে দখলদার ইসরাইলি সৈন্য ও অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের আতঙ্কিত করে তুলেছে আলহামদুলিল্লাহ্।

প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার ২০২২ সালে এধরণের শতাধিক সশস্ত্র সংঘর্ষ সহ ১২,১৮৮ টিরও বেশি প্রতিরোধের ঘটনা শনাক্ত করেছে। যেসব সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনায় ৩১ এর বেশি দখলদার ইসরায়েলি ইহুদী নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই সৈন্য, এবং ৫২৫ এরও বেশি আহত হয়েছে। তবে হতাহতের এই সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে, কেননা ইহুদিরা তাদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা সবসময়ই গোপন করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে পরিচালিত হামলার ঘটনায় হতাহতের সঠিক সংখ্যা তারা সবসময়ই গোপন করার চেষ্টা করেছে। যাইহোক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের এসব অভিযানের মধ্যে ৮৪৮টি গুলিবর্ষণ, ৩৭টি ছুরিকাঘাত, ১৮টি গাড়ির সংঘর্ষ এবং বোমা বিস্ফোরণের বেশ কয়েকটি ঘটনা রয়েছে।

সবমিলিয়ে গত এক বছরে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ, লোন-উলফ ও গেরিলা হামলার প্রবণতা পশ্চিম তীর, জেরুজালেম এবং দখলকৃত পশ্চিমাঞ্চলে দখলদার ইহুদিদের লক্ষ্য করে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে; যা দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্ফুলিঙ্গ হিসাবে কাজ করেছে। এরপর রয়েছে ইহুদিদের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ফিলিস্তিনি বিভিন্ন প্রতিরোধ ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সশস্ত্র অভিযান। তাঁরা ভারী রকেট ও মিসাইল দ্বারা ইহুদিদের আঘাত করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা ইসরায়েলের অনেক সামরিক দূর্গ ও অবৈধ বসতি গুড়িয়ে দিয়েছেন-আলহামদুলিল্লাহ।

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

০৬ই জানুয়ারি, ২০২৩

গণহত্যার প্রস্তুতি: জয়পুরে শত শত হিন্দুকে বজরং দলের ‘ত্রিশূল দীক্ষা’

রাজস্থানের শাস্ত্রী নগরে চরম উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী বজরং দলের নেতারা শত শত স্থানীয় হিন্দুকে ত্রিশূল বিতরণ করেছে। তাদেরকে উগ্রবাদী শপথও করানো হয়েছে।

গত ০৩ জানুয়ারী মঙ্গলবারে প্রকাশিত ভিডিওগুলিতে দেখা যায়, উগ্র হিন্দু বজরং দল জয়পুরে ৩০০ এর বেশি হিন্দু যুবককে ‘ত্রিশূল দীক্ষা’ দিচ্ছে। সংগঠনের দাবি, যারা দীক্ষা নিয়েছে তারা দেশ ও হিন্দুত্ব রক্ষার শপথ নিয়েছে। গেরুয়া গ্রুপটি আরও দাবি করেছে যে যুবসমাজকে সাহসী করে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচিটি সারা দেশে পরিচালিত হবে।

তবে বিশ্লেষকগণ হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা মুসলিমদের সতর্কবার্তা দিয়েছেন, সন্ত্রাসী দলগুলো হিন্দু যুবকদের অস্ত্র দিয়ে গণহত্যার পরিবেশ তৈরি করছে। এবং তাদের হিংস্র করে তুলছে।

এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল, ভারতের বাইরে একটি বিশিষ্ট মুসলিম সংস্থা টুইট করেছে "রুয়ান্ডার গণহত্যার আগে, হুটুসদের মধ্যে একইভাবে টন টন ছুরি বিতরণ করা হয়েছিল।"

রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক অ্যাটর্নি গ্রেগ গর্ডন বলেছেন, "আমরা সম্প্রতি ভারতে [গণহত্যার জন্য] সরাসরি প্রকাশ্যে আহ্বান জানাতে দেখেছি। এমনকি শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর আহ্বানও শুনেছি যে, -‘যদি তারা এটি করে তবে আমরা তা করব’ – এটিও উসকানি।"

কম্বোডিয়ার জেনোসাইড ডকুমেন্টেশন সেন্টারের একজন গবেষক মং জার্নি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, ভারত কেবল দ্বারপ্রান্তে নয়- বরং ইতিমধ্যেই একটি প্রকাশ্য গণহত্যার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী হত্যাকারীরা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে তাদের ধর্মের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিত্রিত করেছে। যখন কোন দেশে এই মানবনির্মূলীকরণ শুরু হয়, তখন ঐ দেশ ইতিমধ্যেই গণহত্যা প্রক্রিয়ার গভীরে চলে যায়। যদিও পূর্ণ মাত্রায় হত্যাকাণ্ড শুরু হতে কিছুটা দেরী হতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, ভারতে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (আরএসএস-এর ধর্মীয় শাখা), এবং বজরং দল (ভিএইচপি-এর যুব শাখা) সম্মিলিতভাবে মোট প্রায় ১৫ মিলিয়ন সন্ত্রাসী সদস্য আছে। সংগঠনগুলো নতুন করে আরো সদস্য বাড়ানোর কার্যক্রম চালাচ্ছে। কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bajrang Dal provides ‘Trishul Diksha’ to 300 Hindu men in Jaipur - https://tinyurl.com/2sxb86pe

video link: https://tinyurl.com/yckruycm

2. The Erasure: California Panel Claims Indian Muslims Face Impending Genocide - https://tinyurl.com/2s468uew

3. Process of Genocide Already Underway in India: Experts at Global Summit - https://tinyurl.com/yckjhvrc

---

আরাকান || মুসলিমবিরোধী উগ্র সন্ন্যাসীকে জাতীয় সম্মাননা প্রদান

আরাকানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল উগ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। এসব কথিত সন্ন্যাসীরা কয়েক যুগ ধরে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে প্রায় গোটা মিয়ানমারকেই ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী বানিয়েছে। মিয়ানমারকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে মুসলিমদেরকে প্রধান অন্তরায় ভাবতে শুরু করে বৌদ্ধরা। ফলে, হিংস্র বৌদ্ধরা 'শান্তি শান্তি' আর 'জীব হত্যা মহাপাপ' বলে স্লোগান দিলেও, রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহারে হত্যা ও দেশান্তর করে মিয়ানমারকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে তারা।

আর এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে মুখ্য ভূমিকা পালন করে উগ্রবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উইরাথু। উইরাথু দীর্ঘদিন ধরে তার অতি জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামবিরোধী বক্তব্যের জন্য পরিচিত। বিশেষ করে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সে বিভিন্ন সভা সেমিনারে প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখে। মুসলিমদের বয়কটের আহ্বান জানিয়ে মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা ও মুসলিম যুবকদের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে বর্তমান হিন্দুত্ববাদী ভারতের মতো সেখানেও ইসলাম বিদ্বেষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং এক সময় তা গণহত্যায় রুপ নেয়।

উগ্র উইরাথু ২০১৯ সালে ইয়াঙ্গুনে একটি জাতীয়তাবাদী সমাবেশে মুসলিমবিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছে- ছবি: আল-জাজিরা।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল, তার মূলভিত্তি স্থাপন করেছিল এই উগ্রবাদী উইরাথু। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ২০১৩ সালে 'দ্যা ফেস অব বুদ্ধিস্ট টেরর' বা বৌদ্ধ সন্ত্রাসের প্রতিচ্ছবি শিরোনামে তাকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

আর এমন বর্বর সন্ত্রাসীকে মিয়ানমারের স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় সম্মাননা দিয়েছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। সরকারী মুখপাত্রের বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এমআরটিভি। এই সন্ত্রাসীকে সম্মাননা দেয়ার ক্ষেত্রে মিয়ানমার সামরিক জান্তার ভাষ্য, 'মিয়ানমার ইউনিয়নের কল্যাণের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছে সন্ন্যাসী উইরাথু।' এর প্রতিদান হিসেবে তাকে সম্মানসূচক 'থিরি প্যানচি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। দেশটির সামরিক শাসক জেনারেল মিন অং হ্লাইং গত ৪ জানুয়ারি সন্ত্রাসী উইরাথুর হাতে "সম্মাননা" তুলে দিয়েছে।

উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদী উইরাথুকে সম্মাননা প্রদান করছে দেশটির প্রধান মিন অং হ্লাইং- ছবি: আল-জাজিরা।

মূলত এর মাধ্যমে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যার ক্ষেত্রে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিল মিয়ানমার জান্তা সরকার।

শুধু মিয়ানমার নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদে মাধ্যমে মুসলিমদের নিধন করা হচ্ছে। এভাবে কাশ্মীরে চলছে দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাস, পূর্ব-তুর্কিস্তানে দখলদার চীনের সন্ত্রাস, ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলের সন্ত্রাস। আর এখন নতুন করে ভারতের অভ্যন্তরে শুরু হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

এভাবে প্রতিটি ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। আর মুসলিম ভূ-খণ্ডের নামধারী শাসকগোষ্ঠী এসবের প্রতিবাদ না করে উলটো- যেসব আলেম-উলামাগণ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সতর্ক করছেন, মুসলিমদ জাতিকে জালিমদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন- তাদেরকে জঙ্গী-সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। আর এভাবেই প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করে গাদ্দারের তালিকায় নাম লিখাচ্ছে। পাশাপাশি মুসলিমদের ওপর চলমান আগ্রাসনকে আরও দীর্ঘায়িত করছে।

এজন্য অমুসলিম জালিমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনেই নামধারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানোকে জরুরী হিসেবে দেখছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Myanmar's military honours anti-Muslim monk, frees prisoners- - https://tinyurl.com/2edxkv46

আশ-শাবাবের কাছে পরপর দুটি বড় সামরিক পরাজয় সোমালি বাহিনীর

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনী ও তাদের গোলাম বাহিনীকে হটিয়ে সিংহভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। পরাজয়ের দোরগোড়ায় থাকা গাদ্দার সোমালি বাহিনী নিজেদের পরাজয়কে কিছুটা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে গত ৩ মাস ধরে বহির্বিশ্বের সমর্থন নিয়ে নতুন করে আশ-শাবাবের উপর হামলা শুরু করে; এই হামলার লক্ষ্য, শাবাবের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ভূমিগুলো দখল করা।

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বাহিনী এই লক্ষ্যে গত ৩ মাস ধরে চলা সামরিক আগ্রাসনে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সফলতাই পায়নি। বরং এই আগ্রাসনের মাধ্যমে তারা কয়েক কিলোমিটার এলাকা দখল করতে গিয়ে কয়েক হাজার সৈন্য ও মিত্র মিলিশিয়াদের হারিয়েছে। বিপরীতে আশ-শাবাব কয়েকদিনের মাথায় আবারও সেসব এলাকায় ফিরে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ্।

আজ ৬ জানুয়ারি শুক্রবার সকালেও এধরণের একটি "উদ্ধার অভিযান" পরিচালনা করছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। অভিযানটি মধ্য শাবেলি রাজ্যের হালুলি-গাব এলাকায় শত্রু বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। যেখানে ভোরের আলো ফুটতেই শাবাবের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ শক্তিশালী গাড়ি বোমা হামলার মাধ্যমে শহিদী হামলা চালান। ঘাঁটিতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের পরপরই শাবাবের অন্যান্য ইনগিমাসী যোদ্ধারা ভিতরে প্রবেশ করে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন এবং শত্রু বাহিনীকে টার্গেট করে হত্যা করতে থাকেন। সবশেষ মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ মিলিশিয়াদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।

সংক্ষিপ্ত এই লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি এবং হালুলি-গাবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন। আশ-শাবাব প্রশাসনের সামরিক মুখপাত্র জানান, মুজাহিদদের দুঃসাহসী এই অভিযানে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সোমালি বাহিনীর ৩১ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে এবং এর চাইতেও বেশি সংখ্যক সৈন্য আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে এমন ৫ জন সামরিক অফিসারও রয়েছে, যারা মধ্য প্রদেশে ইসলামবিরোধী শক্তির যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

শাবাব মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব (হাফি.) আরও জানান, এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ৮টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ ৫ সামরিক গাড়ি, প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স এবং সামরিক সরঞ্জাম সহ ১০টি উট জব্দ করেছেন, যেগুলো সেনা সদস্যদের খাওয়ানোর জন্য আনা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এটি এক সপ্তাহে আশ-শাবাবের দ্বিতীয় বড় ধরণের সফল সামরিক অভিযান। এর আগে গত ৪ জানুয়ারি বুধবার দেশের কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যেও সোমালি বাহিনীর গুরত্বপূর্ণ ২টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে ২টি ইস্তেশহাদী হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে শত্রু বাহিনীর ২৬টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া সহ অন্তত ২১৭ সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

কর্ণাটকে 'গোহত্যা' ও 'লাভ জিহাদ' সংক্রান্ত কঠোর আইনের দাবি

কর্ণাটকে ধর্মান্তরকরণ এবং গোহত্যা ও লাভ জিহাদ সংক্রান্ত আরও কঠোর আইনের দাবী জানিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। রাজ্যটির হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই বিতর্কিত ধর্মান্তর বিরোধী আইন এবং গোহত্যা বিরোধী আইন প্রণয়নও প্রয়োগ করেছে।

গত সোমবার হাসানের রাঘবেন্দ্র মঠ পরিদর্শনের সময় প্রভাবশালী পেজাওয়ার দ্রষ্টা অভিযোগ করেছে যে সরকার আইন প্রণয়ন করলেও, দুটি বিষয় সম্পর্কিত ঘটনা এখনও ঘটছে। সে বলেছে, 'এ বিষয়ে আইন আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকারের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।'

সে আরও দাবি করেছে যে রাজ্যে গরু জবাই এখনো অব্যাহত রয়েছে। সে হিন্দুদের উসকে দিতে বলেছে, "অনেক লোক গরুর দুধ বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের গরু জবাইয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে সরকার ও পুলিশ বিভাগকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।"

এমনিভাবে, গত সোমবার, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্ণাটক শাখার প্রধান পার্টির সদস্যদের পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিবহন ব্যবস্থার আগে "লাভ জিহাদের" দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছে।

"লাভ জিহাদ" হল একটি হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র, যেটি অনুসারে তাদের প্রোপাগান্ডা হল, মুসলিম পুরুষরা হিন্দু মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রেমে প্ররোচিত করে।

ম্যাঙ্গালুরু শহরে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করার সময় কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি ও লোকসভা সাংসদ নলিন কুমার কাতিল এই মন্তব্য করে।

বিজেপি সাংসদকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে বলতে শোনা গেছে, "সুতরাং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, রাস্তা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বিষয়ে কথা বলবেন না।"

সে ভিডিওতে বলেছে, "আপনারা যদি আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন এবং আপনারা যদি লাভ জিহাদ বন্ধ করতে চান তবে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রয়োজন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ‘লাভ জিহাদ’ শেষ করতে চাই।"

উগ্র কাতিল আরো বলেছে, "বিজেপি এমন দল যারা গোহত্যার বিরুদ্ধে একটি আইন পাস করেছিল এবং সেইসাথে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস করেছিল। বিজেপিই 'লাভ জিহাদ' নিষিদ্ধ করার আইন পাশ করবে।"

উল্লেখ্য, কর্ণাটক মুসলিম বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে কথিত ‘আত্মরক্ষার’ প্রস্তুতি নিতে হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছিল কর্ণাটকের কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রমোদ মুথালিক। এর আগে এই কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা ভারতে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার দাবি তুলেছিল। এই কর্ণাটকেই ২২ সালের জুন মাসে তিনটি সরকারি কলেজে হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এছাড়া মুসলিমদের হালাল খাবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বয়কটের নির্দেশ দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Demand for more stringent laws on religious conversion, cow slaughter stirs debate in Karnataka (Muslim Mirror) – https://tinyurl.com/5p45uaat

2. Focus on “love jihad” rather than sewage or roads, the Karnataka BJP MP advises party members – https://tinyurl.com/yb3eu4j4

3. Demand for more stringent laws on religious conversion, cow slaughter stirs debate in Karnataka – https://tinyurl.com/2tmcdt68

4. Cong slams K'taka BJP President's 'focus on love jihad' remark – https://tinyurl.com/2m7h4kwx

5. video link: – https://tinyurl.com/mttdrp7c

6. Pramod Muthalik, the chief of Hindu rightwing group, Sri Ram Sena threatened "revenge" against Muslims and called on Hindus to prepare for "self defense"- – https://tinyurl.com/59kjd9c7

০৫ই জানুয়ারি, ২০২৩

মালির রাজধানী বামাকোতে একযোগে ২টি সফল হামলা আল-কায়েদার: নিহত ৫

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির রাজধানী বামাকো ও এর আশেপাশে তাদের আক্রমণের পরিধি বাড়িয়েছেন। যাতে অনেকটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কুফ্ফার বাহিনী ও তাদের গোলামরা।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারিতেও রাজধানী বামাকোর কাসেলা ও মারকাকাউনগো এলাকায় একযোগে দু'টি সফল হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ (জেএনআইএম) যোদ্ধারা। হামলা দু'টি সামরিক চেকপোস্ট, পুলিশ এবং আধা-সামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছে।

মুজাহিদগণ তাদের প্রথম হামলাটি চালান মার্কা গ্রামে। সেখানে মুজাহিদদের হামলায় আধা-সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩ সদস্য নিহত হয়। এসময় তাদের ২টি গাড়ি ও ২টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। হামলা শেষে মুজাহিদগণ একটি সামরিক অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যান।

একই সময়ে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান রাজধানীর নিকটতম ক্যাসিলা এলাকায়। হামলাটি পুলিশ বাহিনীর একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদগণ একটি সামরিক গাড়ি পুড়িয়ে দেন এবং নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে ফিরে যান।

স্থানীয় সূত্র বলছে, মুজাহিদদের এই ২টি হামলায় সামরিক বাহিনীর ৪টি গাড়ি ও ৩টি মোটরসাইকেল ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও জেএনআইএম যোদ্ধারা একটি অ্যাম্বুলেন্স সহ আর ২টি গাড়ি নিয়ে গেছেন।

হামলার কারণ সম্পর্কে জানানো হয় যে, হামলার লক্ষ্যবস্তু সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে এই অঞ্চলের বেসামরিক নাগরিকদের হয়রানি করতো। যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুজাহিদগণ উক্ত ২টি হামলা চালিয়েছেন, আর

এ ধরনের হামলা অব্যাহত থাকবে। সূত্রটি আরও যোগ করেছে, শত্রুরা তাদের শহর ও জনপদ, বাসস্থান এবং নিরাপদ ঘাঁটি কোথাও নিরাপদে বিশ্রাম নিতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর শরিয়াহ্'র দিকে ফিরে আসে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিজেদের শত্রুতার হাত ঘুটিয়ে নেয়।

জাতীয় স্বনির্ভরতা প্রোগ্রাম চালু করবে ইসলামি ইমারত

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী নুরুদ্দীন আজিজি বলেছেন, ইসলামি ইমারত স্বনির্ভরতার ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ কামনা করে।

বিদেশি গণমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, "আমরা একটি জাতীয় স্বনির্ভরতা প্রোগ্রাম চালু করবো। সকল সরকারি প্রশাসনকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করব। তাছাড়া দেশের মানুষকেও নিজেদের দেশীয় পণ্য ব্যবহারে সমর্থন যোগাতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করব।"

তিনি আরও বলেন, ইরান, রাশিয়া ও চীনসহ কিছু দেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে চীনা শিল্প পার্ক এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো কিছু প্রকল্প আলোচনাধীন রয়েছে। এগুলোতে রাশিয়া ও ইরানের সম্পৃক্ততাও রয়েছে।

পূর্বে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এমন ভূমিগুলোতে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা তৈরি করে শিল্প বিকাশের একটি পরিকল্পনা করেছেন জনাব আজিজি। তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় এই পরিকল্পনা সরকারের মন্ত্রিসভায় এবং অর্থনৈতিক কমিশনে উপস্থাপন করেছেন।

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আফগানিস্তানের খনি খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী নুরুদ্দীন আজিজি। এই খাতের মূল্য ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। পশ্চিম হেরাতের একটি লোহার খনি এবং কেন্দ্রীয় ঘোর প্রদেশের একটি সীসা খনির দায়িত্ব পেতে ৪০টি কোম্পানি একটি নিলামে অংশ নিয়েছে। এই নিলামের ফলাফল শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।

এভাবে আফগানিস্তানকে একটি স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে জোরেশোরে কাজ শুরু করেছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ। একদিকে কৃষি খাতের উন্নয়নে যেমন নজর রেখেছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক কুফফার গোষ্ঠীর নানা বিধি-নিষেধ এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বাণিজ্যিক পরিধি বিস্তারেও কাজ করে যাচ্ছেন সদ্য আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসা এই সরকার।

তথ্যসূত্র:

----

1. IEA to Start National Self-Sufficiency Program; Azizi - - https://tinyurl.com/4w46bcay

---

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || ডিসেম্বর, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/01/05/61706/

০৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৩

মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়েই আল-আকসায় অনুপ্রবেশ উগ্র ইহুদি নেতার, পশ্চিম তীরে চলছে ব্যাপক আগ্রাসন

পবিত্র আল-আকসা মসজিদ কেবল মুসলিমদেরই ইবাদতের স্থান। এখানে ইহুদিদের প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু জেরুজালেম দখলের পর নিয়মিতই পবিত্র আল-আকসায় অনুপ্রবেশ করছে নাপাক ইহুদিরা। সেই সাথে মসজিদটির অর্ধেক মালিকানাও দাবি করেছে তারা। তাদের দাবি, আল-আকসা প্রাঙ্গণেই কথিত টেম্পল মাউন্ট অবস্থিত ছিল।

গতকাল (৩ জানুয়ারি) পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে সফর করেছে ইসরাইলের সদ্য নিরাপত্তা মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া ইতেমার বেন গাভির। ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিদ্বেষ ও আগ্রাসনের জন্য কুখ্যাতি রয়েছে তার। মন্ত্রিত্বের প্রথম দিনেই সেনা নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে মসজিদ আল-আকসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে সে। এ সময় তার সাথে ছিলো ইহুদি ধর্মগুরুরাও।

এরপর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুসলিমদের হুমকি দিয়ে কুখ্যাত ইতেমার বেন গাভির জানায়, 'ইহুদিদের জন্য এই স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমরা এই স্থানকে কোনোভাবেই হামাসের মতো সশস্ত্র সংগঠনের সম্পদে পরিণত হতে দেবো না। যারাই ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে তাদেরকেই কঠোর হাতে দমন করা হবে।'

মূলত ইসরাইলের উগ্র ইহুদিবাদী লিকুদ পার্টির নেতানিয়াহু সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর থেকে ইহুদি আগ্রাসন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তার আগমনে গত দু'দিনে ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে ইহুদিরা। পশ্চিম তীরের কাফর দান এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালায় দুটি ফিলিস্তিনি বাড়িতে। ইসরাইলি বাহিনী বিস্ফোরক বোমা দিয়ে গুড়িয়ে দেয় পুরো ভবন।

এ সময় দুজন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা ও ছয় ফিলিস্তিনিকে আহত করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। এছাড়াও হামলা হয়েছে আল-আকসাগামী মুসল্লীদের ওপর। ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হয়েছে পশ্চিম তীরের কয়েকটি এলাকায়।

এভাবে দখলদার ইহুদিরা ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ ভূখণ্ডে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রায়

৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও ইহুদিদের থেকে কোনো ভূমি ফিরিয়ে আনতে পারেননি মুসলিমরা। মুসলিমদের এই ভূখণ্ড ইহুদিদের দখলমুক্ত করতে নববী সুন্নাহ অনুসরণে সশস্ত্র লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন ইসলামি বিশেষজ্ঞ ও আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

১। Israeli security minister breaks into Al-Aqsa Mosque - https://tinyurl.com/jm7ax76a

২। ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/26c9kvxs

৩। ফিলিস্তিনি বাড়ি গুড়িয়ে দেয়ার লোমহর্ষক দৃশ্য - https://tinyurl.com/zdhxvwat

---

টিটিপির হামলায় রক্তাক্ত বছর গেল নাপাক বাহিনীর, ১০১৫ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ২০২২ ঈসায়ী সনে পাকিস্তান জুড়ে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত একটি বছর অতিবাহিত করেছে নাপাক পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী।

বলা হয় যে, ২০১৪ সালের পর এই বছরে টিটিপির সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলা হয়েছে; যার ফলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জন্যও এটি পরিণত হয়েছে একটি রক্তাক্ত বছরে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা টানা ৪ মাসের যুদ্ধবিরতি এবং ৩ মাসের প্রতিরক্ষামূলক অভিযান সত্ত্বেও পাকিস্তান জুড়ে ৩৬৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। যেখানে দলটি ২০২০ সালের পুরো বছর জুড়ে ১৭৭টি এবং ২০২১ সালে ২৮২টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এই পরিসংখ্যান স্পষ্টত পাকিস্তান জুড়ে টিটিপির কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে।

টিটিপির তথ্য অনুযায়ী, দেশ জুড়ে টিটিপির ৩৬৭টি হামলার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলা চালানো হয়েছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, যার সংখ্যা ৭৩টি। এরপরে আছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, যেখানে হামলা চালানো হয়েছে ৫৬টি। এমনিভাবে খাইবারে ৩২টি এবং ডেরা-ইসমাইল খানে ৩৩টি হামলা চালানো হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বীরত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ।

টিটিপির বীর যোদ্ধাদের এসব হামলায় গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর ৪৪৬ সদস্য নিহত এবং ৫৬৯ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ৪৮ সদস্যকে বন্দী করা হয়েছে। মোট হতাহত হয়েছে ১০১৫ কথিত নিরাপত্তা কর্মী। হতাহতদের মধ্যে ৫৪৭ জন সৈন্য এবং সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিটের সদস্য, ২৪৯ জন পুলিশ, আধাসামরিক ও সিটিডি সদস্য , ১৯০ জন এফসি (সীমান্তরক্ষী) সদস্য এবং ২৯ জন গোয়েন্দা সদস্য।

টিটিপির তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের এসব হামলায় ৩৬টি সামরিক যান, ২৪টি পুলিশের যান, ২৪টি সামরিক অবকাঠামো, ৪টি স্পাই ক্যামেরা এবং ১টি গোয়েন্দা কারাগার (সিটিডি কম্পাউন্ড) ধ্বংস হয়েছে।

২০২০ সালকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের পুনরুত্থানের বছর মনে করা হয়। কেননা ২০১৪ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জরব-ই-আজব অপারেশনের পর টিটিপির মুজাহিদগণ অনেকাংশেই পাকিস্তান সীমান্ত থেকে সরে পড়েন। এসময়টাতে তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ আগের অবস্থায় ফিরতে পারেননি। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। টিটিপির নতুন আমীর মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদের (হাফি.) নেতৃত্বে দলটি আবারও সুসংগঠিত হতে শুরু করে। আর ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়ের সাথে সাথে ২০২০ সাল টিটিপির জন্য রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় দিক থেকেই উত্থানের বছর হয়ে ওঠে। এসময়টাতে পাকিস্তানের অন্যান্য জিহাদি দলগুলোও টিটিপিতে শামিল হয়ে এক ছাদের নিচে একত্রিত হতে শুরু করে। জিহাদি দলগুলোর টিটিপিতে যোগদান কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান

শাবাবের দুঃসাহসী মহাস অভিযান: সেনা ও অফিসারসহ হতাহত ২১৭

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় যুগের হুবাল আমেরিকার মিত্রদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করে আসছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসব অভিযানে হতাহত হচ্ছে অসংখ্য কুফ্ফার সৈন্য। আজ ৪ঠা জানুয়ারি বুধবারেও দেশটির মহাস শহরে অনুরূপ একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এতে আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুবাহিনীর দুই শতাধিক সৈন্য হতাহত এবং ২৬টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে যে, বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যের মহাস জেলায় ঘটে যাওয়া হামলায় ইসলামবিরোধী শক্তির কমপক্ষে ৮৭ সদস্য নিহত এবং ১৩০ এর বেশি সদস্য আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে সামরিক অফিসার এবং মিলিশিয়ারাও রয়েছে। হতাহত শত্রুরা ইসলামি শরিয়াহ্'র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শহরটিতে সংগঠিত হয়েছিল। শাবাবের মতে, এই হামলাগুলো শত্রুদের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা। সেই বার্তা হলো, ইসলামবিরোধী শিবিরে যোগদানকারীরা যতই সুসংগঠিত হোক এবং মজবুত ঘাঁটিতে লুকিয়ে থাকুক না কেন, ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সেখানেই তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম।

আশ-শাবাব জানিয়েছে যে, "আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, শাবাব প্রশাসনের বীর মুজাহিদ বাহিনী সকালে হিরান প্রদেশের মহাস শহরে উক্ত পরিকল্পিত অভিযানটি চালিয়েছেন। শত্রু বাহিনীর ২টি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে চালানো হয়েছে। এসব ঘাঁটিতে সুসংগঠিত হচ্ছিল ইসলামি শরিয়াহ্ বিরোধী পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সামরিক বাহিনী ও গেরিলা মিলিশিয়ারা।

সূত্র মতে, ঘাঁটি ২টিতে হামলার পূর্বে বেশ কিছুদিন ধরেই আশ-শাবাবের গোয়েন্দা টিম ঘাঁটির গতিবিধির উপর নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অতঃপর মুজাহিদগণ নিশ্চিত হন যে, এই ঘাঁটিগুলো হিরানে শত্রুদের সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। যেখানে সবচাইতে বেশি শত্রু জড়ো হয় এবং অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান মজুদ করে। এরপর এখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে হিরান রাজ্যে ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা শাসিত অঞ্চলে হামলা চালানো হচ্ছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পরই হারাকাতুশ শাবাব অপারেটিভগণ তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যবস্তু খোঁজে পান। আর সকালে সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে দুটি ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে অপারেশন শুরু করেন মুজাহিদগণ। আশ-শাবাবের এই অপারেশন ও শক্তিশালী ইস্তেশহাদী বিস্ফোরণে ঘাঁটিতে অবস্থিত মিলিশিয়াদের কমপক্ষে ১৩টি সামরিক যান, অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ ধ্বংস হয়। আর পুড়ে যায় ১৩টি গাড়ি, যার বেশিরভাগই বন্দুকসহ প্রযুক্তিগত যান হিসাবে পরিচিত ছিল। সেই সাথে এই অভিযানে শত্রুদের প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী, সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮৭ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৩০ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে, যার মধ্যে উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার ও কমান্ডাররা রয়েছে।

অন্যদিকে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এদিন মাখাস জেলার উপকণ্ঠে দুদুন-আদ গ্রামে অবস্থিত একটি মিলিশিয়া ঘাঁটিতেও হামলা চালান। যেখানে একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর গ্রামটির নিয়ন্ত্রণ নেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এই অভিযানেও শত্রুদের অনেক হতাহত এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। আশ-শাবাব বলেছেন যে, শত্রুদের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন প্রতিটি জায়গাকে লক্ষ্যবস্তু করবেন মুজাহিদগণ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন।

শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা আরও বলছেন যে, মহাস এবং আশেপাশের এলাকাগুলোর সাম্প্রতিক কার্যকলাপ এটিই প্রমাণ করে যে, শত্রুদের জন্য এমন কোনো স্থান বা এলাকা নেই, যেখানে তারা মুজাহিদদের থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। আর আমাদের এই যুদ্ধ ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতদিন না মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা, ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়ন এবং সমস্ত মুসলিম ভূমিকে কাফের ও মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়।

০৩রা জানুয়ারি, ২০২৩

মদের লাইসেন্স "ফ্রী" করলো আরব-আমিরাত

খ্রিস্টানদের উৎসব ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে দুবাই প্রশাসন ব্যক্তিগত মদের লাইসেন্সকে ফ্রী করে দিয়েছে। একইসাথে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের উপর পৌরসভার ৩০ শতাংশ ট্যাক্সও বাতিল ঘোষণা করেছে। এতোদিন দেশটিতে মদের উপর ৩০ শতাংশ কর আরোপিত ছিল এবং মদের লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিতে হতো।

গত ১ জানুয়ারি দুবাইয়ের দুটি সরকারি মদ কোম্পানি মেরিটাইম এবং মার্কেন্টাইল ইন্টারন্যাশনাল এই ঘোষণা করেছ। দু'টি কোম্পানিই এমিরেটস গ্রুপের অংশ। ক্ষমতাসীন আল মাকতুম পরিবারের নির্দেশে এই ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে দুবাই প্রশাসন পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য মদ সংক্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যেমন রমজান মাসে দিনের বেলাতেও মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোভিড লকডাউনের সময় মদের হোম ডেলিভারিও শুরু হয়েছিল সেখানে।

ক্ষমতালিপ্সু আরবের গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী দিনকে দিন আরবের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করেই চলেছে। একদিকে ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধতা দিচ্ছে, আর অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর চালাচ্ছে আগ্রাসন। ইয়েমেনে তাদের আগ্রাসনে লাখ লাখ মুসলিম আজ অনাহারে দিনাতিপাত করছে। আর ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়ে ইহুদিদের সকল অপরাধকে বৈধতা দিয়েছে এসব শাসকগোষ্ঠী।

তথ্যসূত্র:

১। Dubai drops 30 percent tax on alcohol to woo tourists, expats-
- https://tinyurl.com/262hynva

টোগোতে শত্রুশিবিরে আল-কায়েদার হামলা: নিহত তিন, আহত এক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টোগোতে ধারাবাহিক হামলা চালাতে শুরু করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। সম্প্রতি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এমনই এক হামলায় অন্তত ৪ টোগোলিজ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আজ ৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকালে টোগোলিজ সেনাবাহিনীর একটি কমপ্লেক্সে অ্যামবুস (বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুকযুদ্ধ) হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য নিহত এবং অন্য ১ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) উক্ত অ্যামবুস হামলাটি চালিয়েছেন। যা দেশটির সাভানেস রাজ্যের কেপেন্ডজাল এলাকায় অবস্থিত সামরিক কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

মালি ও বুরকিনা ফাসোর পর পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোতেও ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদেরকে টার্গেটে পরিণত করছেন মুজাহিদগণ। এভাবে তারা গোটা পশ্চিমআফ্রিকা অঞ্চল থেকেই ফ্রান্স ও তার সহযোগী অন্যান্য ক্রুসেদার ও গাদ্দারদের নির্মূল করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

সীমান্তে মুসলিম হত্যার মধ্য দিয়ে নতুন বছর শুরু করলো সন্ত্রাসী বিএসএফ

ইংরেজি বছরের প্রথম দিনেই লালমনিহাটের বুড়িমারী সীমান্তে বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যার মধ্য দিয়ে নতুন বছরের সূচনা করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিএসএফ। গত ১ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাংলাদেশি মুসলিমের নাম মুহাম্মদ বিপুল হোসেন (২০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত বিপুলসহ ৮-১০ জন বাংলাদেশিদের একটি দল ভারতের সীমান্তে ঢুকেছিলেন গরু আনার জন্য। এসময় টহলরত ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশিদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। বিপুল বুকে গুলিবিদ্ধ হলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে তার সহকর্মীরা গুলিবিদ্ধ বিপুলক বাংলাদেশে নিয়ে আসলে তার মৃত্যু হয়।

প্রথমত, মানবরচিত আইনে পাশের দেশের পাশের এলাকায় গরু বা অন্য পণ্য আনতে যাওয়াটা অপরাধ হলেও, মানবিকতা, বিবেক ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটা কি কোন অপরাধ? আর দ্বিতীয়ত, এটা যদি অপরাধ হয়েও থাকে, তাহলেও কি সন্ত্রাসী বিএসএফ এভাবে পাখির মতো গুলি করে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতেই থাকবে? আমরাতো এখন পর্যন্ত কোন হিন্দুকে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মরতে শুনিনি!

সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারত বার বার বাংলাদেশের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশের দালাল সরকারগুলোর পক্ষ থেকেও তেমন কোনো প্রতিবাদ জানানো হয় না। তারা কেউ সরাসরি আবার কেউ মুখে বিরধিতা করে পেছনে ভারতকে 'হজুর হুজুর' করে। আর এর ফলে ভারত তাদের পূর্বসূরি মারাঠা বর্গিদের হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে বাংলাদশ সীমান্তে।

গত বছর (২০২২) সীমান্তে বিএসএফের হাতে মোট ২১ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই গুলিতে নিহত হন। বাকিদের নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। এই সময়ে অপহরণ করা হয়েছে আটজনকে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন।

দেশে যখনই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ইস্যু খুঁজে পায়, তখনই কথিত মানবতাবাদী প্রগতিশীলরা হৈ চৈ শুরু করে দেয়। অথচ হিন্দুত্ববাদী ভারত এভাবে বছরের পর বছর বাংলাদেশিদের হত্যা করছে- এ ব্যাপারে তাদের কোন কথাই নেই। আর হলুদ মিডিয়াও সীমান্ত হত্যাকে প্রচার না করে কথিত বন্ধু রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষা করে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

১। থামেনি সীমান্ত হত্যা—

https://m.dailyinqilab.com/article/545575/%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE

সরকারি প্রতিষ্ঠানে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ইসলামি ইমারতের মন্ত্রিসভায়

ইসলামি ইমারতের মন্ত্রিসভার ১৯তম বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুমোদন পেয়েছে। ফলে এখন থেকে ইসলামি ইমারতের সকল প্রতিষ্ঠানে যত বেশি সম্ভব দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে হবে।

ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল সূত্র জানিয়েছে, সোমবারে ইসলামি ইমারতের প্রধানমন্ত্রী আলহাজ্জ মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ হাফিজাহুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, হজ্জ ও আওকাফ এবং উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত দেশীয় পণ্য ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কাজে অংশ নেওয়া। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত গুণগত ও নির্ভরযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানার মালিকদের উৎসাহিত করা।

মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল, পরিবহন ও বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেলের সহকারী ও কারিগরি কর্মীদেরকে সালং মহাসড়কের টানেল এবং যানবাহন চলাচল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর এসব বিষয়ে সমস্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা মন্ত্রিসভায় শেয়ার করার কথা বলা হয়।

ইতোমধ্যে, প্রতিনিধিদলকে সালং মহাসড়ক বরাবর উত্তরে একটি বিকল্প ট্রানজিট রুট তৈরিতে বাজেট, প্রয়োজনীয় সময় এবং কত ক্ষমতায় এটি নির্মাণ করা যেতে পারে, তা হিসেব করে মন্ত্রিসভায় পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোল্ডরুম (পণ্য সংরক্ষণাগার) পুনরায় নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের করা সুপারিশও অনুমোদন করা হয়েছে। আর এটি বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, সেচ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার উক্ত বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে বলে জানান ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র :

----

1. Cabinet approves decision of using domestic products in Govt institutions - https://www.alemarahenglish.af/cabinet-approves-decision-of-using-domestic-products-in-govt-institutions/

০২রা জানুয়ারি, ২০২৩

উত্তরপ্রদেশে ৪৪টি মুসলিম পরিবারকে এবার বাড়িঘর খালি করার নির্দেশ

উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর জেলার নুতন হারদো গ্রামে ৪৪টি মুসলিম পরিবারকে তাদের বাড়িঘর খালি করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি- বাড়িগুলি "অধিগ্রহণকৃত জমিতে" তৈরি করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার কুশিনগরের পাদরাউনা তহসিলের নুতন হারদো গ্রামের ৪৭টি পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়েছে, যার মধ্যে ৪৪ জনই মুসলিম।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ২৫ ডিসেম্বর লেখপাল (রাজস্ব কর্মকর্তা) তাদের গ্রামে এসে নোটিশ দেওয়ার সময় গ্রামবাসীদের কয়েকটি বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করে।

নুতন হারদো গ্রামের ৬০ বছর বয়সী সায়িদা বানো টু-সার্কেলস-ডট-নেটকে বলেন যে, তার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে গ্রামে বসবাস করছে এবং তবুও তাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

কেন তাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে সায়িদা বলেন, "আমরা মুসলিম এবং সে কারণেই আমাদের এই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।" সাইদা বলেন, বয়স্ক ব্যক্তিসহ আরও অনেককে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। "এই ঠান্ডায় আমরা কোথায় যাব? আমাদের অন্য কোন জায়গা নেই।"

অন্য একজন মহিলা, যিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকার অনুরোধ করেছিলেন, টু-সার্কেলস-ডট-নেটকে বলেছেন যে, তাদের ছয় দিনের মধ্যে তাদের বাড়ি খালি করতে বলা হয়েছে অন্যথায় কঠিন ফলাফলের মুখোমুখি হতে হবে।

"পুলিশের সাথে কিছু গ্রামবাসী হিন্দু আমাদের বাড়িঘর ও দোকান ভাংচুর করে এবং লুটপাটও করে। পুলিশ হিন্দুদের দখলে থাকা নিকটতম বসতিতে যায়নি, এবং তাদের বাড়িঘর ভাঙা হয়নি বা তাদের দোকান লুট করা হয়নি।"

বিজ্ঞপ্তিতে প্রশাসন দাবি করে, যাদের স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে তারা দখলকৃত জমিতে বসবাস করছেন। তারা জানায়, "আদালতের গৃহীত আদেশের সাথে সম্মতিতে, সমস্ত মুস্লিমদের তাদের নিজ নিজ বাড়িতে রাখা সামগ্রী অবিলম্বে স্থানান্তর করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে। অ-সম্মতির ক্ষেত্রে, আপনি আগ্রাসী পদক্ষেপের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

ইন্ডিয়া টুমরো-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- গ্রামবাসীদের দাবি, যে বাড়িঘর ও দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে সেগুলো মুসলমানদের মালিকানাধীন। "অন্যান্য জনবসতিতেও এরকম ৫০০-র বেশি বাড়ি রয়েছে। অথচ, নোটিশটি শুধুমাত্র মুসলিম বাড়িগুলি পেয়েছে।"

যেসব পরিবারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং দৈনিক মজুরি শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Uttar Pradesh: 44 Muslim families asked to vacate homes in Kushinagar village (Two Circles) - https://tinyurl.com/2yty4pyw

2. Uttar Pradesh: 44 Muslim families asked to vacate homes in Kushinagar village - https://tinyurl.com/yc6kepr9

আফগানিস্তান লা-ওয়ারিস নয় যে, কেউ চাইলেই হামলা করবে: পাকিস্তানকে মোল্লা ইয়াকুব

ইসলামের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও কোনোদিন এই ভূখণ্ডের মানুষ এখানে প্রকৃত ইসলাম বাস্তবায়ন হতে দেখেনি। দেখেছে শুধু এই রাষ্ট্রের জুলুম, নির্যাতন ও মুসলিমদের সাথে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাফেরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা। এসবই এই রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। ফলে বিশ্ব দেখেছে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ), সোয়াত, ওয়াজিরিস্তান ও বেলুচিস্তানের মতো অঞ্চলগুলোতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভয়াবহ সব সামরিক আগ্রাসন।

আর এখন নিজেদের পশ্চিমা মনিবদের ইন্ধনে এই আগ্রাসন তারা চাপিয়ে দিতে চায় প্রতিবেশি মুসলিম ভূখণ্ড ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে। তাই তো পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১ জানুয়ারি অভিযোগ করে বলেছে, "আফগানিস্তান এখন টিটিপির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই আফগানিস্তানে টিটিপির নিরাপদ আশ্রয়ে হামলা করার অধিকার ইসলামাবাদের রয়েছে।"

পাকি-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এমন উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য IEA পাকিস্তানের কঠোর নিন্দা করেছে। এ বিষয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব (হাফি.) বলেন, "পাকিস্তানের অভ্যন্তরে টিটিপির শক্তিশালী কেন্দ্র ও অস্তিত্বের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দেশটির কর্তৃপক্ষের এই ধরনের দাবি চরম উস্কানিমূলক এবং ভিত্তিহীন, যা দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।"

এসময় মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব (হাফি.) আরও বলেন, "আফগানিস্তান লা-ওয়ারিস নয়। আমরা প্রতিবারের মতোই দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রস্তুত। আর নিজ ভূমি রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের সবার চেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

এদিকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দোহা-ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতা এবং ডিপুটি প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রধান শাইখ আহম ইয়াসির (হাফি.), ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের কাছে হেরে ভারতের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পনে একটি ছবি দেখিয়ে কটূক্তি করে বলেন, "চমৎকার স্যার! আফগানিস্তানকে সিরিয়ায় তুরস্কের অভিযানের মতো ভাববেন না। এটি গর্বিত আফগানিস্তান, যা অনেক সম্রাজ্যকে কবর দিয়েছে। আমাদের উপর যদি সামরিক আগ্রাসনের কথা ভাবেন, তাহলে ভারতের সাথে সামরিক চুক্তির লজ্জাজনক পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তাই বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে আফগানিস্তান থেকে দূরে থাকুন।"

উপরদিকে পাকিস্তানের এক কর্মকর্তা ইমারাতে ইসলামিয়াকে ইঙ্গিত করে বলে যে, "সন্ত্রাসী এবং তাকে আশ্রয় ও সহায়তাকারী উভয়ই সামান অপরাধী। তাই উভয়ের রক্ত আমাদের জন্য বৈধ।"

পাকিস্তানের এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একজন তালিবান মুজাহিদ বলেন, "আপনার দেশ ২০ বছর ধরে একটি আগ্রাসী বাহিনীকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে হামলা চালানোর জন্য আশ্রয় দিয়েছে, কয়েক দিরহামের বিনিময়ে উম্মাহর বীর মুজাহিদ ও বোনদেরকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে, আপনার দেশ থেকেই অসংখ্য বিমান ও ড্রোন উড়েছে, যেগুলো শত শত মাদ্রাসা, মসজিদ, বাড়িঘর ও দোকানপাট ধ্বংস করেছে, যেসব হামলায় শহিদ হয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। তাই আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের রক্তের বৈধতা কতটুকু আছে।"

ইসলাম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, মসজিদ নির্মাণে বাধা

দক্ষিণ কোরিয়ায় দায়গু শহরে একটি মসজিদ নির্মাণে দীর্ঘ এক বছর ধরে বাধা দিয়ে আসছে স্থানীয় ইসলাম বিদ্বেষী কোরিয়ান বাসিন্দারা। 'মসজিদ কোরিয়ান সংস্কৃতির বিপরীত' এ অযুহাতে মসজিদ নির্মাণে বাধা দিয়ে আসছে তারা।

স্থানীয় মুসলিম এবং দেশটিতে পড়তে যাওয়া বিদেশী মুসলিমরা বিষয়টিকে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু এরপরও ইসলাম বিদ্বেষী কোরিয়ানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও মসজিদ নির্মাণের বিরোধীতা অব্যাহত রেখেছে।

মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে একাধিকবার বিক্ষোভ ও সমাবেশও করেছে ইসলাম বিদেষীরা। এসব সমাবেশ থেকে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য ও মুসলিমদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়া হয়। বলা হয় যে, 'ইসলাম একটি খারাপ ধর্ম, এটি মানুষকে হত্যা করে।' এর ফলে দেশটিতে ইসলাম বিদ্বেষ আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেখানে পড়তে যাওয়া বিদেশী মুসলিম ছাত্ররা জানিয়েছেন, মসজিদ নির্মাণের আগে স্থানীয়দের সাথে তাদের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিলো। কিন্তু এখন তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। সম্প্রতি শুকরের মাথা কেটে মসজিদের সামনে রেখে দিচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। গত দুই মাসে তিন বার এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে। মসজিদের কাছেই শুকরের মাংস ভোজের পার্টি অনুষ্ঠান করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে দেশটিতে। এছাড়াও নামাজের সময় মসজিদের কাছে লাউড স্পিকারে গান বাজিয়ে নামজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে তারা।

ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিমদের হত্যায় পশ্চিমা বিশ্ব এগিয়ে থাকলেও, প্রাচ্যের দেশসমূহেও ইসলাম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে কোন অংশে কম নয়। ২০১৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে ৫ শ' ইয়েমেনি শরণার্থী আগমনের ফলে সেখানে প্রথম অভিবাসী বিরোধী বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। কোরিয়ানরা অভিযোগ তুলে যে, দেশটির সরকার সন্ত্রাসীদের (মুসলিমদের) আশ্রয় দিচ্ছে।

দায়গু এলাকায় মসজিদের বিরোধিতাকারী এবং দেশব্যাপী অভিবাসন বিরোধী নেটওয়ার্ক রিফিউজি আউট-এর নেতা লি হিউং-ওহ বলেছে, 'তাদের (মুসলিমদের) কখনই আমাদের দেশে পা রাখা উচিত নয়।' এছাড়াও যারা মসজিদ এবং অভিবাসনের বিরোধিতা করেছে তারা প্রায়ই অভিযোগ করছে যে, এসব বিদেশীদের আগমন দক্ষিণ কোরিয়ার 'বিশুদ্ধ রক্ত' এবং 'জাতিগত একতাকে' হুমকির মুখে ফেলছে।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কোরিয়াতে মাত্র ২ লাখ মুসলিম বসবাস করেন, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার এক ভাগেরও কম। এদের মধ্যে ৭০-৮০ ভাগই বিদেশী, যারা দেশটিতে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। এই অল্প সংখ্যক মুসলিম প্রায়শই বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন সেখানে।

তথ্যসূত্র:

১। Pig heads, pork barbecues: Islamophobic attacks on a mosque under construction in South Korea - https://tinyurl.com/4tw36z44

চীনের কারাগারে উইঘুর মুসলিম ধর্মপ্রচারকের মৃত্যু

ওমার হোসেইন নামে একজন উইঘুর মুসলিম ধর্মপ্রচারক চীনের জিনজিয়াংয়ের কারাগারে গত ফেব্রুয়ারি মাসে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে এক পুলিশ অফিসারের সূত্রে জানিয়েছে রেডিও ফ্রি এশিয়া। মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার 'অপরাধে' তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল সন্ত্রাসী চীন সরকার।

৫৫ বছর বয়সী ওমার হোসেইন ছিলেন ধর্মপ্রচারক। জিনজিয়াংয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কুরলা-এর কারায়ুলগোন মসজিদে খতিব ছিলেন তিনি। চীনের সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট সরকার ২০১৭ সালে মুসলিম আলেম এবং প্রখ্যাত উইঘুর মুসলিমদের উপর এক জঘন্য ক্র্যাকডাউন চালায়। এ সময় ওমার হোসেইনকেও গ্রেফতার করে সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ২০১৫ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে হজ্জ করতে গিয়েছেন!

চীন সরকার ওমার হোসেইনের তিনজন ভাইকেও গ্রেফতার করেছিল ২০১৭ সালে। ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁদের একজনকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল; সেই ভাইও মারা গিয়েছেন কমিউনিস্ট চীনের কারা কক্ষে।

কমিউনিস্ট সরকার গ্রেফতার করার পূর্বে ওমার হোসেইন ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁকে "পুনঃশিক্ষা" দেওয়ার নামে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা। কথিত ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের নামে তাঁর মতো আরও প্রায় ২০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে একই কথা বলে বন্দী করেছে সন্ত্রাসী চীন সরকার।

মাহমুত ময়দুন, একজন উইঘুর বন্দী। কুরলা শহরের অন্য একটি কারাগার থেকে পালিয়ে আত্মগোপনে আছেন। তিনি রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলেছেন, আটককেন্দ্রগুলোর অবস্থা শোচনীয়। গত দুই বছরে ওমার হোসেইনের মতো আরও অনেক বন্দী মারা গেছেন।

নিরাপত্তা শঙ্কায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুরলার এক বাসিন্দা বলেছেন, নিম্নমানের খাবার, কারাগারে কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যয়ন সেশন এবং অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদের কারণে বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে।

তিনি বলেন, ওমার হোসেইনকে ২০১৭ সালের এমন একটা সময়ে তুলে নেওয়া হয়েছে যখন কুরলা শহরের আটককেন্দ্রগুলোকে কারাগারে পরিণত করেছিল কর্তৃপক্ষ।

রেডিও ফ্রি এশিয়ার প্রতিনিধি কুরলা শহরের কারায়ুলগোন পুলিশ স্টেশনে ২০২১ ও ২০২২ সালে মৃত বন্দীদের তালিকা চেয়ে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কমিশনার এমন কোনো তালিকা দিতে অস্বীকার করে।

হোসেইনের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে সে জেলা পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করতে বলে। সেখানেই নাকি ওমার হোসেইনকে রাখা হয়েছিল।

"আমি আপনাকে এমন কোনো তথ্য দিতে পারব না," সে বলে। "এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

পরে এক জেলা পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করেছে যে, হোসেইনকে জেলা কারাগারে রাখা হয়েছিল এবং সেখানেই তিনি ফেব্রুয়ারির দুই তারিখে মারা গেছেন।

"তিনি সুস্বাস্থ্যবান ছিলেন। আগে মোটেও অসুস্থ ছিলেন না," বলে পুলিশ অফিসার। "আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি (কারাগারের) হাসপাতালে লিভার ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে মারা গেছেন। ছাড়া না পেয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।"

২০১৭ সালের ক্র্যাকডাউনের আগের সময়কে নির্দেশ করে পুলিশ অফিসার বলেছে, "সেই সময়ে, (চীনা কমিউনিস্ট) পার্টি এবং সরকার মক্কায় তীর্থযাত্রা করার জন্য প্রতিনিধিদলের আয়োজন করেছিল; আর তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে সেখানে গিয়েছিলেন।" তখন চীনা সরকার উইঘুরদের উৎসাহিত করেছিল পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে বিদেশ ভ্রমণ করতে।

পুলিশ অফিসার আরও বলে, হোসেইন মক্কায় হজ্জে যাওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করে। এরপর তাঁকে বিচারের মাধ্যমে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ঐ পুলিশ অফিসার বলে, কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালে হোসেইনের বাড়িতে গিয়েছিল। তাঁর পরিবারকে একটি গোপন বিচারকার্যের ডকুমেন্ট দিয়ে আসে। তবে পুলিশ অফিসার আর বিস্তারিত কিছু বলেনি।

চার ভাই

ওমার হোসেইনের চার ভাই ছিল। তাঁদের বয়স ৫০ থেকে ৬২-এর মধ্যে। তুর্কি প্রবাসী কুরলার এক উইঘুর অভিবাসীর মতে, ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কারণে নিরাপত্তা হুমকি বিবেচনা করে সরকার একই পরিবারের বাসিন্দাদের 'পুনঃশিক্ষা'-এর জন্য তুলে নিয়ে যায়।

ধর্মপ্রচারক ওমার হোসেইনের পাশাপাশি, তাঁর বড় ভাই সামাত হোসেইনও ২০২১ সালে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সেই তুর্কি প্রবাসী বলেন, সামাত হোসেইন ছিলেন একজন কৃষক। বাস করতেন কারায়ুলগোন শহরের বাগজিগদি গ্রামে। অন্য তিন ভাইয়ের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করে সন্ত্রাসী চীন সরকার।

রহমান এবং আবলেত নামে অন্য দুই ভাই কমিউনিস্টদের "পুনঃশিক্ষা" কেন্দ্রে দুই বছর কাটানোর পর "গ্র্যাজুয়েট" হয়েছে্র। কারণ তাদের আচার-আচরণে "উন্নতি" হয়েছে বলে মনে করে ইসলামবিদ্বেষী কমিউনিস্ট সরকার। অন্যদিকে অপর দুই ভাইকে বিবেচনা করা হয়েছে "সমস্যাজনক" হিসেবে। কারণ তাঁরা নাকি অন্যদের সাথে একত্রিত হয়ে জনশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটান!

এই "অপরাধে" চীনা সরকার ওমার হোসেইনকে ৫ বছর এবং সামাতকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেয়। আর তাঁদের দুজনই কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। হোসেইন ২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন; আর সামাত মৃত্যুবরণ করেছিলেন ২০২১ সালের শুরুর দিকে পাকস্থলীর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে।

তথ্যসূত্র:

Former Uyghur Muslim preacher confirmed dead in prison in China's Xinjiang - https://tinyurl.com/329satzz

---

সিরিয়া যুদ্ধের ১১ বছর, প্রতিদিন প্রাণ যাচ্ছে ৮৪ জনের

২০২২ বিদায় নিয়েছে, শুরু হয়েছে নতুন বছর ২০২৩। নতুন বছরে ভালো মানুষদের চেষ্টা থাকে আগের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নতুন করে নিজের জীবন পরিচালনার। অবিরাম প্রচেষ্টা থাকে পুরো বছর ভালো হয়ে চলার। কিন্তু জালিমরা যেন নতুন বছরে নতুন নতুন আরও জুলুম নিয়ে হাজির হয়। প্রতি বছর নতুন উদ্যমে চলে তাদের জুলুমের মাত্রা। আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, পূর্ব তুর্কিস্তান ও সিরিয়াসহ সর্বত্রই চলছে জালিমদের অবিরাম জুলুম ও আগ্রাসন।

এসবের মধ্যে দীর্ঘ এক দশক ধরে সিরিয়ার মুসলিমদের ওপর চলছে নুসাইরি বাশার আল আসাদের শিয়া জোট ও সন্ত্রাসী রাশিয়ার আগ্রাসী হামলা। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালেও তাদের হামলার কোনো কমতি ছিল না। এমনকি হামলা হয়েছে শরণার্থী শিবিরেও।

বছরজুড়ে এসব হামলায় ১৬৫ জন সাধারণ মুসলিম নিহত হবার তথ্য প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন সিরিয়ান সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস (হুয়াইট হেলমেট)। নিহতদের মধ্যে ৫৫ জন শিশু ও ১৪ জন নারী। এছাড়াও হামলায় নারী ও শিশুসহ গুরুতর আহত হয়েছেন ৪৪৮ জন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, এ বছর সামরিক ও বেসামরিকসহ মোট ৩৮২৫ জন নিহত হয়েছে সিরিয়া যুদ্ধে।

২০১১ সালে সিরিয়ায় মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন শুরু করে নুসাইরি সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদ। এরপর সুন্নি মুসলিমদের উপর কয়েক দফা রাসায়নিক হামলা করে চালানো হয় ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যা। এক্ষেত্রে তার পিতা সন্ত্রাসী হাফেজ আল আসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদ। তার পিতা হাফেজ আল আসাদ ১৯৮২ সালে সিরিয়ার হামা শহরে গণহত্যা চালিয়ে ৪০ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। একইভাবে সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদও তার জোট ও রাশিয়ার সহায়তায় সিরিয়ায় মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে নির্যাতিত সিরিয়ানরা সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে এক সময় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শুরু করে। ফলে সিরিয়ায় শুরু হয় এক মহাযুদ্ধ। যা এখনো চলমান।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব আগ্রাসী রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। একই রাশিয়া সিরিয়ায় আগ্রাসী হামলা চালিয়ে লাখ লাখ বেসামরিক মানুষ হত্যা করছে। কিন্তু দালাল জাতিসংঘ ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী পশ্চিমা সন্ত্রাসীরা সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা নিজ নিজ স্বার্থে একেক পক্ষে অবস্থা নিয়ে নিজেদের প্রক্সি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে লাখ লাখ সিরিয়ান মুসলিম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন, এখনও করছেন।

দেশটিতে দীর্ঘ ১১ বছরের যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৩০ লাখ ৬ হাজার ৮৮৭ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দীর্ঘ যুদ্ধে সিরিয়ায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। তবে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশিই হবে। কারণ, এ হিসাব করা হয়েছে কেবল যুদ্ধে সরাসরি যারা মারা গেছে, তাদের ধরে। এছাড়াও যুদ্ধের ফলে মিলিয়ন মিলিয়ন সিরিয়াবাসী বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সিরিয়ায় দীর্ঘ ১১ বছর ধরে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পরও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন পর্যন্ত কোনো সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে না। এ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সিরিয়ায় ৩০ লাখ নয় যদি ৩০ কোটি মানুষও নিহত হয় তবুও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ও শিয়া জোটের আগ্রাসী মনোভাব কিঞ্চিতও পরিবর্তন হবে না; আর না জাতিসংঘ বা এই ধরনের কোনো সংস্থা মুসলিমদের মুক্তির জন্য কাজ করবে। এ অবস্থায় মুসলিম জাতিকে নববী সুন্নাহ অনুসরণ করে নিজেদের মুক্তির লড়াইয়ে নিজেদেরকেই সামনে বাড়তে হবে। মাজলুম মুসলিমদের মুক্তির জন্য নববী সুন্নাহ অনুসরণের বিকল্প কোনো পন্থা নেই।

প্রতিবেদক: ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

------

১. Statistics of the number of victims of attacks by the regime, Russia, and their loyal militias, during the year 2022 in Syria- https://tinyurl.com/hh5ftm2u

২. Syria records lowest deaths in 2022 since war began; 3,825 dead including 321 kids, says war monitor-https://tinyurl.com/36hm4p9z

৩. UN Human Rights Office estimates more than 306,000 civilians were killed over 10 years in Syria conflict-https://tinyurl.com/3xj5rejk

০১লা জানুয়ারি, ২০২৩

১০০০ পরিবারে খাদ্য ও শীতবস্ত্র বিতরণ করলো ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

বিশ্ব কুফুরি শক্তির উদ্ধত মাথাকে নত করে গত ১৬ মাস আগে কাবুলের বুকে কালিমা খচিত তাওহিদের পতাকা উড্ডীন করেন দুই দশকের লড়াকু জানবায তালিবান মুজাহিদিন। দ্বিতীয়বারের মতো আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

কিন্তু ইমারাতে ইসলামিয়ার এই বিজয়ে বেজায় নাখোশ কুফফার বিশ্ব ও তাদের পদলেহনকারীরা। ফলে তারা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নানা রকম ফন্দি আঁটতে থাকে এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। এসবের মধ্যে অন্যতম একটি এই যে, "তালিবান ক্ষমতায় আসার পরের মাসগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাবারের অভাবে অনাহারে মারা যাবে"। তাদের সবার এই মন্তব্য জনগণের প্রতি দুশ্চিন্তা থেকে আসেনি, বরং জনগণকে ইমারাতে ইসলামিয়া সরকার থেকে বিমুখ করার মানসিকতা থেকে এসেছে।

কিন্তু, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন-ই আজ পশ্চিমাদের এসব মিথ্যা আর বানোয়াট তথ্য সবার সামনেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। ফলে পদলেহনকারীদের মুখোশ আজ জনগণের সামনে খসে পড়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌, মুজাহিদরা ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমাদের পদলেহনকারী মিডিয়া ও কথিত বুদ্ধিজীবীদের গালে একেরপর এক চপেটাঘাত দিয়েই যাচ্ছেন।

https://f.top4top.io/p_25574s1vn2.jpg

মুজাহিদদের জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ছিলো, দরিদ্রদের মাঝে পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ এবং বাসস্থান নির্মাণ। ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের জনকল্যাণমুখী এসব কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে। সেই লক্ষ্যে, মুজাহিদগণ গত শনিবার লোগার প্রদেশের ৪টি গ্রামের বন্যা কবলিত ১০০০ পরিবারে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন।

https://g.top4top.io/p_2557m4ybq3.jpg

এসব খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৫০ কেজি আটা, ২৪.৬ কেজি চাল, ১০ লিটার তেল, ৭ কেজি মটরশুঁটি, ৭ কেজি মটর, ৭ কেজি ডাল, ৫ কেজি চিনি, ২ কেজি লবণ, ১ কেজি সবুজ চা এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য ২টি করে কম্বল।

https://h.top4top.io/p_2557gqe6b4.jpg

https://i.top4top.io/p_2557tozde5.jpg

https://j.top4top.io/p_25570tfq16.jpg

ডিসেম্বরে টিটিপির হামলা : পাকিস্তানের আর্থিক ক্ষতি অন্তত ৫০ কোটি, হতাহত ২০৬ সেনা

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি, পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে পরিচিত এটি। পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ কয়েক মাসের যুদ্ধবিরতি শেষে গত ডিসেম্বরে সারাদেশে সশস্ত্র হামলার ঘোষণা করে টিটিপি। ফলে গত মাসে দেশজুড়ে টিটিপির পরিচালিত হামলা গত বছরের অন্য যেকোনো মাসের চাইতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছিলো। এতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হতাহত সদস্যদের সংখ্যাও অন্য মাসগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মিডিয়া সেন্টার এ নিয়ে ইনফোগ্রাফি আকারে একটি রিপোর্টও প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে, গত ডিসেম্বর মাসে টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তানের মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি ইস্তেশহাদী হামলাসহ সর্বমোট ৬৯টি হামলা চালিয়েছেন। এটি ২০১৫ সালের পর কোনো মাসে টিটিপির সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলা।

বিবরণ অনুযায়ী, টিটিপির জানবায মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব হামলায় পাকি-সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ২৪ কর্মকর্তা এবং ৬ গোয়েন্দা কর্মকর্তা সহ সর্বমোট ২০৬ সৈন্য হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে নিহত সদস্য সংখ্যা ৮৭ এবং আহত ১১৯ গাদ্দার। এছাড়াও টিটিপির হাতে সামরিক বাহিনীর আরও ২১ সদস্য বন্দী হয়েছে।

এসব অভিযানে টিটিপির হামলায় ধ্বংস হয়েছে ৭টি সাঁজোয়া যান, ৪টি পুলিশ ভ্যান, ২টি সামরিক চৌকি, ৪টি গোয়েন্দা ক্যামেরা এবং সামরিক বাহিনীর একটি কম্পাউন্ড, যার ভিতরে ৩০ কোটি মূল্যের বিভিন্ন সাঁজোয়া যান এবং ২০ কোটি মূল্যের বিভিন্ন সরঞ্জাম ধ্বংস হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড: রেলওয়ে সংলগ্ন ৪,৩৬৫টি বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ, শীত মৌসুমে গৃহহীন মুসলিম বাসিন্দারা

উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট গফুর বস্তি নামে পরিচিত হলদওয়ানি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। রেলওয়ের পাশে ৭৮ একর জমিতে নির্মিত ৪ হাজার ৩৬৫টি ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ফলে হাজারো মুসলিম পরিবার বুধবারে (২৮ ডিসেম্বর) উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের অমানবিক আদেশের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন। উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট গত সপ্তাহে "হলদওয়ানির বনভুলপুরায় রেলওয়ের জমিতে নির্মাণ" ভেঙে ফেলার নির্দেশ

দিয়েছে। বিচারপতি শরদ শর্মা এবং আরসি খুলবের একটি ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, বসতি স্থাপনকারীদের এক সপ্তাহের নোটিশ দেওয়া হবে যার পরে নির্মাণগুলো ভেঙে ফেলা হবে।

বনভূলপুরায় রেলওয়ের ২৯ একর জমি জুড়ে রয়েছে মসজিদ, স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসস্থান। হাইকোর্টের এই আদেশ ৪,৩৬৫টি পরিবারকে প্রভাবিত করবে, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম।

রিপোর্ট অনুযায়ী,৭০০০ পুলিশ অফিসার এবং ১৫টি আধাসামরিক বাহিনী ধ্বংস অভিযান চালাবে। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ৪ জানুয়ারির পরে বসতি ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করবে, প্রস্তুতিস্বরুপ গণপূর্ত বিভাগ ২০টি (জেসিবি)JCB, ২০টি পোকল্যান্ড নিয়োগ দিয়েছে।

মুসলিম দলগুলো উচ্ছেদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুসলিম বাসিন্দারা কান্নাকাটি করছেন এবং সরকারকে ধ্বংস অভিযান বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে লেখা একটি চিঠিতে, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তিহাদ উল মুসলিমীন, উত্তরাখণ্ডের (এআইএমআইএম) রাজ্য সভাপতি ডক্টর নায়ার কাজমি বলেছেন যে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে এখানে ৪৫০০ পরিবার বসবাস করছে এবং তারা বিদ্যুৎ সংযোগ, গৃহ কর, জল সংস্থা সংযোগ বিল আদায় করছে এবং তাদের কাছে অন্যান্য আবাসিক শংসাপত্রও আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মুসলিম পরিবারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাটি ২০১৬ সালে হিন্দু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরএসএস-এর অনুসারী রবি শঙ্কর জোশী দায়ের করেছিল। চিঠিতে তিনি বলেন, “এই একতরফা সিদ্ধান্তে হাজার হাজার পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে, সরকারের উচিত এই সংক্ষুব্ধ পরিবারের পক্ষকে হাইকোর্টের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা গৃহহীন হওয়া থেকে রক্ষা পায়।” .

ইতঃপূর্বে হিন্দুরা ২০২১ সাল থেকে আসাম রাজ্যে প্রায় ৪০০০ বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে। এখন উত্তরাখণ্ডেও মুসলিমদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দিচ্ছে। মূলত, ইসরায়েলী নীতি অবলম্বন করে মুসলিমদের সমগ্র ভারত থেকে উচ্ছেদ করে একটি হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখছে উগ্র হিন্দুরা। আর হিন্দুদের এই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে চাইলে মুসলিমদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

1.Uttarakhand: 4,365 families in Muslim locality to become homeless as HC orders demolition of ‘constructions in Railway land’ - https://tinyurl.com/3cpuxjmt

2.Uttarakhand: Over 4000 houses to be demolished in the name of railway encroachment, majority of inhabitants Muslim (Muslim Mirror) https://tinyurl.com/y3fajj5w

3. video link: https://tinyurl.com/ybkuu2ve

ভারতের দেওরিয়া জেলে মুসলিম যুবকের মৃত্যু

কুশিনগর জেলার পদরুনা কোতোয়ালি থানা এলাকার দরবার রোডের বাসিন্দা মুহাম্মদ আখতারকে (২৭) গত ২৫ নভেম্বর বাড়ির বিপরীতে একটি বিয়েবাড়ি থেকে বাল্ব চুরির ঠুনকো অভিযোগে আটক করে মারধর করে। পরে লোকজন বিষয়টি কোতয়ালী থানাকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে হেফাজতে নেয়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিয়ে বাড়িতে তাঁবু বসানো কর্মচারীরা পুলিশের সামনেই তাকে নির্মমভাবে মারধর করে। যার কারণে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়। ২৬ নভেম্বর পুলিশ তাকে চালান দেয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন।

অসুস্থতার কারণে কারা হাসপাতালে ভর্তি

প্রায় এক সপ্তাহ আগে, প্রচণ্ড মারধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দেওরিয়া জেলের কর্মীরা আখতারকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে। আক্তারের মা আয়েশাও দুইবার কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং আখতারের গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চাইলে কারা প্রশাসন চিকিৎসার কথা জানায়। সোমবার রাতে হঠাৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। কারাকর্মীরা আক্তারকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়।

স্বজনরা আসার পরপরই মৃত্যু ঘটে

গত ২৫ ডিসেম্বর, সোমবার আক্তারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাত ১১টার দিকে পদরুনা কোতোয়ালীর দুই কনস্টেবল আখতারের অসুস্থতার কথা স্বজনদের জানায়। মঙ্গলবার স্বজনরা জেলা হাসপাতালে পৌঁছালে কিছুক্ষণ পর আখতারের মৃত্যুর খবর পান।

উল্লেখ্য, এমন ছোটখাটো বিষয়ে মিথ্যে অভিযোগে কখনো কোনো অমুসলিমকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয় না। শুধু মুসলিম হওয়ার কারণেই মুহাম্মদ আখতারের উপর অমানবিক জুলুম করা হয়েছে। যার ফলে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। হিন্দুত্ববাদীদের কারাগারে কয়েকদিন পরপরই মুসলিমদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও কোনো অমুসলিম নিহত হওয়ার কথা শোনা যায় না।

তথ্যসূত্র:

১।देवरिया जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत:26 नवंबर को जिला जेल में दाखिल हुआ था अख्तर, एक सफ्ताह पहले अस्पताल में हुआ था भर्ती

- https://bit.ly/3CfE6BI

গত বছর ৬০০ ফিলিস্তিনি শিশুকে গৃহবন্দী করেছে ইসরাইল

শিশুদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্বভাবজাত। কিন্তু কুখ্যাত ইহুদি জাতি এর ব্যতিক্রম। শিশু নির্যাতনে বরাবরই রেকর্ড সৃষ্টি করছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি ইহুদিরা। ফিলিস্তিনি শিশুদের খুন ও গ্রেফতারের পর এবার নতুন এক নির্যাতনের খবর বেরিয়ে এলো।

২০২২ সালে জেরুজালেমে ৬০০ ফিলিস্তিনি শিশুকে গৃহবন্দী করে রেখেছিল দখলদার ইসরাইল। গত ২৬ ডিসেম্বর ফিলিস্তিনের বন্দী ও প্রাক্তন বন্দী বিষয়ক কমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানিয়েছেন।

জানা যায়, দখলদার ইসরাইল জেরুজালেমের ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শাস্তির মাধ্যম হিসাবে এ নীতি চালু করেছে। গৃহবন্দী অবস্থায় ফিলিস্তিনি শিশুদের পায়ের গোড়ালিতে জিপিএস মনিটর পরতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দী অবস্থায় তাদের স্কুল, এমনকি ক্লিনিকেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

কিছু শিশুকে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেরুজালেম শহরের বাইরে ভাড়া করা বাড়িতে গৃহবন্দী করা হয়েছে। আর বন্দী শিশুদের পরিবারকে এসব বাড়ির ভাড়া পরিশোধের জন্য বাধ্য করছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এছাড়া জরিমানা তো রয়েছেই। ফলে ফিলিস্তিনিরা তাদের সন্তানদের মুক্তির জন্য দখলদার ইসরাইলের আদালত কর্তৃক আরোপিত অত্যধিক জরিমানা পরিশোধ ও বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে তাদের সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলের এমন বর্বরোচিত নির্যাতন সত্ত্বেও জাতিসংঘসহ কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। মানবাতাবিরোধী সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিপক্ষে তাদের নীরবতা, মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের মানবাধিকারের দ্বিমুখী নীতিকেই নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই মুসলিমদের স্বার্থে কাজ করবে না। মুসলিমদের নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরাই মেটানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Israel courts issued 600 house arrest orders against Palestinian children in 2022- https://tinyurl.com/nkakwkc2

ইসলাম গ্রহণকারী অ্যান্ড্রু টেটকে গ্রেফতার করেছে রোমানিয়া

অতি সম্প্রতি সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করা ব্রিটিশ-আমেরিকান কিকবক্সার এবং ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব অ্যান্ড্রু টেটকে গ্রেফতার করেছে রোমানিয়ান পুলিশ। ধর্ষণ ও মানব পাচারের কথিত অভিযোগে গত ২৯ ডিসেম্বর রাজধানী বুখারেস্ট থেকে টেট ও তাঁর ভাইকে আটক করা হয়েছে।

অ্যান্ড্রু টেট ইসলাম গ্রহণ করার আগে থেকেই পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীদের ফ্রি মিক্সিং-এর সমালোচনা এবং ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে, এর পক্ষে প্রশংসা করে কথা বলতেন। তিনি মনে করেন নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার দায় নারীর নিজের। এ মন্তব্যের কারণে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক এবং টুইটারের (ইলন মাস্ক দায়িত্ব নেওয়ার পর টুইটার একাউন্ট সচল করা হয়েছে) মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর গ্রেফতারের ঘটনায় ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা নারীবাদীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ অক্টোবর অ্যান্ড্রু টেট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘গেটর’-এ নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। এ সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নামাজের একটি ভিডিও-ও ভাইরাল হয়।

টেট পাঁচ বছর আগে ব্রিটেন ছেড়ে রোমানিয়ায় বসবাস করে আসছেন। ইসলাম গ্রহণ করার আগে থেকেই তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতির সমালোচনা করে আসছিলেন। কিন্তু এতদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিলেও ইসলাম গ্রহণের পর পরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পশ্চিমারা। তাঁর বিরুদ্ধে রোমানিয়ার এ পদক্ষেপ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Andrew Tate Detained in Romania on Suspicion of Rape, Human Trafficking- https://tinyurl.com/fz9svxz6

2. ব্রিটিশ-আমেরিকান কিক-বক্সার অ্যান্ড্রু টেটের ইসলাম গ্রহণ- https://tinyurl.com/b7z56acp

---

জয় শ্রীরাম না বলায় পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া মুসলিম শিশুকে মারধর

জয় শ্রীরাম না বলায় ১০ বছরের এক ছেলেকে মারধর করা হয়। শিশুটি একটি বেসরকারি স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। টিউশনি করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। উগ্র হিন্দুরা পথিমধ্যে তাকে থামিয়ে হিন্দুদের কুফরী বাক্য জয় শ্রী রাম বলতে বলে। সে অস্বীকার করায় তারা তাকে চড় মারতে থাকে। অবশেষে, ছাত্রটি যখন জয় শ্রী রাম বলল, তখনই তাকে যেতে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ার পান্ডানার। শিশুটির পরিবারের সদস্যরা বলেন, আমরা মুসলিম। আর মারধরকারী উগ্র হিন্দু অজয় ওরফে রাজুর বাবা লক্ষ্মণ ভিল, একই এলাকায় থাকে।

শিশুটির মুখ থেকে পুরো ঘটনার বিবরণ-

আমি প্রতিদিনের মতো বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৪টার দিকে আড়ুদ রোডে কোচিংয়ের জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিলাম। পথে কাউন্সিলর মামার মুদি দোকানের কাছে অজয় ভীল আমাকে থামায়। তিনি আমাকে বলেন যে আমি তিন পর্যন্ত গণনা করতে করার আগেই 'জয় শ্রী রাম' বলবি। আমি বললাম- না। একথা শুনে অজয় আমাকে দুবার চড় মারে। আমাকে বলেছিল 'জয় শ্রী রাম' বল, আমি না বললে আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। তখন আমি ভয়ে 'জয় শ্রী রাম' উচ্চারণ করলাম। এর পর তিনি আমাকে যেতে দেন। ভয়ে কোচিং এ না গিয়ে বাসায় ফিরে আসি। এখানে আসার পর বাবা-মাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম।

শিশুটির বাবা বলেন- বিষয়টি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

শিশুটির বাবা বলেন, আমি সন্ধ্যায় বাসায় ছিলাম। একই সময়ে ছেলে কোচিংয়ে চলে যায়। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল। বাড়িতে এসে পুরো ঘটনা খুলে বলে। আমরা ইসলাম ধর্ম পালন করি, কিন্তু অজয় ভীল ছেলেকে পথে থামিয়ে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বাধ্য করেছে। দুঃখের বিষয় যে তারা আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। এছাড়া, আমার ছেলের সাথে ভবিষ্যতে আরো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম কিশোরকে লোহার রড দিয়ে মারধর:

২০২১সালের জুন মাসে, জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম কিশোরকে লোহার রড দিয়ে মারধর করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। মুসলিম যুবকের 'অপরাধ' সে 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগান দেয়নি। ব্যস– তাতেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। শুরু হয় ওই যুবককে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর। অত্যাচারকে চরম সীমায় নিয়ে যেতে গায়ে দেওয়া হয় পেরেকের খোঁচা। শত কান্না, অনুনয় বিনয় কিছুতেই মন ভেজেনি আক্রমণকারীদের।

তোহরিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন জীশান। কিছু দূর আসতেই তাঁর পথ আটকায় হামলাকারীরা। এরপরই শুরু হয় তাঁকে টানা হ্যাঁচড়া। জীশান জানিয়েছেন, 'আমাকে থামিয়ে আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। বাইক ভেঙে দেয়। হামলাকারীদের দাবি, আমাকে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে হবে। আমি সেই শ্লোগান না দেওয়াতেই শুরু হয় লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর। তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। পেরেক দিয়ে আমার হাতে, পিঠে জোরে জোরে আঘাত করল। যখন তারা দেখল গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখন তারা দৌড়ে পালাল। আর বলল, এবার ওকে মরতে দে।'

ভারতে থাকতে হলে সবাইকে বলতে হবে 'জয় শ্রীরাম:

দিল্লীর বিখ্যাত যন্তর মন্তরে এক বিক্ষোভ মিছিলে মুসলিমবিরোধী চরম উগ্র শ্লোগান দিয়েছে একদল বিজেপি সমর্থক।

২০২১সালের আগস্ট মাসে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে মুসলিমদের হত্যার স্লোগান দেয় বিজেপি সমর্থকরা। পাশাপাশি ঐ সমর্থকরা আরও দাবি করে যে, ভারতে থাকতে হলে সবাইকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে হবে।

উল্লেখ্য, ‘জয় শ্রীরামকে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম হত্যার নতুন হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে। অনেক মুসলিমকে হতাহত করেছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. MP में 5वीं के छात्र से जबरन 'जय श्रीराम' बुलवाया:आरोपी ने ट्यूशन जा रहे छात्र को मारे थप्पड़; केस दर्ज - https://tinyurl.com/3v2zp93c